পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 11 Wednesday, 11 December, 2024 ✻ ৩০ বর্ষ, ১১ সংখ্যা ✻ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বুধবার, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের ‘সুপ্রিম’ অনুমতি

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বরঃ গত ৭ নভেম্বর শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানি হয়েছিল। প্রায় এক মাস পর আজ ওই মামলার শুনানি শেষ হল সুপ্রিম কোর্টে। এদিন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার করার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। ঘটনা হল, বিনীতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে নির্যাতিতা চিকিৎসক-পড়ুয়ার নাম তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন। সে ব্যাপারেই মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু যেহেতু মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। তাই মামলা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। প্রসঙ্গত, গত ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিক্যালে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর তাঁর নাম প্রকাশ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবি জানিয়ে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। এই ব্যাপারে নোটিস ইস্যু করতে বলেছিল প্রধান বিচারপতি টিএম শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ। নির্যাতিতার নাম বলা নিয়ে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে রাজ্য পদক্ষেপ করতে পারবে বলে আদালতে জানায় কেন্দ্র। আরজি করের ঘটনায় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে কোনও ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে সেটা আইন অনুযায়ী রাজ্যই নিতে পারে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানায় কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী।

রাজ্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বাস মালিকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বরঃ দূষণ ঠেকাতে বাসের মেয়াদ আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছিল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল। তা মেনে কলকাতা-সহ দেশের একাধিক হাইকোর্ট অনেক আগেই বেসরকারি বাণিজ্যিক গাড়ির আয়ু পনেরো বছর পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে পনেরো বছরের পুরনো বাস, লরি, ট্যাক্সি, অটো চলাচল নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। রাজ্যের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল বাস মালিকদের সংগঠন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১৮ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। বস্তুত, সম্প্রতি এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল। আদালতের সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি করা নয়, জট খুলতে এদিন বাস মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকও করেন পরিবহণ সচিব। সূত্রের খবর, সেখানে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, এ ব্যাপারে রাজ্যের কিছু করার নেই। এরপরই রাজ্যের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বাস মালিকরা।

‘আমরা মমতাকেই চাই’, সাফ কথা লালুর, কংগ্রেসের আপত্তিও মানতে নারাজ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বরঃ ইন্ডিয়া জোটের হাল কি এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে? আরজেডি নেতা লালু প্রসাদের কথায় আবারও বাড়ল সেই জল্পনা। সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদব, এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের পর এবার লালু প্রসাদ যাদব। সোমবার ওয়াই এস আর কংগ্রেসও মমতাকেই নেত্রী হিসেবে সমর্থন করেছেন। আর এবার লালুর মুখেও শোনা গেল একই কথা। কংগ্রেসের কোনও আপত্তি মানবেন না বলেও জানিয়েছেন তিনি। সংবাদসংস্থার প্রশ্নের মুখে লালু প্রসাদ বলেন, ‘‘কংগ্রেসের আপত্তি কোনও বিষয় নয়। আমরা মমতাকেই সমর্থন করব। ২০২৫-এ সরকার গড়ব আমরা।’’ মমতাকে সমর্থন করেছে উদ্ধব ঠাকরের শিব সেনাও। এদিকে, মমতাকে ইন্ডিয়া জোটের নেত্রী করার জোরাল দাবির আবহেই দিল্লিতে শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। জানা যাচ্ছে, ‘দিল্লি নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়াই লড়বেন কেজরীবাল।’ লোকসভায় ফল ভাল হওয়ার পর কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু দিল্লি এবং হরিয়ানা বিধানসভায় ভরাডুবির পর কংগ্রেস আবারও ব্যাকফুটে চলে গেলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তারপরই রাহুলের নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে জোটের বাকি শরিকরা! নেতৃত্ব নিয়ে আবারও উঠেছে প্রশ্ন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে বারবার হারানোর রেকর্ড রয়েছে মমতার দল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। সেই কারণেই মমতাকে সামনে রেখে বাকিরা লড়তে চাইছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে ইন্ডিয়া জোটের বাকি নেতাদের গুরুত্ব দিতে নারাজ কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেন, ‘‘যারা সারা দেশে ১০০ আসন পেল, তারা নেতৃত্ব ঠিক করবে, নাকি যারা ২০-৩০টা আসন পেয়েছে তারা?’’ এই সব নেতারা কী বলছেন, তাতে কিছু যায় আসে না। বিজেপির বিরোধিতা কেবলমাত্র কংগ্রেসই করতে পারবে বলে মনে করেন তিনি।

রাজ্যের ডেমোগ্রাফি পাল্টে দিয়েছেন, মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১০ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে একের পর এক হিন্দু নির্যাতনের খবর সামনে আসছে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে নানা ধরনের হুমকি, হুঁশিয়ারি, ভারত বিদ্বেষী কথাবার্তাও বলা হচ্ছে বলে খবর। তবে এই সব ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। এবার বসিরহাটের নাকুয়াদহ হাজরাতলা মোড়ের প্রতিবাদ সভা থেকে পালটা হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এখানে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষা সমিতি। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে এই সভা। সেখানে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়। ভারতের জাতীয় পতাকাকে বাংলাদেশে অবমাননা করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে সভাস্থলে প্রতিবাদ জানানো হয়। সেই সঙ্গেই বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে আওয়াজ তোলা হয় এই সভা থেকে। সেই সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী একের পর এক হুঙ্কার দেন। জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলা হয় সভা মঞ্চ থেকে। শুভেন্দু বলেন, ‘‘মন্দির ভাঙা বন্ধ না করলে, চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি না দিলে, জেহাদিদের আওয়াজ বন্ধ না হলে নতুন বছরে সিনেমা দেখাব। আমাদের দেশে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন যিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান, ৩৭০কে বিলোপ করে কাশ্মীরে ভারতের ঝান্ডা উড়িয়েছেন। এবার সময় এসেছে হিন্দুদের ধর্ম রক্ষার কমিটি তৈরি করার। ধর্ম রক্ষা কমিটি তৈরি করতে হবে। এই লড়াই বাঁচার লড়াই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথার পরিবর্তন কেন হচ্ছে জানেন আপনারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, তিনি বুঝতে পারছেন শুধু ৩০ শতাংশ দিয়ে বৈতরনী পার হওয়া যাবে না। ৭০ শতাংশ এক হয়ে যাচ্ছে। আপনি এই রাজ্যের ডেমোগ্রাফি বদলে দিয়েছেন। সিপিএম শুরু করেছিল আর আপনি সম্পূর্ণ করছেন। এক কোটি রোহিঙ্গাদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ওনার এক মন্ত্রী তো এক ধাপ এগিয়ে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বললেন মহম্মদ ইউনুস ঠিক করছেন। ওটা অভ্যন্তরীন বিষয়। এই মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের প্রটেকশন দিতে পারেননি।’’ সভায় স্লোগান ওঠে, দুনিয়ার হিন্দু এক হও। শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ভিডিয়ো সূত্রে জানা গিয়েছে। শুভেন্দু বলেন, ‘‘পারবেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিতে।’’ সেই সঙ্গে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে না বলে দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে এদিন উপস্থিত নেতৃত্বরা বার বার দাবি তোলেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন একাধিক সংগঠন এই নির্যাতন বন্ধের দাবিতে মিছিল, সভার আয়োজন করে।

হাওড়ার ড্রেনেজ ক্যানাল রোডের নাম বদল

নতুন নামকরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া ও দিঘা, ১০ ডিসেম্বরঃ হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড সংলগ্ন ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের নাম পরিবর্তন করে প্রয়াত ফুটবলার শৈলেন মান্নার নাম করার নির্দেশ দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, মঙ্গলবার তিনদিনের দিঘা সফরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। যাওয়ার আগে হাওড়া ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ পূর্ব মেদিনীপুর রওনার আগে হাওড়া ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে হাওড়ার ডিএম’কে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারত সরকার যা করবে তার উপরই ভরসা রাখা হবে বলে জানান। এই নিয়ে বা।তি কথা বলতে চাননি তিনি। এদিকে ২০২০ সালে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের নামকরণ প্রয়াত কিংবদন্তী ফুটবলার শৈলেন মান্নার নামে করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার হাওড়ায় একটি রাস্তার নামও বদলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন নামকরণ করা হল, শৈলেন মান্নার নামে। ড্রেনেজ ক্যানাল রোডের ধারেই ডুমুরজলা স্টেডিয়াম। সেই রাস্তার নামই শৈলেন মান্না সরনি করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। তারপর হেলিকপ্টারে করে দিঘায় এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনদিনের জেলা সফরে সৈকত শহর দিঘায় এসে পৌঁছলেন তিনি। আজ বিকেল ৩টে নাগাদ নিউ দিঘা হেলিপ্যাড ময়দানে নামেন। অন্যদিকে আজ দিঘা সফরে আসার প্রাক্কালে হাওড়া ডুমুরজেলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড থেকে এই নামের

দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘোষণা করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলাশাসককে নির্দেশ দেন, ‘‘হাওড়ার ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের সংস্কার করতে হবে এবং রাস্তার চারপাশে সৌন্দর্যায়ন করতে হবে। রাস্তার পাশে কিছু দোকান বসানোর অনুমতি দিতে হবে। তবে যেন কোনও সমস্যা না হয়।’’ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন প্রশাসনকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিঘায় পৌঁছতেই কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে ওঠে। গাড়িতে করে মুখ্যমন্ত্রী যান ওল্ড দিঘার দীঘিতে। আগামীকাল, বুধবার জগন্নাথ মন্দির দর্শনে যাবেন বলে ঘোষণা করেন তিনি। সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব দেন, যদি হাওড়ার অন্য কোনও রাস্তার নাম শৈলেন মান্নার নামে না থাকে তাহলে এই রাস্তাটির নাম ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের পরিবর্তে কিংবদন্তী ফুটবলারের নামে রাখা হোক। ফুটবলারদের কাছে শৈলেন মান্না আজও একটা আবেগের নাম। আগেও নানা শিল্পী, খেলোয়াড়দের সম্মান জানানোর জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক রাস্তার নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। এবার শৈলেন মান্নার নামে নামকরণ করা হতে চলেছে হাওড়ার ড্রেনেজ ক্যানাল রোড। যা সাধারণ মানুষ শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনল কংগ্রেস, ইতিহাসে বেনজির

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার বিরোধীরা উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই অনাস্থা নোটিস আনা হয়। সংসদের উচ্চকক্ষে চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিরোধীদের ক্রমাগত সংঘাতের জেরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথম এ ধরনের ঘটনা ঘটল। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর সংসদে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে বোঝাপড়া প্রায় নেই বললেই চলে। গৌতম আদানির কোম্পানির বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতেও কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে গলা মেলায়নি তৃণমূল। কিন্তু রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাবে পাশে থাকার কথা জানিয়েছে জোড়াফুল-সহ একাধিক বিরোধী দল। ধনখড়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযোগের সার কথা হল, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান নিরপেক্ষ রেফারির ভূমিকা ছেড়ে শাসকদল বিজেপির গোলকিপারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অভিযোগটা নতুন নয়। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, হালে ধনখড়ের এমন আচরণ মাত্রা ছাড়িয়েছে। সম্প্রতি বিজেপি সাংসদরা মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরসকে জড়িয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন। অভিযোগ

করেছেন সোরসের সংস্থার কাছ থেকে কংগ্রেস বিপুল টাকা পেয়ে থাকে, যারা কাশ্মীর-সহ নানা ইস্যুতে বিশ্বব্যাপী ভারতের নিন্দামন্দ করে থাকে। বিজেপির আরও অভিযোগ, কংগ্রেস দেশবিরোধীদের টাকা নিয়ে থাকে। এমনকী এই অভিযোগও করা হয়েছে, যে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন তথা রাজ্যসভা সদস্য সোনিয়া গান্ধি জর্জ সোরসের প্রতিষ্ঠান ফোরাম অফ এশিয়া প্যাসিফিকের সদস্য। প্রসঙ্গত গত বছর সোরসকে নিয়ে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে বিবাদ মাত্রা ছাড়িয়েছিল। সোরস প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিলেন, নরেন্দ্র মোদির জমানায় ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন। আরও বলেছিলেন, তাঁর সংস্থা ভারতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে আগ্রহী। কংগ্রেস পত্রপাঠ সোরসের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে বলেছিল, ভারতের সমস্যা ভারত একাই মেটাতে পারবে। ভারতের জনগণই এই ব্যাপারে শেষ কথা বলবে। কারও নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভায় দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গের অভিযোগ, ধনখড় বিজেপির সাংসদদের রাজ্যসভায় এমন সব ভিত্তিহীন কথা বলতে দিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ এবং হেয় করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু পাল্টা কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলিকে বলার সুযোগ দেননি। কংগ্রেস নেতৃত্ব অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে ধনখড়ের এমন আচরণ নিয়ে কথা বলেছে। সংসদ সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ একাধিক বিজেপি বিরোধী দল এই ব্যাপারে কংগ্রেসের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে যে ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলে তারা সেটি সমর্থন করবে। রাজ্যসভায় এখন বিজেপি তথা এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই ভোটাভুটি করে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের আসন থেকে ধনখড়কে সরানো কঠিন। আরও বড় প্রশ্ন, ধনখড় তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেবেন কিনা। তবে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ হওয়াটাই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, লোকসভার স্পিকারের জন্য অস্বস্তিদায়ক। সেই কারণেই কংগ্রেস ধনখড়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এল।

ডাক্তারদের অভিযোগ শুনবে টাস্ক ফোর্স, সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ মার্চ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বরঃ গত ৭ নভেম্বর শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানি হয়েছিল। প্রায় এক মাস পর আজ ওই মামলার শুনানি হল সুপ্রিম কোর্টে। বেলা ১১টা নাগাদ প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে শুনানি শুরু হয়। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি জানান, সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে ৪৩ জন সাক্ষীর। সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেন শীর্ষ আদালতে। এটি সিবিআইয়ের সপ্তম রিপোর্ট। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রোজ নিম্ন আদালতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ধর্ষণ মামলার শুনানি হচ্ছে। সেই শুনানি প্রক্রিয়া আগামী মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে মোট ৫২ জন সাক্ষী আছেন। রেকর্ড করা হয়েছে ৪৩ জনের বয়ান। অন্যদিকে আদালতে নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী আর্জি জানান, দ্রুত বিচার দেওয়া হোক। তিনিও আশাবাদী আগামী সপ্তাহের মধ্যে ট্রায়াল শেষ হয়ে যেতে পারে। শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, শুধু আর্জি এবং প্রয়োজনীয় তথ্যই শোনা আর দেখা হবে। ফলে এদিন রিপোর্ট পেশের পরপরই প্রধান বিচারপতি ডিএনএ রিপোর্ট দেখতে চান। জবাবে তুষার মেহতা জানান রিপোর্ট ম্যাচ করেছে। এরপরই আর্থিক দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে কি না, জানতে চান প্রধান বিচারপতি। তুষার বলেন, ‘‘অন্য কোর্টে মামলা চলছে।’’ একই সঙ্গে তিনি রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, ২৭ নভেম্বর সরকারি পদে কাজ করা দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য রাজ্যের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। ২৯ নভেম্বর চার্জশিটও দেওয়া হয়। এরপরই রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। আর ঠিক তখনই জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংহ প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি জানান, তিনি যেন রাজ্যের পদক্ষেপের উপর নজরদারি করতে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করার বিষয়টা একবার বিবেচনা করে দেখেন। এর উত্তরে প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, ডাক্তারদের যা বলার সেটা যেন ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের কাছে জানায়। এর জন্য এনটিএফ-কে একটি ইমেইল তৈরি করার কথাও বলেন তিনি। জানিয়ে দেন, ১২ সপ্তাহ পরে সব খতিয়ে দেখে টাস্ক ফোর্সকে রিপোর্ট দিতে হবে। প্রধান বিচারপতি জানান, আরজি কর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৭ মার্চ।

জেএমবি-আল কায়েদার কায়দাতেই বাংলায় ঘর বাঁধছে বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

জেএমবি এবং আল কায়েদা উপমহাদেশের ছক অনুসরণ করেই সংগঠন বাড়াচ্ছে নিষিদ্ধ ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরি। সংগঠনের দুই সদস্যের ভারত আগামন, সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা, এবং মে মাসের শেষে ফের বাংলাদেশে পলায়নের ছবি দেখে এমনটাই মনে করছেন গোয়েন্দারা। এই রাজ্যেও হিজবুতের টার্গেট মালদহ, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে কোচবিহার নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অশান্তির আঁচ এসে পৌঁছেছে এপার বাংলাতেও। অনুপ্রবেশ নিয়ে চিন্তা বেড়েছে সরকারের। সীমান্তে টহল বাড়িয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, সীমান্তবর্তী এলাকা মূলত মালদহ, মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে কোচবিহার নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ধরেই সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা করছে ‘হাট’। প্রসঙ্গত, পরিযায়ী শ্রমিকদের বড় অংশই দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে কেরল এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শহরে কাজ করতে যান। ফলে দক্ষিণ থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত যোগাযোগের সাংগঠনিক করিডোর

গোয়েদা রিপোর্টেই সব পর্দাফাঁস

তৈরি আপাতভাবে সহজ। তাই কাজে লাগাতে চাইছেন জঙ্গি সংগঠনের নেতারা। দক্ষিণ ভারতে ‘হাট’ সংগঠন রয়েছে, যাদের সরাসরি যোগ আছে পাকিস্তানে এবং পশ্চিম এশিয়ায় থাকা হ্যান্ডলারদের সঙ্গে। ফলে দক্ষিণ ভারত থেকে প্রয়োজনে লজিস্টিক সাপোর্ট পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, বাংলাদেশ লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম থেকে সংগঠন করলে বাংলাদেশ থেকে ব্যাকআপ এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশের সংগঠন এই দেশে ব্যাকআপ লজিস্টিক পাবে। এই একই পথ অনুসরণ করেছিল জেএমবি এবং আল কায়েদা উপমহাদেশ। খাগড়াগড় পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে এই রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া শীর্ষ জেএমবি নেতারা পালিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। মুর্শিদাবাদে আল কায়েদা মডিউল প্রকাশ্যে আসার পর ১১ জন গ্রেফতার হয়। এদের প্রায় সবাই পরিযায়ী শ্রমিক বলে জানা গিয়েছিল। এদের অনেকে দক্ষিণ ভারতে অনেকে আশ্রয় নিয়েছিল বলেও জানা যায়। এই পদ্ধতিতে ‘হাট’ সীমান্তবর্তী এলাকার পুরোনো ‘হুজি’ এবং ‘সিমি’র সংগঠন বা স্লিপার সেল গুলোকেই সংগঠন বিস্তারে কাজে লাগানো হচ্ছে বলে জানতে পারছেন গোয়েন্দারা।

বারবার গো-হারা! এবার খেলার ‘নিয়মই’ বদলে ফেলতে চাইছে সিপিআইএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বরঃ ৪৭ বছরের ফর্মুলায় ‘ইতি’। বামফ্রন্টের জোট শরিকদের আসন বন্টনের ফর্মুলায় বদল আসছে। বামফ্রন্টের বৈঠকে প্রস্তাব সিপিআইএমের। তাতেই এখন জোর চর্চা বাম রাজনীতির আঙিনায়। এদিকে এর আগে উপভোটের প্রাক্কালে সিপিআইএমএলের সঙ্গে ‘জোট’ করেছিল বামফ্রন্ট। তারপর থেকেই বামফ্রন্টের নাম বদল নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। যদিও বাস্তবে সেই জল্পনার কোনও প্রতিফলন এখনও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে উপনির্বাচনের ছয় আসনের মধ্যে সব ক’টিতেই ভরাডুবি হয়েছে বামেদের। দাগ কাটতে পারেনি নকশালরাও। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েই ছাব্বিশের ভোটে আসন বন্টনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বামফ্রন্ট। আলোচনার পরে স্থির হবে কে কোন আসনে লড়বে। সোমবার বামফ্রন্টের বৈঠকে আসন বদলের প্রস্তাব দিয়েছে সিপিআইএম। সোমবারের বামফ্রন্টের বৈঠকে নয়া আসন বন্টনের প্রস্তাব করেন সিপিআইএম নেতা তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। সূত্রের খবর, আপত্তি না করলেও এখনই এই প্রস্তাবে চূড়ান্ত সায় দিতে নারাজ শরিকরা। তাই আরও আলোচনার পরে স্থির হবে কে কোন আসনে লড়াই করবে। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত একটি ফর্মুলা মেনেই আসন বন্টন হত। ১৯৭৭ সালে এলাকার শক্তি অনুসারে আসন বন্টন

হয়েছিল বামফ্রন্টের মধ্যে। তারপর থেকে সেই রীতি মেনেই চলছিল কাজ। যে জায়গায়, যে অঞ্চলে যে শরিক দলের শক্তি বেশি তাঁদেরই প্রার্থী করা হত। এদিকে দীর্ঘ ৪৭ বছরে প্রতিটি এলাকারই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক বদল হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ভোটের মুখে দেখা দিয়েছে আসন সমঝোতা নিয়ে বামেদের শরিকি ঝামেলাও। এমতাবস্থায়, নতুন সিদ্ধান্ত কতটা বাস্তবের রূপ নেবে সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে ২০১১ সালের পর থেকে ক্রমেই শক্তি কমেছে বামেদের। আর বছর যত গড়িয়েছে ততই বামফ্রন্টের হ্রাস পেয়েছে। ভোট শতাংশ তলানিতে ঠেকেছে। এলাকা ভিত্তিক শরিকদের শক্তিও কমেছে। একেবারে ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে সেই শক্তি। আবার নতুন ভাবে কংগ্রেস বা আইএসএফ কিংবা সিপিআইএমএল লিবারেশন এর সঙ্গে আসন সমঝোতা হচ্ছে বামেদের। এহেন পরিস্থিতিতে ৪৭ বছরের ফর্মুলা মেনে আসন বণ্টন হলে সমস্যা বাড়ছে বলে মত বামফ্রন্টের সবথেকে বড় শরিক সিপিএমের নেতাদের। কারণ, শরিকরা দীর্ঘদিন লড়ে আসা আসন শক্তি কমলেও ছাড়তে চায় না। তাতেই আসন সমঝোতায় সমস্যা হয়। সে কারণে ছাব্বিশের ভোটের অনেকটা আগেই এবার নতুন আসন বন্টনের ফর্মুলা সিপিআইএমের। যাতে ভোটের সময় আসন সমঝোতা নিয়ে অহেতুক দড়ি টানাটানি না হয়, সে কারণেই নয়া আসন বন্টনের ফর্মুলা সামনে আনা হচ্ছে। এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের। শক্তি না থাকলেও দীর্ঘদিন লড়ে আসার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আসন ছাড়তে চায় না শরিক দল। তাতে কংগ্রেস বা আই এস এফের সঙ্গে আসন সমঝোতায় সমস্যা হয়। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া উপভোটেও দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে চলে আসা আসন বন্টনের ফর্মুলা ব্যবহার করেই ভোটে লড়েছিল বামেরা। নতুন ফর্মুলা হলে বাম শরিকদের ভাগে আসন কমবে। সঙ্গে এলাকার বদলও হবে বলে ফ্রন্ট সূত্রে খবর। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জল কোনদিকে গড়ায়।

বিরোধীরা সংসদে কাজ করতে দিচ্ছেন নাঃসম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ সংসদে হইহট্টগোলের জন্য বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র। মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্বিত পাত্র বলেছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বিরোধীরা সংসদে কাজ করতে দিচ্ছেন না। তাঁরা মাঝে মাঝে জ্যাকেট, মাস্ক পরে আসেন, এটা মর্যাদাপূর্ণ নয়। আমার মনে হয়, তাঁরা গণতন্ত্র বুঝতে ভুল করেছে। রাহুল গান্ধী মাস্ক পরা লোকজনকে

৯২ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ

বেঙ্গালুরু, ১০ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ। মঙ্গলবার ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। দীর্ঘ দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ২০০৪ সালের ২০ মে পর্যন্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এস এম কৃষ্ণ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মেয়াদের পর, তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও হয়েছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিলেন এস এম কৃষ্ণ।এস এম কৃষ্ণের মৃত্যুতে কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র বলেছেন, আমরা একজন মহান নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণকে হারিয়েছি। এটা সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রাজ্যপাল হওয়ার মতো অনেক বড় পদে কাজ করেছেন তিনি, কর্ণাটককে অনেক কিছু দিয়েছেন তিনি।কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, এস এম কৃষ্ণ একজন অসাধারণ নেতা ছিলেন, সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি প্রশংসিত ছিলেন। তিনি সর্বদা অন্যদের জীবন উন্নত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কার্যকালের জন্য, বিশেষ করে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এস এম কৃষ্ণ জি একজন চিন্তাবিদও ছিলেন।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ভোররাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুতে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এস এম কৃষ্ণ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। দীর্ঘ দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১১ অক্টোবর থেকে ২০০৪ সালের ২০ মে পর্যন্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এস এম কৃষ্ণ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মেয়াদের পর, তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালও হয়েছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিলেন এস এম কৃষ্ণ।কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস এম কৃষ্ণর প্রয়াণে শোকের আবহ কর্ণাটকে। এস এম কৃষ্ণের মৃত্যুতে কর্ণাটক সরকার ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বুধবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। এই তিন দিন কোনও উদযাপন ও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে না। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর বাসভবনে এস এম কৃষ্ণর মরদেহ শায়িত থাকে, সেখানেই তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়।কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা বি এস ইয়েদুরাপ্পা এদিন বলেছেন, এস এম কৃষ্ণ বেশ কয়েকটি পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এস এম কৃষ্ণর প্রচেষ্টার কারণে, বেঙ্গালুরু শহর একটি উন্নয়ন নগরীতে পরিণত হয়েছে। তিনি তাঁর কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেছেন, আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত, প্রত্যেককে বেঙ্গালুরুতে তাঁর বাসভবনে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সকাল ৮টায় তাঁর মৃতদেহ নিজের জন্মস্থান মাদ্দুরে নিয়ে যাওয়া হবে। সাড়ে দশটায় আমরা মাদ্দুরে পৌঁছে যাব। বিকাল ৩টা পর্যন্ত সবাই শেষবারের জন্য দেখা করার সুযোগ পাবেন, বিকাল ৪টায় পারিবারিক আনুষ্ঠানিকতা ও শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ভারত আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ নিচ্ছেঃপ্রধানমন্ত্রী

পানিপথ, ১০ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার হরিয়ানার পানিপথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে বীমা শক্তি যোজনাও। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার, নির্মলা সীতারামন এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, এখন ভারত নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই দিনটি অন্যান্য কারণেও বিশেষ। গত ৯ তারিখ, শাস্ত্রে ৯ সংখ্যাকে শুভ বলে মনে করা হয়, ৯ সংখ্যা নবদুর্গার নয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত। গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর। এখন যখন দেশ সংবিধানের ৭৫ বছর উদযাপন করছে, তখন ৯ ডিসেম্বর তারিখটি আমাদের সমতা ও উন্নয়নকে সর্বজনীন করতে অনুপ্রাণিত করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, আমি সমগ্র দেশের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বোনদেরও বলব, আপনাদের ভূমিকা অসাধারণ, আপনাদের অবদান অনেক। আপনারা সবাই ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে নিযুক্ত আছেন। মোদী বলেছেন, সারা দেশে ১০ কোটি বোন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। গত ১০ বছরে, আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য ৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সহায়তা দিয়েছি।

দিনের মতো মুলতুবি সংসদ, শাসক-বিরোধী বাকযুদ্ধ চরমে

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ আদানি গোষ্ঠীর ঘুষ-কাণ্ড-সহ একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে হইহট্টগোল করেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলনের সাংসদরা। তুমল হইহট্টগোলের কারণে প্রথমে দুপুর পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, একই রকম পরিস্থিতি বজায় থাকে। তাই লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মতোই মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।এদিকে, সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যাওয়ায় শাসক-বিরোধী দলের মধ্যে বাকযুদ্ধ চরমে পৌঁছেছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, বিজেপির সদন চালানোর কোনও ইচ্ছা নেই। হতবাক হচ্ছি যে শাসক দল সদনকে ব্যাহত করছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বলেছেন, তাঁরা (বিজেপি) আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়। আমি সংসদে নতুন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে দেখা যায়নি। কেন আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করব না?বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র বলেছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বিরোধীরা সংসদে কাজ করতে দিচ্ছেন না। তাঁরা মাঝে মাঝে জ্যাকেট, মাস্ক পরে আসেন, এটা মর্যাদাপূর্ণ নয়। আমার মনে হয়, তাঁরা গণতন্ত্র বুঝতে ভুল করেছে। রাহুল গান্ধী মাস্ক পরা লোকজনকে রেকর্ড করছেন, এটা দেখে অবাক হয়েছিলাম। একজন বিরোধী দলনেতার কিভাবে আচরণ করতে হয় তা জানেন না।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাড়খণ্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ মাহাতো

রাঁচি, ১০ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাড়খণ্ড বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ মাহাতো। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্রনাথ মাহাতোকে বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। টানা দ্বিতীয়বার তিনি ঝাড়খন্ডের অধ্যক্ষ হলেন। উল্লেখ্য, তিনি এই নিয়ে চতুর্থবার নির্বাচনে জিতে বিধানসভায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ মাহাতো। মঙ্গলবার সকালে বিধানসভার কার্যক্রম শুরু হতেই অধ্যক্ষ পদের জন্য রবীন্দ্রনাথ মাহাতোর নাম প্রস্তাব করেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। মথুরা মাহাতো এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। পরে ধ্বনিভোটে রবীন্দ্রনাথ মাহাতোকে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত করার ঘোষণা করা হয়।প্রসঙ্গত, সোমবারই ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মাহাতোর নাম প্রস্তাব করা হচ্ছে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদের জন্য। তিনিই সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। তাতেই সিলমোহর প।লো মঙ্গলবার।

যক্ষ্মা দূরীকরণ - জাতীয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয় জগৎপ্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১০ডিসেম্বরঃ দেশ থেকে যক্ষ্মা দূরীকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বাত্মক আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে যক্ষ্মা চিকিৎসায় একটি নতুন ধারা গৃহীত হয়েছে এবং ভারত গত কয়েক বছরে একাধিক উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে যক্ষ্মা প্রতিরোধ, নির্ণয় এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২৪-এর আন্তর্জাতিক টিবি রিপোর্টেও এযাব গৃহীত উদ্যোগের কার্যকারিতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০১৫-র তুলনায় ২০২৩-এ যক্ষ্মার ঘটনার হ্রাস হয়েছে ১৭.৭ যা আন্তর্জাতিক হারের দ্বিগুণ। শুধু তাই নয়, ২৫.১ লক্ষ রোগীর রোগ নির্ণয় হয়েছে সারা দেশে। অর্থা চিকিসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে দেশে। ২০১৫-য় যেখানে ছিল ৫৯, ২০২৩-এ তা বেড়ে হয়েছে ৮৫। ৭ ডিসেম্বর, প্রধানমন্ত্রীর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত যক্ষ্মা দূরীকরণ রণকৌশলে আরও একটি রূপান্তরকারী পদক্ষেপের সাক্ষী থাকল। সরকার পাঁচকুলা থেকে নিবিড় ১০০ দিনের জাতীয় কর্মসূচির সূচনা করেছে। যেসমস্ত জেলায় যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বেশি, সেই রকম ৩৪৭টি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এতে যক্ষ্মার বিরুদ্ধে লড়াই আরও জোরদার করা যাবে। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এমন রোগীদের দ্রুত চিহ্নিত করে এবং তাদের ঠিক সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভালো চিকিৎসা দেওয়ার সংকল্প আরও জোরদার হয়েছে এই উদ্যোগে। জনভাগীদারির প্রকৃত আদর্শ অনুসরণ করে আমরা-নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী, সুশীল সমাজ, কর্পোরেট এবং বৃহত্তর সমাজ - সকলে মিলে এই অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছি।রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলগুলির অতিসক্রিয় সহযোগিতায় এই নতুন অভিযান ভারতকে যক্ষ্মা দূরীকরণের পথে আরও একটি মাইলফলক হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।যক্ষ্মা দূরীকরণে ভারতের সামাজিক উদ্যোগন্ডরোগ নির্ণয়ের প্রয়াসের অতিরিক্ত হিসেবে এবং যক্ষ্মা রোগীদের সম্পূর্ণ নিরাময়ে সহায়তা করতে ভারত নিক্ষয় পোষণ যোজনা (এনপিওয়াই) নামে একটি পুষ্টিদান সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে। ২০১৮-র এপ্রিল থেকে এনপিওয়াই-তে প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ১.১৬ কোটি সুবিধা প্রাপককে ৩,২৯৫ কোটি টাকা আমরা দিয়েছি। যক্ষ্মা দূরীকরণে ভারতের সংকল্প আরও দৃঢ়বদ্ধ করতে এই কর্মসূচিতে মাসিক সহায়তার পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৪-এর নভেম্বর থেকে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ - টিবি মুক্ত ভারত অভিযান পুষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করেছে শুধু তাই নয়, সামাজিক সচেতনতাও বৃদ্ধি করেছে। এই কর্মসূচিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টি, পেশাগত এবং মানসিক সহায়তা দিতে গণ আন্দোলন তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে এক করা হয়েছে। জনভাগীদারির প্রকৃত ভাবনার ভিত্তিতে সরকার নাগরিক সম্মিলনের মাধ্যমে ১.৭৫ লক্ষ নিক্ষয় মিত্র-কে অনুপ্রাণিত করেছে দেশজুড়ে রোগীদের কাছে ২১ লক্ষ খাদ্যের বাক্স পৌঁছে দিতে।যক্ষ্মা নির্মূল করতে চালিকাশক্তির উদ্ভাবনন্ডাত কয়েক বছরে ভারতে চিকিৎসায় সাফল্যের হারের উন্নতি করতে বেডাকুইলাইন এবং ডেলাম্যানিড-এর মতো নতুন ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেসমস্ত রোগী ড্রাগ রেজিস্ট্যাঃট ভেরিঅ্যান্টে আক্রান্ত তাদের চিকিসার সমস্যা সমাধানে আমরা নতুন বিপ্যালএম রেজিমেনের অনুমতি দিয়েছি যা চালু রেজিমেনগুলি থেকে আরও কার্যকরী। চিরাচরিত ১৯ থেকে ২০ মাসের চিকিৎসার পাশাপাশি বিপ্যালএম-এ আরও কম সময়ে ৯ থেকে ১১ মাসের চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে আমাদের। অর্থা, বিপ্যালএম রেজিমেনের রোগীরা এখন মাত্র ৬ মাসেই পূর্ণ চিকিৎসা পাবেন।আমরা লাগাতার চেষ্টা করছি, যাতে তৃণমূল স্তরে আধুনিক উপকরণ পাওয়া যায়, যাতে দ্রুত সকল রোগীর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। এটি সুনিশ্চিত করতে আমরা আরও বেশি কার্যকরী এবং নিখুঁত রোগ নির্ণায়ক উপকরণ - মলিকিউলার টেস্টের ব্যবস্থা করেছি। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে মাত্র কয়েকশো যন্ত্র ছিল, এখন আমাদের সব জেলা মিলিয়ে ৮,২৯৩টি মলিকিউলার ডায়গনস্টিক যন্ত্র আছে।বস্তুত, ‘মেন ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে তৈরি মলিকিউলার টেস্টের হাতেকলমে সমীক্ষা করে তার সূচনা করা হয়েছে। জেলা এবং ব্লকস্তরে যক্ষ্মা নির্ণয়ে সময় আমরা হ্রাস করাতে পেরেছি শুধু তাই নয়, পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যয়ও অনেকটাই কমাতে পেরেছি। আমাদের দেশজ মলিকিউলার টেস্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বিশ্বজুড়েই তার ব্যবহার হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলি ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যক্ষ্মার মোকাবিলায় প্রকৃত নেতৃত্বের স্থান দিয়েছে।আমাদের আরও একটি ব্যাপারে গর্বিত হওয়া উচিত যে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) ২০১৮ থেকে বিশ্বজুড়ে যক্ষ্মা নিয়ে গবেষণায় আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে লাগাতার প্রথম স্থানে আছে। আমরা লগ্নি চালিয়ে যাবো, যাতে নতুন নতুন উপকরণ তৈরি করে কাজে লাগানো যায়, রোগ নির্ণয় করা যায় আরও কার্যকরী উপায়ে।ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাযক্ষ্মা দূরীকরণে ভারতের যাত্রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের প্রসারে তার নেতৃত্বের প্রমাণ। এরই সঙ্গে আছে দ্রুত গতিতে পরীক্ষিত প্রযুক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো। উন্নত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার জন্য গবেষণায় নেতৃত্বদান থেকে সর্বজনীন সামাজিক সহায়তা সংস্থানের ব্যবস্থা পর্যন্ত ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যক্ষ্মা মোকাবিলায় আছে সামনের সারিতে। এখন প্রয়োজন যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিতকরণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে বিশালাকারে জনভাগীদারি নিশ্চিত করা। নিবিড় ১০০ দিনের অভিযান যক্ষ্মা দূরীকরণে আমাদের সমবেত প্রচেষ্টার আরও একটি প্রমাণ। আমার বিশ্বাস আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকল পক্ষের অংশগ্রহণে আমরা মানবতার এই বড় শত্রুকে পরাজিত করব এবং সকলের জন্য সুস্থ ভবিষ্য তৈরি করব।

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত “ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন”

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১০ডিসেম্বরঃ উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক আয়োজিত প্রাণবন্ত অষ্টলক্ষ্মী মহোসবে একটি ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন-এর আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির ক্রেতাদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অংশের বিক্রেতাদের সাক্ষা ঘটানো হচ্ছে। নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য উত্তরপূর্ব ভারতের কারুশিল্পী এবং ক্রেতাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন।ন্ডএই সম্মেলনের ফলে, উত্তরপূর্বাঞ্চলের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। বিশেষ করে, বস্ত্র শিল্প, রেশম শিল্প, হস্তচালিত তাঁত ও কারুশিল্প, রত্ন, গহনা, কৃষি ও উদ্যান শিল্প এবং পর্যটন ক্ষেত্রে। এর ফলে একলপ্তে বেশি পরিমাণ বরাত পাওয়া যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাক্ষণিক বাণিজ্যিক চুক্তিও হবে।উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক, নর্থইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনইএইচএইচডিসি), ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স (ওএনডিসি)-এর শীর্ষ আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।ন্ডউদ্বোধনী অধিবেশনে এনইএইচএইচডিসি-র উপদেষ্টা উত্তরপূর্বাঞ্চলের সুবিধা এবং লগ্নির সুযোগের কথা তুলে ধরেন। ওএনডিসি-র মুখ্য বাণিজ্য আধিকারিক বলেন যে, কারিগরি প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্যোগ ওএনডিসি-র লক্ষ্য সারা দেশে ই-কমার্সের কাজকর্ম ছড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্যোগের ফলে ই-কমার্সের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে শুধু তাই নয়, সারা ভারতে স্টার্টআপ-এর বৃদ্ধি ঘটবে। ওপেন প্রোটোকলের মাধ্যমে সুলভে ই-কমার্সের ব্যবস্থা করে ওএনডিসি স্টার্টআপগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর উপযোগী করে তুলবে। তিনি এও বলেন, এনইএইচএইচডিসি-র সঙ্গে একযোগে ওএনডিসি উত্তরপূর্বাঞ্চলে হস্তশিল্পী, বুননশিল্পী এবং বিক্রেতাদের এক মঞ্চে এনেছে, যাতে তাদের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে। এনইএইচএইচডিসি-র এমডি মন্ত্রকের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং জানান যে, এই ধরনের উদ্যোগ উত্তরপূর্বাঞ্চলের স্থানীয় পণ্যের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করবে শুধু তাই নয়, অঞ্চলের স্থানীয় হস্তশিল্পী, বুননশিল্পী এবং বিক্রেতাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাতেও সহায়তা করবে।মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চল আত্মবিশ্বাসী সমৃদ্ধির বিষয়ে। প্রয়োজন যথাযথ লগ্নি, তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরপূর্বাঞ্চল নেতৃত্ব দিতে পারবে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার তাদের উদ্যোগ ও কর্মসূচির মাধ্যমে ওই অঞ্চলে লগ্নির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তিনি আরও জানান, ৮টি রাজ্যই বিনিয়োগ কারীদের অভিনব সুযোগ দিচ্ছে লগ্নি করার। মন্ত্রকের পাশাপাশি উত্তরপূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্য ওই অঞ্চলে লগ্নি কারকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে

বিজেপি আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়ঃ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি করে দেওয়ার জন্য বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। একইসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, বিজেপি আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়। বিরোধীদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে মঙ্গলবার দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, তাঁরা (বিজেপি) আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়। আমি সংসদে নতুন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে দেখা যায়নি। কেন আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করব না?

বড় দিনের আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের চার্চ সেজে উঠছে

দক্ষিণ দিনাজপুর,১০ ডিসেম্বরঃশীতের মরসুম সাথে উৎসবের লম্বা তালিকা আর তার সাথে হাতে মাত্র আর গোনা আর কয়েকদিন আর তার আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর চার্চ সেজে উঠছে ২৫ ডিসেম্বর উপলক্ষে। ২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম ‘খ্রিস্টমাস’ বাংলায় একে বলা হয় ‘বড় দিন। যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই প্রতিবছর বড়দিন পালিত হয় ২৫ ডিসেম্বর। তবে রাশিয়া, জর্জিয়া, মিশর, আর্মেনিয়া, ইউক্রেন ও সার্বিয়ার মতো কয়েকটি ইস্টার্ন ন্যাশানাল চার্চ বড়দিন পালন করে থাকে ৭ জানুয়ারি তারিখে।বড়দিন উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও দক্ষিন দিনাজপুর জেলার গির্জাগুলো সেজে উঠেছে উৎসবের রঙে। বেশ কয়েকটি গির্জা ঘুরে দেখা গেছে, গির্জার প্রতিটি অংশে করা হয়েছে আলোকসজ্জা। লাল, নীল ও সবুজ এলইডি লাইটে ঝলমলে হয়ে উঠেছে গির্জাগুলো। তেমনি গঙ্গারামপুর শিববাড়ি মিশন চার্চও এলাকার বাড়িগুলো সেজে উঠেছে আলোর রোশনাই।চার্চের ফাদার জানান, ‘বড় দিন উপলক্ষে আমাদের প্রস্তুতি তিন-চার সপ্তাহ আগে থেকেই শুরু হয়। আমাদের দু’ধরনের প্রস্তুতি থাকে- একটি আধ্যাত্মিক ও অন্যটি বাহ্যিক। আমরা আধ্যাত্মিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে বাহ্যিকটাও যথাযথ গুরুত্ব পায়। সেই সঙ্গে ২৫ ডিসেম্বর প্রার্থনা গির্জাতেই হবে, আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।’বড়দিন উপলক্ষে আমরা আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। আমরা প্রার্থনা করে থাকি মন্দ দূর করে মুক্তিদাতা যিশুকে হৃদয় থেকে বরণ করে নেওয়ার। এ অনুষ্ঠান সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্যই উন্মুক্ত থাকবে। আর বাচ্চাদের জন্যও বিশেষ কোনও ব্যবস্থা থাকছে। সেই আনন্দে উৎসব, বিচিত্র অনুষ্ঠানও হবে।’ ‘২৫ ডিসেম্বর আমাদের এখানে বাংলায় এবং ইংরেজিতে আলাদা আলাদা প্রার্থনা করা হবে। ইংরেজিতে প্রার্থনা শুরু হবে সকাল ৯টায় এবং বাংলায় শুরু হবে সকাল ১১টায়। প্রার্থনা শেষে পবিত্র বাইবেল থেকে আলোচনা হবে। আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করি। আমাদের এখানকার অনুষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলোতে রয়েছে বড়দিনের বিশেষ আয়োজন। সেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর শহর জুড়ে ছোট বড় দোকান গুলিতে কেক বিক্রি বেড়েছে কেক বিক্রি করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন দোকানদারেরা। তাছাড়াও বাচ্চা দের জন্য সান্টাকল্জের জামা বিক্রি হচ্ছে চরম মাত্রায় সব মিলিয়ে ২৫ ডিসেম্বর এখন শুধু খ্রিস্টান ধর্মে সীমাবদ্ধ নই সকল ধর্মের মানুষেরা শ্রদ্ধার সাথে কেক কেটে এই দিনটি পালন করেন।

‘গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রটেকশান’ পুরস্কারে ভূষিত কলকাতার বরুন কুমার দাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন,কলকাতাঃদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রঙ্কলিন ডি রুসভেল্ট খুবই অনুশোচিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ অনেক শিশু, নারী, পুরুষ, পশুপাখি এমনকি প্রকৃতির অনেক ক্ষতি হয়েছিলো। সেই কথা মাথায় রেখেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৪৮ সালে ১০ই ডিসেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সারা পৃথিবী জুড়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষায় হিউম্যান রাইটস ইন এডুকেশান চালু হয়। এই দিনটিকে স্মরন করে মানবধিকার নিয়ে উল্লেখ্যোগ্য কাজ করার জন্যে প্রতি বছর দেশের বিশিষ্ট মানুষদের পুরস্কৃত করেন নিউ দিল্লির ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস প্রতিষ্ঠান। মানবাধিকার শিক্ষার বিস্তার, বিভিন্ন আদালত ও কমিশনে মানবাধিকার রক্ষার আইনি বিষয়ে পরামর্শ এবং মামলা করে মানুষের জীবনযাত্রা রক্ষায় আইনি সহায়তার জন্য এবছর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস এর উদ্যোগে ‘ গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রটেকশান এওয়ার্ড’ তুলে দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মানবধিকার আইন বিশেষজ্ঞ ডঃ বরুন কুমার দাশকে। বরুনবাবু বর্তমানে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিনিয়র অতিথি অধ্যাপক এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী। তিনি মানবাধিকার বিষয়ে হিউম্যান রাইটস ল এন্ড ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে একটি বই লিখেছেন যেটি ইতিমধ্যেই এলাহাবাদের সেন্টাল ল এজেন্সি প্রকাশ করেছেন। যেটা সারা দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানবাধিকার বিষয়ে পঠনপাঠন হয় যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেখানে পড়ানো হচ্ছে। মঙ্গলবার বিশ্ব মানবধিকার দিবসের দিন দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশানাল সেন্টারে ২৪ তম বিশ্ব মানবধিকার কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে তাকে ‘ গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস প্রটেকশান এওয়ার্ড - ২০২৪’ তুলে দেন সংস্থার নির্দেশক ড.রাহুল রাই। পুরস্কার পেয়ে খুশি বরুন বাবু বলেন, মানবধিকার রক্ষায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন। এই পুরস্কার তার কাজের স্বীকৃতি। এর আগেও অটল বিহারী বাজপেয়ী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষকে সম্মানিত করেছে এই প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে যে সম্মান দেওয়া হল তাতে তিনি আরো বেশি মানুষের জন্যে, মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাওয়ার উৎসাহ পাবেন বলে জানান বরুন বাবু।

বড় ঘোষণা কেজরিওয়ালের, দিল্লির অটো চালকদের জন্য একগুচ্ছ খুশির বার্তা

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির অটো চালকদের জন্য ব। ঘোষণা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিঃদ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছেন, আমি অটো চালকদের জন্য ৫টি বিষয় ঘোষণা করছি, যা আমরা ফেব্রুয়ারিতে আবারও দিল্লিতে ক্ষমতায় আসার পরে কার্যকর করব। প্রথমেই একজন অটোচালকের মেয়ের বিয়েতে এক লক্ষ টাকা দেব। কেজরিওয়াল আরও বলেন, দীপাবলি এবং হোলিতে অটো চালকদের ইউনিফর্ম তৈরি করার জন্য প্রত্যেককে ২৫০০ টাকা দেওয়া হবে। আমরা প্রতিটি অটো-চালককে ১০ লক্ষ টাকা জীবন বিমা এবং ৫ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমা দেব। অটো চালকদের সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পড়াশোনার জন্য সরকার অর্থ দেবে।

আবহাওয়া

অবশেষে সুখবর শোনালো আলিপুর আবহাওয়ার দফতর। ১১ ডিসেম্বর, বুধবার থেকেই পারদ-পতনের সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বুধবারের পর থেকেই ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রার পারদ। দার্জিলিঙে আগামী কয়েক দিন আবার তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম।। ।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্য্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৫ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫০মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৪ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১০ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৫ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১০ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১০ পোইনু, আসামঃ২৪ অঘোন, মুসলিমঃ৮-জমাদিউ স-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৮ঃ২৮ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ ৫০ঃ০০।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১২ঃ৪৮ঃ ৩০(১০) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০১ঃ ৩৪ঃ১৬(১০)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ দশমী (পূর্ণা) শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ০৮ঃ ৪৩ দং ৪৭২৮৫০ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ সকাল ঘ ১১ঃ৪৫ঃ৫৬ দং ১৪৩২৫ পর্যন্ত পরে রেবতী কাল ঘ ১০ঃ০৫ঃ২৯ দং ৯৫০৪৫ পর্যন্ত পরে অশ্বিনীকরণঃতৈতিল বিকাল ঘ ০২ঃ১৯ঃ৩৯ দং ২০২৭৪২.৫ পর্যন্ত পরে গর শেষ রাত্রি ঘ ০১ঃ ০৮ঃ৪৩ দং ৪৭২৮৫০ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃব্যতীপাত রাত্রিঃ০৯ঃ ০১ঃ০২ দং ৩৭১১১০ পর্যন্ত পরে বরীয়ানঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৮ঃ ৩৪ থেকে - ০৬ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩৪ঃ০৬ থেকে - ১১ঃ ০৭ঃ৫৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৯ঃ ৪৭ থেকে - ০৮ঃ২৩ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ১৬ঃ১৫ থেকে - ১১ঃ ৫৫ঃ৫৭ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৪২ঃ ২৪ থেকে - ০৩ঃ২৮ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০৫ঃ১৫ঃ২০ থেকে - ০৬ঃ ০৮ঃ৩৪ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ০৪ঃ৫০ঃ০৫ থেকে - ০৭ঃ২৯ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৩৩ঃ ২৯ থেকে - ০১ঃ১৬ঃ১৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১১ঃ৫৫ঃ৫৭ থেকে - ১২ঃ৪৯ঃ১০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৮ঃ৪৫ থেকে - ০৮ঃ৪৮ঃ৫৭ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১২ঃ৪৯ঃ৩১ থেকে - ০২ঃ০৯ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৬ঃ২৯ঃ৫৪ থেকে - ০৮ঃ০৯ঃ৪৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭২৪৪৮১৭ (১৮) ৩ পদচন্দ্রঃ ১১২৬৪৬১৬ (২৭) ৪ পদমঙ্গলঃ৩১০৪৮৩০ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১০৩৭১১ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২২৪১৫২ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১৯২২৯ (২১) ৪ পদশনিঃ ১০১৫৫৩১৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১০৪১৪৬ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১০৪১৪৬ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিঃবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৬ঃ৩৫ঃ২৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ৪০ঃ৪৩ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ২৭ঃ৩৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ০১ঃ ০০ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ৩২ঃ ০৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ১২ঃ ৩৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ ১১ঃ০১ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ২৪ঃ২০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ৪০ঃ০৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ৫১ঃ২৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০১ঃ৩৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১৫ঃ৪৬ পর্যন্ত।

চুরির ৯ ঘন্টার মধ্যে গৃহস্থের চুরির সামগ্রী উদ্ধার করলো ঝাঁখালি কোস্টাল থানার পুলিশ, ধৃত এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১০ ডিসেম্বর ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার ঝাখালি থানার সাফল্য এবার। চুরি যাওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার চুরি যাওয়া গৃহস্থের মালপত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, সোমবার ঝড়খালি কোস্টাল থানার অন্তর্গত সেকেন্ড স্কিম এলাকার বিধান মিস্ত্রি নামে একজনের বাড়িতে সোনার জিনিসপত্র, পিতলের বাসনপত্র ও কিছু রুপোর জিনিস চুরি হয়ে যায়। চুরির ঘটনার পরে উক্ত ব্যক্তির অভিযোগ দায়েরের সাথে সাথেই ঝড়খালি কোস্টাল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। এবং ঝড়খালি কোস্টাল থানার ওসি এস আই সনাতন কর্মকার এর নেতৃত্বে এএসআই উপল ঘোষ,এএসআই সুমিত গায়েন ও সিভিক্স অভিজিৎ মন্ডল কে নিয়ে একটি দল গঠন করে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়। কেস শুরু হওয়ার ৯ ঘন্টার মধ্যে আসামিকে শনাক্ত করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি হওয়া অনেক মালপত্র আসামির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় রাহুল বিশ্বাস নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি ঝাখালি কোস্টাল থানার সেকেন্ড স্কিম এলাকায়। ধৃতকে মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হয়।

আর জি কর, তদন্তের অগ্রগতি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আর জি কর হাসপাতাল কান্ডে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দিলেন শীর্ষ আদালতে। এটি আর জি কর-তদন্তে সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া সিবিআইয়ের সপ্তম রিপোর্ট। প্রায় এক মাস পরে মঙ্গলবার আর জি কর মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। গত ৭ নভেম্বর শীর্ষ আদালতে এই মামলাটির শুনানি হয়েছিল। মঙ্গলবার বেলায় প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে শুনানি হয়। প্রধান বিচারপতি হিসাবে এই প্রথম মামলাটি শোনেন বিচারপতি খান্না। গত শুনানিতে শীর্ষ আদালতে আর জি কর খুন-ধর্ষণ এবং আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তদন্তের রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সিবিআই। সেটি ছিল তদন্তের ষষ্ঠ রিপোর্ট। সিবিআইকে আবার তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেই মতো মঙ্গলবার তদন্তের সপ্তম রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় ওই তদন্তকারী সংস্থা। অন্য দিকে, ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ সব রাজ্যকে পাঠাতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবেরা মতামত জানাতে পারবেন।

পুর এলাকায় সম্পত্তিকর নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বচ্ছতা আনতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে পুর এলাকায় সম্পত্তিকর নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ এর রাজ্য পুর আইন এবং ২০০৬-এর পুর নিগম আইনের দু'টি সংশোধনী আজ রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে শহর মফস্বল এলাকায় সম্পত্তিকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনেক বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠবে বলে সরকার পক্ষের দাবি। বিল দুটির উপর আলোচনা শেষে জবাবী ভাষণে পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, এই ব্যবস্থা রাজ্যের বাকি পুরসভা এলাকায় কলকাতার ধাচে ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট চালু করার প্রথম ধাপ। সংশোধনীতে পুরনিগম, পুরসভা ও শিল্পনিগমগুলিতে সম্পত্তির মূল্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সম্পত্তির মূল্যমান কমলে

একইভাবে তারা কর ছাড়ের ও সুযোগ পাবেন বলে মন্ত্রী জানান। আয়করের মত করদাতা নিজেই নিজের সম্পত্তির স্ব-মূল্যায়ন করতে পারবেন এবং কর দিতে পারবেন। তবে কোনও ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়ে তার সম্পত্তির সেলফ-অ্যাসেসমেন্ট না করেন অথবা তথ্য গোপন করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি পরিকল্পিত ভাবে এই কাজ করেছেন বলে চিহ্নিত করা হবে। এর জন্য তাঁকে নির্ধারিত করের সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ হারে জরিমানা দিতে হবে। পুরনিগম, পুরসভা ও শিল্পনগরী সর্বত্র এই নিয়ম বলব হবে। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের সমস্ত পুর এলাকায় সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করার জন্য ভ্যালুয়েশন বোর্ড আছে। এই বোর্ড পাঁচ বছর অন্তর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করে। তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পুরসভা সম্পত্তি কর ধার্য করে। এই জোড়া সংশোধনী বিল অনুযায়ী যদি ভ্যালুয়েশন বোর্ড পাঁচ বছর অন্তর কোনও কারণে ভ্যালুয়েশন করতে না পারে সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ভ্যালুয়েশনের ১০ শতাংশ হারে সম্পত্তি মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

চরম বিশৃঙ্খলা দেব এর মুভি খাদান এর প্রমোশনের অনুষ্ঠানে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ স্টার মলে বাংলাছবির খাদান এর প্রমোশনে দেব আসার কথা,এই কথা প্রচার হতে জন সমুদ্র স্টার মল চত্তর সহ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক,চরম বিশৃঙ্খলা দেব না আসার আগেই,আদেও দেব আসবে কি না এই পরিস্থিতিতে তা নিয়ে বড় প্রশ্ন! সবরকম ভাবে পরিকল্পনায় ব্যার্থ আয়োজকরা। একসময় পুলিশের সাথে রীতিমতো ঠেলাঠেলি শুরু হয়,যেকোন মুহুর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিশাল পুলিশ বাহিনী, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক, মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকলেও কোনভাবেই জণ সুনামী কন্ট্রোল করতে ব্যার্থ। দেব দর্শন করতে হলে শান্ত থাকতে হবে। এই কথা বলেও কোনভাবে শান্ত রাখতে পারেনি। বিকেল ৫টায় আসার কথা থাকলেও একঘন্টা অতিক্রম মানুষের জনস্রোত কন্ট্রোল করতে সম্পুর্ন ব্যার্থ আয়োজকরা। এমকি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে আসা কর্মীদেরও আয়োজকরা কড়া হুশিয়ারি তে বলা হয়,তারা যেন ব্যারিকেড ওপারে দর্শকদের মধ্যে থাকতে হবে। একটা সময়ে এসে কলকাতাগামী রাস্তা সম্পুর্ন বন্ধ করে এক পাস দিয়ে চলে যান চলাচল। মঞ্চ থেকে কোন এক সময়ে এসে বলতে শোনা গেলো আজকের এই প্রমোশন অনুষ্ঠান বন্ধ করতে চলেছে কর্তৃপক্ষ। বিশৃঙ্খলা এমন চরমে পৌছায় যে পরবর্তী বারাসত পুলিশ জেলার আধিকারিক এসে পৌছায়। বিশাল পুলিশ বাহিনী র‍্যাফ,সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করবার সবরকম পরিকল্পনা ব্যার্থ হয় আয়োজক সংস্থা ভিশান এন্টারটেইনমেন্ট। কি হবে, আদেও কি দেব আসতে পারবে কি না তা সম্পুর্ন অনিশ্চয়তা। পুলিশ সূত্রে খবর এই আয়োজক সংস্থা আলাদা ভাবে কোন অনুমতি বা পরিকল্পনা সেয়ার করেনি। মধ্যমগ্রাম থানায় একটা ইনফরমেশন দিয়েই তারা এত বড় একটা ইভেন্ট শুরু করে দেয়। দেব আসবে কি না সেই অপেক্ষায় হাজার হাজার মানুষ,কখন দেব কে দেখবে অপেক্ষা,আর জাতীয় সড়ক একদিক বন্ধ এই চিত্রই সর্বত্রই।

ফের ঊর্ধ্বমুখী কলকাতার তাপমাত্রা, হালকা শীতেই সন্তুষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ মহানগরী কলকাতায় জাঁকিয়ে শীত পড়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ১৮.২ ডিগ্রিতে। ফলে শীতের পরশ থাকলেও, জাঁকিয়ে ঠান্ডা এখনও অনুভূত হয়নি কলকাতায়। তবে জোরালো শীতের প্রত্যাশা অবশ্য রয়েছে। চলতি সপ্তাহের শেষেই কলকাতার তাপমাত্রা আরও ২-৩ ডিগ্রি কম হতে পারে। চলতি সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা থাকলেও, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ তারতম্য হবে না। অর্থা আগামী দুই থেকে তিন দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে সামান্য কিছুটা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর শুক্র-শনিবারে গিয়ে একধাক্কায় কলকাতায় কমবে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কুয়াশার কারণে সকালের দিকে দৃশ্যমানতা অনেকটা কমে যেতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে। আবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতেও কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার সকালের ঘন কুয়াশার পরিবেষ্টিত ছিল বীরভূমের সাঁইথিয়া এলাকা।

ভুয়ো কলসেন্টারে হানা দিলেন লালবাজারের গোয়েন্দরা, ধৃত ১৯

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে ভুয়ো কলসেন্টারে হানা দিলেন লালবাজারের গোয়েন্দরা। গুন্ডাদমন শাখা অভিযান চালায় বালিগঞ্জ এলাকায়। তাতে ধরা পড়েন ১৯ জন। একটি ফ্ল্যাটে বসে এসব বেআইনি কাজকর্ম চলছিল। সেখান থেকে প্রচুর মোবাইল, ল্যাপটপ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী উদ্ধারের পর ফ্ল্যাটটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ। এই চক্রের নেপথ্যে মূল চক্রী কে, তা জানতে মরিয়া তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, বালিগঞ্জের মুলেন রোডে একটি ফ্ল্যাটে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল এই বেআইনি কল সেন্টার। কীভাবে চলত প্রতারণা চক্র? তাও জানিয়েছে পুলিশ। নরটন অ্যান্টি ভাইরাস ইনস্টল করার প্রলোভন দেখানো হত প্রযুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ক্রেতাদের। চক্রের মূল টার্গেট ছিলেন মার্কিন নাগরিকরা। কম্পিউটার বা ল্যাপটপে সফটওয়্যার ইনস্টল করার নামে মেশিন হ্যাক করে তথ্য চুরির পর ক্রেতাদের শতাধিক ডলারের গিফট কুপন কিনতে বাধ্য করা হতো। সেই অর্থ যেত চক্রের মূল পান্ডার অ্যাকাউন্টে। এভাবেই নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়িয়ে চলছিল প্রতারকরা।

টিম স্পিরিট বাড়াতে সিটি পুলিশ পরিবারে ক্যারাম প্রতিযোগিতার আসর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ কাজের প্রেসার এবং ধকল কাটিয়ে টিম স্পিরিট বাড়াতে এবার সিটি পুলিশ পরিবারে আয়োজিত হতে চলেছে ক্যারাম প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় জয়ী হলে মিলবে পুরস্কারও। মূলত চাকরিতে একটানা ডিউটির ক্লান্তি দূর করতে এবং পুলিশ ফোর্সে টিম স্পিরিট বাড়াতেই এবার পুলিশ কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এই অভিনব ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। এই প্রথমবার এমন উদ্যোগ বলে জানা গেছে। আগামী ১২ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এই ক্যারাম প্রতিযোগিতা। হাওড়া সিটি পুলিশের প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি ডিভিশন নিয়ে হবে এই প্রতিযোগিতা। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় শুধু পুলিশকর্মীরাই অংশগ্রহণ করবেন তা নয়, এই প্রতিযোগিতার পুলিশের পরিবারের সদস্যরাও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পুলিশ কর্মীরা সারা বছর ধরে কঠোর শিডিউল মেনে কাজ করেন। এই কারণে পুলিশের মনোবল বাড়াতে এবং কাজের চাপ ও ক্লান্তি দূর করতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে টিম স্পিরিট আসবে বলে পুলিশ কর্তাদের দাবি।

প্রতিবাদী গৃহ বধূকে মেরে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো অন্য এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ ডিসেম্বর ঃ বাড়ির পাশেই মাচা তৈরি করে চলতো মদের আসর,বার বার প্রতিবাদে সরব হন এলাকার এক গৃহ বধূ। প্রতিবাদের আক্রোশ মেটাতে প্রতিবাদী গৃহ বধূর মেরে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী বাপ ছেলের বিরুদ্ধে।ঘটনা হুগলির হরিপাল থানার বাহিরখন্ড পঞ্চায়েতের জীগরা এলাকার। আক্রান্ত গৃহ বধূর নাম কবিতা দাস তার স্বামী ছোটন দাস কেও বেধড়ক মারধোর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতি মধ্যেই প্রতিবেশী আব্দুল শামীম ও তার বাবা আব্দুল শহীদ সহ মোট চার জনের নামে হরিপাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত গৃহবধূ ও তার পরিবার। কবিতা দাসের অভিযোগ তার বাড়ির পাশেই একটি মাচা তৈরি করে সেখানে মদ সহ অন্যান্ন নেশার আসর বসতো নিত্যদিন। নেশার আসর থেকে অকথ্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করা হতো এমনকি ওই রাস্তা দিয়ে মহিলারা যাতায়াত করলে তাদের উদ্দেশ্যেও কুটুক্তি করা হতো মদের আসর থেকে। অভিযুক্ত আব্দুল শামীম তার বন্ধু বান্ধব দের নিয়ে ওই এলাকায় নেশার আসর বসতো নিত্যদিন। কবিতা দাসের দাবি এই নিয়ে বার বার প্রতিবাদ করতেন এমনকি এলাকার নেতা নেত্রী থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েতে বার বার জানিয়েও কোনো ফল পাননি।

পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা-৭২৩১২১ নিম্নলিখিত টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: **ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএমএমএল.-১/পার্কিং/১২/২৪; ক্যাটাগরি:** পার্কিং; **নিলাম ক্যাটালগ নং:** পার্ক৭১; **লট নং./ক্যাটাগরি:** পার্কিং-আদ্রা-বিকিউএ-এমএক্স-৩০-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড); **নিলাম শুরু (সমস্ত লট): ২৩.১২.২০২৪ তারিখে ১২:০০ টা; নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ২৩.১২.২০২৪ তারিখে ১২:৩০ টা; দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুসন্ধান/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি কিছু থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-884) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

ষ্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/২৮/২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৭০/২৪/০৮৯১/ওটি/২৩৪/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও সেম্পল নং. এএলএনএসি-০৩ অনুসারে ভিনাইল কোটেড ফেব্রিক, ১২৭/১৩২ সেন্টিমিটার প্রস্থের, শেডস এবং পেটার্ণ (নীলা রঙের)। আগষ্ট/২০১৬ এর সংশোধনী নং-৫ সহিত স্পেসিফিকেশন, এমএটি স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০০৮/সিজি-০৭ অনুসারে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৪৮ মাস] (১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম), এর জন্যে ৫০০০০.০০ মিটার। (২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৩০০০.০০ মিটার। (৩) পাণ্ডু/জিএসডি এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০০০.০০ মিটার, পি.এল. সংখ্যা.- ৭৫৪০১৭০৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৪৬৯/ওটি/২৩৫/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪২১৮ পর্যন্ত ৬০ কেজি পিএসসি শ্লীপারের ওপরে ১২ এ ১ টার্ণ আউটের জন্যে নাইলন রিইনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেটস ৬ এমএম ঘনত্বের জন্যে প্রস্তুতকরণ এবং যোগান, রেইলের নিচে স্থাপন করার জন্যে রেইল প্যাডের হেতু আইআরএস স্পেসিফিকেশন অনুসারে, এসএল. টি-৫৫-২০২৩। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০৫ সেট, পি.এল. সংখ্যা.- ৬০২৫৯০৬৯২১৯০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৪১৫/ওটি/২৩৬/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ৮.৫ শ্লীপারে ৬০ কেজি ১, টি-৪৮৬৫। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০) (১) পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ২৮ সেট, ২) পরিমাণ-জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২ সেট, ৩) পরিমাণঃ ডিইএন/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১ সেট, ৪) পরিমাণ-ডিআরএম/ডব্লিউ/তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩ সেট, (৫) পরিমাণ-সিএইচ. ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট, পিএল নং- ৬০০৩০১৩৫০০১৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬০/২৪/৫০২৭/ওটি/২৩৭/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) ডাক প্র পত্রের পার্ট -II র অনুসূচী - ১ অনুসারে ডাবল গার্ডার ধরণের গ্যান্ট্রী ক্রেন ২০ টন ক্ষমতাসম্পন্নের জন্যে ব্যয় (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০)। পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ টি। পি.এল. সংখ্যা.-৯০৯০০২৮৩০০২৪। ২) সূচী - । এ নির্ধারিত করা অনুসারে ডিএসএলের দৈর্ঘ্য এবং প্রতি টাইপ অনুসারে আবশ্যক ডিএসএল (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি.: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণঃ এসএসই / ডব্লিউএস / তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১টি, পি.এল. সংখ্যা. ৯০৯০০২৮৩। ৩) সূচী -১ এ নির্ধারিত করা অনুসারে অতিরিক্ত সমস্ত স্পেয়ার্স এবং আইটেমস যেমন, শ্লিংস/লিফটিং ট্যাকলস/ওয়ার রোপস/চেইন আদি, ক্রমিক নং. ২০.১ (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫) (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: 0] পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ টি, পিএল. নং- ৯০৯০০২৮৬। ৪) সূচী-IV অনুসারে সমগ্র রক্ষণাবেক্ষণ স্পেয়ারের ব্যয় (যিহেতু এটি ভিডব্লিউএফ ড্রাইভ ক্রেন হয় আইটেম নং. ৩, ৪, ৫, ৬ ছাড়া, সূচী-IV এ উল্লেখিত আবশ্যক সমগ্র স্পেয়ারের একটি সেট)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা. ৯০৯০০২৮৪। ৫) সূচী-V অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ টুলের ব্যয়। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০), পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ টি, পিএল নং ৯০৯০০২৮৫। ৬) ক্রেনের স্থাপন এবং কমিশ্বনিঙের ব্যয়। (ডাক প্র পত্রের-পার্ট-II র ধারা V এর দফা ১২), পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি,পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১টি। পি.এল. সংখ্যা.-৯০৯০০২৮৭। ৭) ডাক প্র পত্রের পার্ট-II র দফা ১৭, ধারা V অনুসারে দুই বৎসরের ওয়ারান্টি সময়সীমার সমাপ্ত হওয়ার পরে পাঁচ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকার সর্বমোট ব্যয়। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০) পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউএস / তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ টি, পিএল. নং- ৯০৯০০২৮৮। ৮) ওয়ারান্টি সময়সীমা প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের সময়ে প্রতিরোধী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণঃ এসএসই/ডব্লিউএস/তিনধরিয়া, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৯০৯০০২৮৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. ১০/২৪/৩১৬৯বি/ওটি/২৩৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. ডিইএল/এসপিএন/১৯৩-আরইভি-০৩, জুলাই, ৯৮ অনুরূপে লো মেইন্টেন্যান্স লোড এসিড ব্যাটারি ৫০০ এএইচ, ৪ সেলস, ৮ ভোল্টস। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস](পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০), (১) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্য ২০০ টি, (২) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২০০ টি, পিএল. নং- ১২৬৪০০৬২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৪/০৫৭৩/ওটি/২৩৯/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ "টপ সাইড বিয়ারার লাইনার" ড্রয়িং নংঃ ডব্লিউডি-৮৫০৭৯-৫-১, এএলটি-১৪, আইটেম-১২। মেটেরিয়্যাল স্পেসিফিকেশনঃ ড্রয়িং অনুসারে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস](পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০) (১) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০৮ টি, (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭০৫২ টি, (৩) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২১০০ টি, পিএল. সংখ্যা- ৩৮১২৫৫৮৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেণ্ডার সংখ্যা. ৫০/২৪/০৬৬৩/ওটি/২৪০/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/৫১/২০২১ (আরইভি.১.০) অনুসারে ইলেক্ট্রনিক এলসি গেট টেলিফোন সিষ্টেম (শ্লেভ) (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস](পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০) (১) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৮০ টি, ২) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯০ টি, ৩) পরিমাণঃ কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৮০ টি, ৪) পরিমাণঃ পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৫০ টি, পিএল. সংখ্যা. ৫০২৩২৩৭০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেণ্ডার সংখ্যা. ৫০/২৪/০৬৪৪/ওটি/২৪১/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-১২-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রেলওয়ে এসএণ্ডটি ইনষ্টলেশনের জন্যে ব্যাটারি চার্জার, ২৩০ভি এসি/১১০ ভি ডিসি, ৫০এ, ফ্লোর মাউন্টিং টাইপ, স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএসঃ এস-৮৬/২০০০ (সংশোধনী ৪) (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস](পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০), (১) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১৫ টি, ২) পরিমাণঃ কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১৯ টি। পি.এল. সংখ্যা. ৫৬১৬০০০৮।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মহিলা ব্যাংক কর্মীর ২৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

প্রকাশ মন্ডল,হুগলি, ১০ ডিসেম্বর ঃ দামি উপহারের প্রলোভন ও ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে এক মহিলা ব্যাংক কর্মীর ২৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক বিদেশি নাগরিক। গত ১১ মাস ধরে অবৈধ ভাবে ভারতে বসবাস করছিল ধৃত নাইজেরিয়ান নাগরিক। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত নাইজেরিয়ান নাগরিকের নাম আজিকিউল এনোগী ওভেনা।গত ৬ ই ডিসেম্বর নয়ডার গৌতম বুদ্ধ নগর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে হুগলি গ্রামিন পুলিশের সাইবার ক্রাইম দপ্তরের আধিকারিকরা। ওইদিন গৌতম বুদ্ধ আদালতে পেশ করা হয়। পরে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গত ৮ ই ডিসেম্বর চঃদনগর মহকুমা আদালতে পেশ করে হুগলি গ্রামীন পুলিশ। সাত দিনের পুলিশি হেফাজত নিয়ে তদন্তের জাল বিস্তার করেছে পুলিশ। এদিন হুগলির কাম।কুন্ডু গ্রামীন পুলিশ অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার। তিনি জানান হুগলির ধনিয়াখালীর মৌসুমী সাহা নামে এক মহিলা ব্যংক কর্মী গত ২৪ শে আগস্ট থানায় লিখিত অভিযোগ জানান যে তার কাছ থেকে দফায় দফায় ২৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে দামি উপহার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে,এছাড়াও তার ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া হয়।

দামি উপহারের প্রলোভন এবং ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে দফায় দফায় মোট ২৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে হুগলি গ্রামীন পুলিশের সাইবার ক্রাইম দপ্তর।তদন্তে একাধিক একাউন্ট ব্যবহার করে টাকা হাতানোর তথ্য পায় পুলিশ।এই ঘটনায় জড়িত নয়ডার গৌতম বুদ্ধ নগরে অবৈধ ভাবে বসবাস কারী নাইজেরিয়ার বাসিন্দা আজিকিউল এনোগী ওভেনার খোঁজ পায় পুলিশ। পুলিশ আরো জানিয়েছে ব্যবসায়িক ভিসা নিয়ে ২০১৩ সালে ভারতে আসে আজিকিউল এনোগী ওভেনার। ২০২৩ সালে মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তার ব্যবসায়িক ভিসার,তার পর থেকেই অবৈধ ভাবে বসবাস করছিল নাইজেরিয়ার আজিকিউল এনোগী ওভেনার। ২৫ লক্ষ টাকা হাতানোর ক্ষেত্রে মোট ছয়টি ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে আজিকিউল এনোগী ওভেনার একাউন্ট ব্যবহার করার তথ্য পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে টাকা উদ্ধার ও জালিয়াতির ঘটনায় ভিন দেশের কোনো নাগরিক বা আরো কারা কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/95/WD21/IV/ZII/24-25
Name of the Work : **Installation of LED sinage board at Jadulal Mullick Road including allied works in Ward No. 21 under Borough-IV;** Estimated Amount: **Rs. 1,49,248.00;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **7 Days;** Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **20.12.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 1); The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1);

(2) NIT No.: LTG/170/MKT/V/Z-II/24-25
Name of the Work : **Renovation of electrical distribution network with allied electrical works at College Street Market (Barnaparichay Market) under KMC, BR-V;** Estimate Amount: **Rs. 4,62,022.00;** Earnest Money : **Rs. 9,400.00;** Period of Completion: **30 Days;**

(3) NIT No.: LTG/199/40/V/Z-II/24-25
Name of the Work : **Renovation of lighting arrangement with allied electrical works at Vidyasagar Udyan and other areas in Ward No. 40**; Estimate Amount: **Rs. 3,24,858.00;** Earnest Money : **Rs. 6,500.00**; Period of Completion: **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **18.12.2024 up to 4 p.m.** (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 at 6 p.m.** (for Sl. no. 2 & 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 2 & 3)

(4) NIT No.: LTG/Z2/SUP-HO/24-25
Name of the Work : **Supply of electrical materials as necessary at all UPHC under BR-VI under KMC**; Estimated Amount: **Rs. 4,37,599.67;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion: **10 Days;**

(5) NIT No.: LTG/Z2/HL-PA/24-25
Name of the Work : **Arrangement of PA system at seminar rooms located at UPHC-46, 4- Mirza Galib Street & UHWC at Korabardar Lane**; Estimated Amount: **Rs. 4,11,118.48;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion: **10 Days;** Bid submission starting date and time : **11.12.2024 from 11 a.m.** (for Sl. no. 4 & 5); Last Date and Time of submission of Bid : **20.12.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 4) & **21.12.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 5); Bid opening date for technical proposal : **20.12.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 4) & **21.12.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 5); The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 from 11 a.m.** (for Sl. no. 4 & 5); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 4 & 5)

(6) NIT No.: KMC/LTG/44/INST/IV/ZII/24-25
Name of the Work : **Renovation of electrical items at different labour quarters and institution under BR-IV**; Estimate Amount: **Rs. 1,83,209.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion: **20 Days;**

(7) NIT No.: KMC/LTG/INST/63/WD-24/BIV/24-25
Name of the Work : **Internal electrification work for (G+1) UHWC at 25 Tagore Castle Street, Kolkata-06 in Ward No. 24 under BR-IV, KMC**; Estimate Amount: **Rs. 3,14,339.00;** Earnest Money : **Rs. 6,500.00**; Period of Completion: **60 Days;** Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **19.12.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 6 & 7); The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 6 & 7); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 6 & 7)

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/14/24-25
Name of the Work : **Installation of lighting arrangement at DumDum Road and H. K. Seth Lane in Ward No. 02 under BR-I, KMC**; Estimated Amount: **Rs. 1,89,690.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **20 Days;**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/27/24-25
Name of the Work : **Urgent replacement work of old/damaged fittings at different roads in Ward No. 03**; Estimated Amount: **Rs. 3,44,261.00;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion: **18 Days;**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/14/24-25
Name of the Work : **Restoration of earthing, muffing & jacketing at Belgachia Bustee and different other bustees in Ward No. 03**; Estimated Amount: **Rs. 1,96,885.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **28 Days;**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/11/24-25
Name of the Work : **Installation of lighting system at Raja Apurba Krishna Lane and different other places in Ward No. 02 under BR-I, KMC**; Estimated Amount: **Rs. 3,54,618.00;** Earnest Money : **Rs. 7,500.00**; Period of Completion: **20 Days;**

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/01/24-25
Name of the Work : **Improvement of street lighting system by LED street lights at Umakanta Sen Lane in Ward No. 04 under Borough-I, KMC**; Estimated Amount: **Rs. 2,99,150.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Time of Completion: **28 Days;**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z1/B1/INS/W5/25/24-25
Name of the Work : **Improvement work of power distribution network with proper safety arrangement in Gr. floor & 1st floor of Borough-I Office New Building under BR-I**; Estimated Amount: **Rs. 1,98,994.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Time of Completion: **25 Days;**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/15/24-25
Name of the Work : **Installation of street lighting arrangement at 3/9 Ghosh Bagan Lane, 1/5 Prankrishna Mukherjee Road and 9 Jogendra Nath Mukherjee Road in Ward No. 06 under BR-I, KMC**; Estimated Amount: **Rs. 1,54,996.00;** Earnest Money : **Rs. 3,100.00**; Time of Completion: **25 Days;**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/24/24-25
Name of the Work : **Improvement work of lighting system at road side garden of Cossipore Road and other different places in Ward No. 06 under BR-I**; Estimated Amount: **Rs. 2,24,083.00;** Earnest Money : **Rs. 4,500.00**; Time of Completion: **25 Days;** Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **20.12.2024 at 1.15 p.m.** (for Sl. no. 1 to 8); The bid forms and other details are available on and from **11.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4) & **11.12.2024 from 5 p.m.** (for Sl. no. 5 to 8); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 8);

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Crematorium Deptt., KMC invites e-tender online in two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/CRM/10/SBG/2024-25
Name of the Work : **Supply, delivery and fixing of LED light fittings, fans and allied works at Sirity Burning Ghat**; Estimated Amount: **Rs. 1,90,378.00;** Earnest Money : **Lump Sum Amount of Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **5 Days;**

(2) NIT No.: KMC/LTG/ELEC/MAINT/2/SBG/24-25
Name of the Work : **Maintenance of indoor/outdoor lighting system, ceiling fans, exhaust fans, wall fans, glow sign board etc. at Sirity Burning Ghat**; Estimated Amount: **Rs. 1,33,920.00;** Earnest Money : **Lump Sum Amount of Rs. 2,700.00**; Period of Completion: **365 Days;** Last Date and Time of submission of Bid (Online) : **20.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **12.12.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 & 2)

1024/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১ সংখ্যা, বুধবার, ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

গীতা শাস্ত্র

সম্পাদকীয়

গীতা কবে রচিত হয়েছিল তা অবশ্য সঠিকভাবে জানতে পারা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক বা ৫ম শতকের মধ্যে গীতা রচিত হয়ে পারে। তব তা অনুমান করা হচ্ছে। তবে তা মহাভারত রচনা করা পরেই বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। আগে মহাভারত না আগে তী তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলে থকেন যে আগে গীতা রচিত হয়েছিল। তারপরে মহাভারত রচনা করা হয়ে থকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে গোড়া আগে মাটিতে বসে তাপরে গাছের পাতা তৈরি হয়। গীতী কীভাবে আগে রচিত বলা হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ই গীতা সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে জীব জগতে দর্শনগত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাই গীতাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তব ইন্ডোলজিস্ট অরবন্দি শর্মা বলেছেন যে গীতা খ্রীষ্ট পূর্ব ২য শতকে রচিত হয়েছিল। এর বিপরীতে কাশীনাথ উপাধ্যায় বলেছেনন গীতা হচ্ছে মহাভারতর একটি অংশ। মহাভারত এদেশে পরিচিত হতে শুরু করলে গীতাও প্রসার লাভ করে। মহাভারত এবং গীতাকে পৃথক করলে ভুল করা হবে। কারণ দুটো গ্রন্থ একই কালে এবং একই সময়ে রচিত উচিত। বিদেশি দার্শনিক আর্থার বাশাম বলেছেন যে গীতা হচ্ছে যুদ্ধের নৈতিকতা প্রশ্নে আবদ্ধ। যুদ্ধ দিয়ে গীতা রচনা দর্শন উপস্থত হলেও সেখানে সমগ্র জীব জগতের উত্থানের রহস্যের কথা বলা হয়েছে। কেন জগতে মানুষের প্রয়োজন তার দার্শনিক দিকের কথা বলা হয়েছে। গীতাকে যুদ্ধের ন্যায় শাস্ত্র হিসাবে দেখাটাা একেবারে অনুচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন গীতা শঙ্করাচার্য রচনা করেছিলেন। তিনি এটকে মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। গীতার বিশ্লেষকেরা মনে করেন গীতা একার দ্বারা রচিত হয়নি। গীতার শ্লোক রচনা করতে বহু মুনী ঋষির হাত লেগেছিল। ফলে গীত ঠিক কোনও কালে সম্পূর্ণ হয়েছিল তা বলা কুবই কঠিন। গীতা ২২৭টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। সারা িশ্বের প্রতিটি দেশে গীতা রয়েছে। সেখানকার পণ্ডিতেরা গীতাকে তাদের ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেছে। বাইবেলের মতো গীতাও বহু ভাষায় রচিত। এমনকী চিন ভাষাতেও গীতা রচনা করা হয়েছে। পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ এবং হা হিয়েন চিন দেশ থেকে এসে গীতাকে সঙ্গে করে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন চীনা ভাষায় অনুবাদ করে পড়ে দেখার জন্য। শঙ্করাচার্য এবং অভিনব গুপ্ত গীতা সারাংশ ব্যাখ্যা করেছিলেন। তব শঙ্করাচার্যের গীতার সঙ্গে অভিনব গপ্তের গীতার পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

শব্দ দূষণ মানবসভ্যতার চরম শত্রু

শব্দ দূষণের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনসাধারণ অনেক প্রতিবাদ করে আসছে। ইতিমধ্যে মহামান্য উচ্চ আদালত এই দূষণের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে শব্দমাত্রায় উচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। এখনও কালীপুজোর দিন এবং তার পরেও দেদার চকলেট বোমা ফাটান থামে না। বাড়িতে অসুস্থ রোগী থাকলেও নয়। উচ্চ অট্টালিকা বাসিন্দাদের অনেকেই উঁচু ছাদের ওপরে এই সব নিষিদ্ধ বাজি ফাটিয়ে আনন্দ স্ফুর্তি থেকে বিরত থাকতে পারে না। তাদের কাছে এটা যেন একটি গণতান্ত্রিক অধিকারে পরিণত হয়েছে। অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। পুলিশ আগাম সতর্ক বার্তা দেয় বটে, কিন্তু এই সব নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। ধর পাকড় করার পর হয়তো ছেড়েও দিতে হয়। কার পিছন কোন বড় খুঁটি রয়েছে তা কে জানে? সাধারণ মানুষও খুব একটা ঝামেলাতে জড়াতে চায় না। কারণ উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের কোপে পড়ে হয়তো মান সম্মান খোয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রাণহানিও ঘটেছে। অনেকের ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও চৈতন্য হয়নি। বরং এ অজুহাত দেওয়া হচ্ছে যে অন্য কাজকর্ম নেই সেই কারণে বাজি তৈরি করে সংসার চালায়। কিন্তু শব্দ বাজি তৈরি না করে সবুজ বাজি করলে তো শব্দ দূষণ হয় না। তাহলে? এর উত্তর মেলেনি। যারা শব্দ বাজি ফাটান তাদের কাছে এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। অপনার গণতন্ত্র বিপন্ন হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। অনেকে বলেন, শান্তিপ্রিয় মানুষদের উত্যক্ত করতে পারলে কারোর কারোর বেশি আনন্দ হয়। সেই কারণে তীব্র শব্দ বাজি ফাটিয়ে ক্ষমতার আস্ফালন দেখায়। এটা যদি সত্য হয় তাহলে এই সব উৎপাত কোনও দিনই বন্ধ করা যাবে না। সবাই জেনে বুঝে ঘুমিয়ে থাকবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরম পুরুষ। ধর্ম কখনও বহু হয় না ধর্ম একই আর তার কোনো প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমনিকি যত মানুষ তত মত হতে পারে কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃত পক্ষে কোনো বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমের বিভিন্নতা বলেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব। হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি এক একটি মত। তুমি যাই দেখ না কেন, অন্তরের সহিত দেখাই সর্বাগ্রে। তার ভালোটুকুই দেখতে চেষ্টা কর, আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেলতোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চোখ ততই নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হযে ভেসে উঠবে। তোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চোখ ততই নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হযে ভেসে উঠবে। এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগাতে হবে। এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। মনের অপরাধীবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিণী সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। মা ভবতারিণী তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।।ত দিশা দেখাবেন। মা ভবতারিণী হচেছন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। ঠাকুর প্রায় বলতেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনে ভক্তিবাদী মন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মনে ভক্তি আনতে হবে।

দেশিয় পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটলে ব্রিচিশ সরকার বিব্রত হল

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের দেশিয় পত্রপত্রিকার ওপরে ব্রিটিশ সরকার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যপারে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন দেশিয় পত্রিকাগুলি আজকের মতো এত শক্তিশালী ছিল না। তখন বাংলার সংবাদপত্রগুলি স্থানীয় গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো। স্থানীয় লোকেরা বেশি করে এই সব সংবাদপত্র পড়ে প্রভাবিত হতো। তবে কলকাতার সংবাদপত্রগুলি বেশ শক্তিশালী ছিল। তবে সেই সময়ে অল্প সংবাদপত্র থাকলেও তারা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে তা দেশের জনগণ পড়তো এবং তারা সেই বিষয় নিয়ে চর্চা করতো। তবে সেই সময়ে সংবাদপত্র সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সেই সব সংবাদপত্র ঘোরাঘুরি করতে থাকে। সংবাদপত্র সর্বজনীন হতে বেশ সময় লেগেছিল। ইংরেজি পত্রিকা 'স্টেটসম্যান' সেই সময়ে ইংরেজি জানা মহলে জনপ্রিয় সংবাদপত্র ছিল। তবে 'হিন্দু প্রেটিয়ট' পত্রিকা বেশ সুনাম অর্জন করতে শুরু করে। ইংরেজদের সঙ্গে কলকাতার উচ্চ শিক্ষিত সমাজের মধে যে মিলন সেতু তৈরি হয়েছিল সেখানে এই 'হিন্দু প্রেটিয়ট' প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সেই সময়ে কলকাতার ধনী পরিবারদের বাড়িতে বিশেষ করে শিক্ষিত পরিবারদের সদস্যরা এই পত্রিকার গ্রাহক ছিল। দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সেই সময়ে কলকাতার ব্রাহ্মরাও 'হিন্দু প্রেটিয়ট' পড়তো এবং তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ছিল এই 'হিন্দু প্রেটিয়ট'। এই পত্রিকা সেই সময়ে ভারতবাসীর কাছে বিশেষ করে সরকারের কাছে বেশ খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। তখন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্টদাস পাল। তিনি যেভাবে দাপটের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে শিক্ষিত সমাজ খুবই উৎসাহিত হত। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই পত্রিকাতে তাদের সমালোচনা যাতে না করতে পারে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহমত পোষন করে পাঠক সমাজে মধ্যে বিস্তার লাভ করুক সেটাই আশা করতো। কিন্তু তখন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে ব্রিটিশ সরকারকে অন্ধভাবে সমর্থন করাটাকে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের পাশাপাশি ব্রাহ্ম সমাজ বেশ বিব্রত বোধ করতে থাকে। তখন একেবারে ব্রিটিশ শাসন হঠাও অভিযান তখনও শুরু হয়নি বটে। তবে জাতীয় চিন্তার ভাবনা বাংলা ভাষায় প্রকাশ পত্রিকাগুলিকে স্থান লাভ করতে থাকে। সেই পত্রিকার নাম হচ্ছে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন বাবু বাচারাম চট্টোপাধ্যায়। তিনিই ছিলেন এই পত্রিকার মালিক। সেই সময়ে এই পত্রিকা অতি সামান্য লোকেরা পড়তো। বেশি পাঠক ছিল না। এই পত্রিকাকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন। তিনি চাইছিলন 'বেঙ্গলি' পত্রিকাটি সাধারণ মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছাক। সাধারণ মানুষকে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার গ্রাহ করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। বাবু রামনাথ লাহা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। তিনি সলিসিটর হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর মাধ্যম দিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিক হলেন। বাবু বাচারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলি' পত্রিকাটিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে উপহার হিসাবে দান করে দেও.ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তবুও সুরেন্দ্রনাথ তাঁর হাতে দশটি টাকা দেন অনুদান স্বরূপ। বাবু বাচারাম চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে তিনি এই পত্রিকাটিকে ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারছেন না। সঠিক ব্যক্তির হাতে যদি এই পত্রিকাটি গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে এটি আবার নতুন করে বাঁচতে পারবে। সেই আশা রেখেই তিনি এই পত্রিকাটিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন। সুরেন্দ্রনাথ যেদিন এই পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সেই দিনটা ছিল ১ জানুয়ারি ১৮৭৯ সাল। সেই সময়ে যে প্রেসে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা ছাপা হতো তারা বেশ কিছু বকেয়া টাকা পেত। সেই টাকার পরিমান ছিল ১,৬০০ টাকা। সেই বকেয়া টাকা সুরেন্দ্রনাথ দিয়ে দেন। 'হিন্দু প্রেটিয়ট' পত্রিকাটি অভিজাত সম্প্রদায়েদর পত্রিকা ছিল। বিশেষ করে এই পত্রিকার পাঠকেরা বলতে গেলে অধিকাংশই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিল। তখনকার সময়ে এই সংস্থার সদস্য সাধারণ লোকেরা হতে পারতো না। অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায়রা এই সংস্থার সদস্য ছিল। তার ফলে 'হিন্দু প্রটিয়ট' এর একটি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা বহন করতো। কিন্তু 'বেঙ্গলি' পত্রিকার অধিকাংশ পাঠকেরা ছিলেন ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন-এর সদস্য। তারা বলতে গেলে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি। 'ভারত সভা' ছিল একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। তার সঙ্গে পত্রিকাকে জড়াতে চাইছিলেন না রাষ্ট্রগুরু। তিনি 'বেঙ্গলি' পত্রিকাকে 'ভারত সভা'র বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যদিও 'ভারত সভা'র উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে এই 'বেঙ্গলি' পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করতো। ভারত সভা কেন গঠিত হল তার লক্ষ্য কি তাও প্রকাশ লাভ করতো এই বেঙ্গলি পত্রিকাতে। যদি 'হিন্দু প্রেটিয়ট' সমাজের উচ্চবিত্তদের কাছে জনপ্রিয় ছিল তবুও 'বেঙ্গলি' পত্রিকা তারা কিনতো এবং পড়তো। একেবারে অবজ্ঞা করতো না। ১৮৭৯ সালে যখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি 'বেঙ্গলি' পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক হলেন তখন এটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। তবে সেই সয়ে আর একটি শক্তিশালী সাাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে। 'বেঙ্গলি' পত্রিকা সুনাম অর্জন করার পিছন অনেক পরিশ্রম দিতে হয়েছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশুতোষ বিশ্বাসকে। সুরেন্দ্রনাথ এবং আশুতোষ দুই জনে মিলে শুক্রবার সারা রাত ধরে লেখাগুলির ভুলকে সংশোধন করে শনিরাব সকালে প্রকাশ করতো। সেই সময়ে আশুতোষ বিশ্বাস আবার 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে শুরু কবে দিয়েছিলেন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল আশুতোষ বিশ্বাস। আাশুতোষ বিশ্বাসের সঙ্গে রাষ্ট্রগুরুর পরিচয় হয়েছিল কলকাতার লণ্ডন মিশনারি স্কুলে। সুরেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছিলেন 'চৈতন্য' সম্পর্কে বক্তবা রাখতে। সেই সময়ে 'চৈতন্য' বক্তৃতা শুনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। তারপর থেকে রাষ্ট্রগুরুর সঙ্গে আশুতোষের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আলিপুর বোমা মামলাকে কেন্দ্র করে যে সব সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করতো সেগুলি আবার বাংলার জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আলিুপর বোমা মামলার বিবরণ প্রকাশ লাভ করার সঙ্গে 'বেঙ্গলি' পত্রিকা বেশ সুনাম অর্জন করতে শুরু করে দিল। আলিপুর বোমা মামলার অভিযুক্তদের হয়ে যখন 'বেঙ্গলি' পত্রিকা লিখতে শুরু করে দিল তখন বাংলার মানুষ উপলব্ধি করতে পারলো যে কেন বিপ্লবীরা দেশের জন্য লড়াই করেছিল গোপেনে। ইংরেজ সরকার এই সব বাংলা পত্রিকার ওপরে বেশ খানিকটা ইবরক্ত প্রকাশ করতে থাকে। মজফফরপুরে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির ঘটনা ফলাও করে প্রকাশ লাভ করতে থাকে। মজফফরপুরে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ সেন। তিনি মজফফরপুরের আদালতের আইনজীবীও ছিলেন। 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকার সাংবাদিক উকিল উপেন্দ্রনাথ সেন ক্ষুদিরামে ফাঁসির দিন মজফ্ফরপুরে জেলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'দ্য বেঙ্গলী' পত্রিকায় ক্ষুদিরামে ফাঁসি দিন উপস্থিত থেকে সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংবাদ সারা বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি লিখেছেন, " ভোর ছ'টায় ফাঁসি হবে। ভোট পাঁচটায় আমি গাড়ীর মাথায় অত্যবশ্যকীয় সৎকার বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নিকটবর্তী রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া অনকে দাঁড়াইয়া আছে। সহজেই আমরা দুইজনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ। দুইদিকে দুটি খুঁটি আর একটি মোটার লোহার রড আড় দ্বারা যুক্ত। তারই মধ্যস্থানে বাধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে। তাহারই শেষপ্রান্তে একটি ফাঁস। একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। ক্ষুদিরাম আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল।.. মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছন দিকে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটা সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামুল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হল। ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রইল। এদিক ওদিক একটু নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। এক প্রহরী মঞ্চে একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল। ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া ওপরের দড়িটি নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।...কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুইপাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে। অনেকে শবের ওপরে ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। ...আমরা শ্মশান বন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া মনের ভাব লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটায় কিছু চিতাভস্ম, কালিদাসবাবুর জন্য। ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় সে পবিত্র ভস্মাধার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। ইহার পর ৩০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি কিছুই ভুলি নাই। ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম দগ্ধ শ্বেতচিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়াছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাসোচ্ছল কচি মুখখানি।" 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাট্যকার গিরিশ ঘোষ। ১৮৬২ সালে এই পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন এবং বাংলার সংস্কৃতিতে সবার সমানে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়েই নাট্যকার গিরিশ ঘোষ এই সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩১ সালে 'ক্যালকাটা ইভিনিং নিউজ' নামে একটি সন্ধ্যাকালীন পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে কলকাতা থেকে। তবে মফস্বল সংখ্যা হিসাবে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা নামেই পরিচিত ছিল। ১৯৩২ সালে এই দুটি পত্রিকা এক করে নুতন নাম দিয়ে 'স্টার অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হতে থাকে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে সংবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি মনে করতেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা সঙ্গে বাংলার জনগণের পরিচয় থাকাটা খুবই জরুরী। এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকার বেশ কিছুটা 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার ওপরে বিরাগ ছিল। কিন্তু করার কিছুই নেই। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার সমর্থন না করলেও সেটা কিন্তু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তার ফলে বাংলার প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনের খবর তিনি গুরত্ব দিতেন। 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা ১৯ শতকেরগোড়ার দিকে এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশ লাভ করতে থাকে। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের সময়ে এই পত্রিকা কংগ্রেসের মধ্যপন্থী আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করলে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৩১ সালে এই পত্রিকাটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সকাল বেলায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো তাঁর নাম ছিল 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা। আবার সন্ধ্যা বেলায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো তার নাম 'ক্যালকাটা ইভিনিং নিউজ'। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মুখ পাত্র হিসাবে এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের খবর বেশি করে প্রচারিত করতেন। তিনি চাইতেন ভারত জুড়ে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোত দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার খবর যাতে সবাই পেতে পারে। সবার কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংবাদকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রসর হতে শুরু করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম সেরা নেতা ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে বাংলার অগণিত মানুষ রাস্তায় নেমে এসে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল। রাখি বন্ধন উৎসব থেকে শুরু করে বাংলা জুড়ে বঙ্গভঙ্গ এর বিরোধিতা করে একদিন অরন্ধন পালন করা হয়েছিল। সেই খবরও 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল।

বিশ্ব মানবতার বিরদ্ধে বিশ্বাসঘাকততা করেছে চিন সরকার সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না

সাংবাদিক মহল্লকে আবার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে প্রভাবশালী গোষ্ঠী নেতারা। এর ফল সাংবাদিক মহল এখন বলতে গেলে বিরক্ত। তারা ঠিক কোনও সংবাদকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকবে তা বলা খুবই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রে নিজস্ব কৌশল রয়েছে। সেই কৌশলের ওপরে নির্ভর করে সংবাদপত্রকে চলতে হয়। প্রায় বেশির ভাগ সংবাদপ্তগুলি কোনও না কোন গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ফলে সঠিক সংবাদ প্রকাশ করাটা অনেক সময়ে খুবই মুশকিল। চোখের সমানে ন্যায় দেখতে পেলেও তাকে প্রকাশ করা যাবে না। এই রীতি চলে আসতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটিশ ভারত যুগ থেকে। তখনও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ বা খবর প্রকাশ করলে তার ওপরে আইনী খড়গ নেমে আসতো। তারা সংবাদপত্রের ওপরে নজরদারি করতে থাকতো। কোনও সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে সরকার বিরোধী কোনও সংবাদ প্রকাশ করা একবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাশিয়ায় এখন ইউক্রেনের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করাটা অসম্ভবে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। বহু রুশ বিরোধী সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছে। টিভি মিডিয়ার ওপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেশে রুশ সরকার। পুতিন বিরোধী কোনও কথা ব্যক্ত করা চলবে না বা প্রকাশ করা যাবে না। চিন দেশের চেরাম্যান শি জিনপিং এর বিরুদ্ধে কোনও মত প্রকাশ করতে পারা একেবারে অসম্ভব। চিন দেশে সংবাদপত্রের কোনও স্বাধীনতা নেই। সেখানকার সংবাদপত্রগুলি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ফলে চিন দেশের অভ্যন্তরে সাদারণ মানুষেরা কীভাবে দিন যাপন করছে তা জানতে পারা যায় না। চিন দেশে করোনা সংক্রণে কত লোক মারা দিয়েছিল তা জানার উপায় ছিল না। চিন দেশে সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। চিন দেশে করোনা টিকা ভলো ছিল না। তার ফলে চিন দেশের নাগরিকেরা চিন টিকার ওপরে বেশি ভরসা করতে পারেনি। এদিকে চিন দেশের একজন নাগরিক বলেছেন যে চিন দেশের প্রথম শ্রেণির রাষ্ট্র নেতারা গোপনে বিদেশি টিকা নিয়ে ছিল। তার ফলে তাদের করেনা সংক্রমণ আক্রমণ করতে পারনি। সাধারণ মানুষের জন্য বিদেশি টিকার দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা চিন সরকার করেনি। তার ফলে সেখানকার লোকেরা বেশ ক্ষুব্ধ চিল সরকারের ওপরে। তবে এটা ঠিক যে চিন দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল যা চিন একেবারে প্রকাশ করেনি। করোনা চিন দেশে প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করে দিল ওয়াশিংটন পোস্ট। তারপরে সেটা আমেরিকান টাইমস প্রকাশ করতে শুরু করে। চিনের করোনা সংক্রান্ত এত বড় আমেরিকায় প্রকাশ পেতে শুরু করলে তাতে চিনের একেবারে নাজেহাল অবস্থা। এদিকে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন চিন দেশের উহান প্রদেশের গবেষণাগার থেকে করোনা সংক্রমণ প্রকাশ পেয়ে ছিল চিন যাত্রীদের আমেরিকা প্রবেশ করার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে শুরু করে আমেরিকা সরকার। আসলে চিন যদি আগে থেকে সারা বিশ্বকে করোনার ব্যাপারে সতর্ক করতো তাহলে করোনা সংক্রমণ নিয়ে আগে থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতো পারতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। বিশ্ব মানবতার বিরদ্ধে বিশ্বাসঘাকততা করেছে চিন সরকার সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকেন সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করার। তিনি কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন

এবং সেই সদ্ধান্ত আমেরিকাবাসীর কতখানি স্বার্থের দিকে তাকিয়ে গ্রহণ করা হচেছ তার ব্যাখ্যা দিতে হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে। আমেরকার সাংবাদিকেরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা কিন্তু বিশ্বের আর কোনও সংবাদ জগত এতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে না। বিলাতের বিবিসি আবার প্রয়োজন মনে করলে সরকারের বিরুদ্ধে খবর প্রকাশ করে থাকে। ফকল্যাণ্ডের ইংরেজ সরকার মানবতাবাদ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেখানে বোমা বর্ষন করতে শুরু করে দিয়েছিল তা বিবিসি প্রচার করতে শুরু করে। সিবিসি সরকারি সংবাদ মাধ্যম হলেও তারা কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে বেশি পাত্তা দেয় না। তারা মনে করে যেখানে সত্য রয়েছে তাকে প্রকাশ করাই উচিত। আফগানিস্থানে গণতান্ত্রিক সরকারকে একেবারে মুছে ফেলে সেখানে তালিবান জঙ্গি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তার সংবাদ সংগ্রহ এবং ছবি তুলতে গিয়ে চিত্র সাংবাদিক সিদ্দিকিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। তালিবানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল তারা এই সাংবাদিক হত্যার সঙ্গে জড়িত নয়। এদিকে আফগান সরকার থেকে বলা হয়েছিল তালিবানরা কাবুল দখল করার সময়ে যাতে কেউ বাধা কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেই কারণে ভারতের চিত্র সাংবাদিকে গুলি করে হতা করা হয়েছিল। তবে কারা হত্যা করেছে তা এখনও পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। এদিকে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে বহু সাংবাদিকদের ওপরে হামলা করতে শুরু কর হয়েছিল। একদিকে হামাস জঙ্গি সংগঠনগুলি যেমন ইউরোপের সাংবাদিকদের ওপরে হামলা করে পাশাপাশি ইজরায়েল সেনারা প্যালেস্টানি সাংবাদিকদের ওপলে হামলা করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইজরায়েল পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল সেনা অপারেশন চলাকালীন কোনও সংবাদিকদের সমানে আসা একেবারে অনুচিত। কারণ সেনাদের তখন মাথার ঠিক থাকে না। সেনারা অপারেশন করা সময়ে তাদের লক্ষ্য থাকে কীভাবে কতখানি স্থান দখল করা যেতে পারে। তার জন্য তারা মরিয়া হয়ে গুলি বর্ষন করতে থাকে। সেই সময়ে কোনও সাংবাদিকদের সমানে আসাটা একেবারে অনুচিত। কোনও কারণে সাংবাদিকদের ওপরে আক্রমংণ শুরু হয়ে যেতে পারে। কারণ তখন সেনাদের মানসিক অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কার অবস্থায় থাকে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সাংবাদিকদের উচিত কাজ হচ্ছে অপারেশনের সময়ে সেনাদের সঙ্গে না থাকা। অপারেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সাংবাদিকেরা সেনা কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। যুদ্ধের সময়ে সাধারণ মানুষ আর সাংবাদিকদের মধ্যে বেশি তফাত বুঝতে পারা যায় না। যারা স্পট ছবি সংগ্রহ করতে যান তারা তাদের জীনবটাকে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিয়ে সাহস অবলম্বন করে ছবি তুলতে শুরু করেন। 'কমিটি টু প্রোকেক্ট জার্নালিস্ট'-এর পরিসংখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে গাজায় মৃত্যু হয়েছে ৬৮ জন সাংবাদিকদের।

দর্জির বাড়িতে হানা ইডির, চাঞ্চল্য বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর ঃ পাড়াতেই দর্জির দোকান। একেবারে ছাপোষা জীবনযাপন। কোনওদিনও আচরণে তেমন কোনও সন্দেহজনক দেখেননি কেউই। মঙ্গলবার সাতসকালে যখন বড় গাড়ি করে কর্তাব্যক্তিরা দর্জি তথা হাসান আলির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান, তখনও কিছু ঠাহর করতে পারেননি পড়শিরা। অফিসাররা বাড়ির দরজার বেল বাজান। তারপর ভিতরে ঢুকে যান। প্রতিবেশীরা ততক্ষণে জানতে পারেন ইডি আধিকারিকরা এসেছেন। কিন্তু নিছক একজন ছাপোষা দর্জির বাড়িতে কেন এলেন ইডি আধিকারিকরা, সে বিষয়ে অন্ধকারে স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সাতসকালে বর্ধমানের লস্করদিঘি এলাকায় চাঞ্চল্য। ওই দর্জির নাম হাসান আলি। তিনি লস্কর পাড়ার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। এলাকাতেই তার একটি টেলারিংয়ের দোকান রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে চার পাঁচ জনের একটি দল তার বাড়িতে আসেন। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এখনও বাড়ির ভিতরে তল্লাশি চালাচ্ছেন তারা। তবে কী কারণে ইডির হানা, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। হাসানের বাড়ির বাইরে মোতায়েন করা ছিল স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভিতরে ইডি আধিকারিকরা। আর পাড়ার গলিতে অত্যুসাহী প্রতিবেশীদের জটলা, ব্যর্থ উঁকি ঝুঁকি মারার চেষ্টা। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার ফাঁকে মাছি গলার উপায় নেই। টেলারিংয়ের ব্যবসার আড়ালে হাসান আদতে কি এমন অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাতো তা নিয়েই সন্দিহান স্থানীয়রা। সূত্রের খবর, অতীতে হাসান আলি বিদেশে গিয়েছিলেন । সেখানে কয়েকমাস ছিলেন। তারপর বর্ধমানের বাড়িতে ফিরে আসেন । তখন থেকেই দর্জির কাজ করছেন । সূত্রের খবর, বিদেশে ক্যারিয়ার বা বেআইনি সামগ্রীর বাহক হিসেবে কাজ করতেন তিনি । এমনকি হাসান আলির ছেলের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোটা অংকের টাকা জমা পড়েছে । সেই সূত্র ধরেই মঙ্গলবার সকাল থেকে হাসান আলির বাড়িতে তল্লাশি শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । কোথা থেকে সেই টাকা এল, হাসান আলি বিদেশে কী কাজে গিয়েছিলেন, এমন নানা প্রশ্নের জবাব পেতে ইডির এই অভিযান বলে সূত্রের খবর । সূত্র মারফত আরও জানা যাচ্ছে, দর্জির দোকানের আড়ালে হাসান নাকি হাওলার মাধ্যমে টাকা পাচার করত। রাজ্যের বেশ কয়েকজন বড় হাওলার কারবারির কাছে হাসান আলী নাকি পরিচিত নাম! তার ছেলের অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ১০ লক্ষ টাকা কিভাবে, কোথা থেকে, কি কারনে এলো সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ইডির হানা বলে জানা গেছে। এদিন তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করে বিকাল প্রায় ৪ টে ৪৫ মিনিট নাগাদ ইডির আধিকারিকরা চলে যায়। উল্লেখ্য, এদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙরের চকবড়ালির মধ্যপাড়াতেও হানা দেয় ইডির একটি টিম। সেখানে জলিল মোল্লা নামে একজনের বাড়িতে হানা দেয় ইডি।

শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো উদয় শঙ্কর নৃত্য উৎসব ‘‘প্রতিশ্রুতি’’

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো উদয় শংকর নৃত্য উৎসব ‘‘প্রতিশ্রুতি’’। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। অসাধারণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হলো এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মেয়র জানান, উদয় শংকরের কথা আমরা বারবার মনে করি। তিনি যে কত বড় শিল্পী ছিলেন

একমাত্র তিনিই তা জানেন। তিনি শুধু জাতীয় না আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃত শিল্পী। তার পরিচয় এবং পরিস্থিতি নতুন করে বলবার কিছু থাকে না। আমরা ভাগ্যবান তার শিল্পের ছটা আমরা স্বচক্ষে দেখতে এবং বুঝতে পেরেছি। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম। তার শিষ্যরাও দেশে এবং বিদেশে নাম উজ্জ্বল করে আছে। আজকে যারা এখানে নৃত্য প্রদর্শন করলেন তারা সবাই বড় শিল্পী হওয়ার দাবি রাখে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত নামে শিল্পীরা।

চিতার হামলা! তুলে নিয়ে গেল ছাগল

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১০ ডিসেম্বর ঃ বাড়ির ভিতরে থাকা ছাগলের ঘরের বেড়া ভেঙে ছাগল তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। পরে এটি আরও একটি ছাগল তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। টের পেয়ে বাড়ির লোকজন চিৎকার শুরু করলে দ্বিতীয় ওই ছাগলটিকে ছেড়ে পালিয়ে যায় চিতাটি। যদিও ওই ছাগলটি পরে মারা যায়। মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি দিঘিরপাড় এলাকার ঘটনা। ঘটনায় ওই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কিছুদিন আগেও ওই এলাকায় হাতির হাত থেকে রক্ষা পান তিন যুবক। এলাকাটি চালসা রেঞ্জের খড়িয়ারবন্দর জঙ্গল সংলগ্ন। এবারের এই চিতাবাঘের আক্রমণের ঘটনা বাতাবাড়ি দিঘিরপার এলাকার সন্তোষ সরকারের বাড়ির। বাড়ির মালিক বলেন, ‘রাত তখন তিনটে। শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি চিতা একটি ছাগলকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করলে চিতাটি ছাগলকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে ছাগলের ঘরে গিয়ে দেখি একটি ছাগল সেখান থেকে উধাও! তার মানে, ওই ছাগলটিকে আগেই নিয়ে গেছে চিতাটি।’ মঙ্গলবার সকালে ঘটনার খবর চাউর হতেই ওই বাড়িতে বহু মানুষের ভিড় হয়। স্থানীয় লোকজন এলাকায় চিতা বাঘের উপদ্রবে রীতিমতো আতঙ্কিত।

নবান্ন পার্বণ বিদ্যালয়ে, শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী পঙক্তিতে ভোজনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১০ ডিসেম্বর ঃ স্কুলেই নবান্ন অভিযান। তবে এই অভিযান একটু স্বতন্ত্র। বিদ্যালয় যদি গৃহকোণ হয়। তাহলে সেখানে উৎসবও হয়। বাঙালির প্রিয় উৎসব নবান্ন বা লবান উৎসব

তেরো পার্বণের একটি। আবার এই অগ্রহায়ণ মাসেই পড়েছে সমস্ত শ্রেণির পার্বিক পরীক্ষা থেকে প্রাক মাধ্যমিক ও প্রাক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই কারো কারো বাড়িতে নবান্ন উৎসব হলেও, পরীক্ষার চাপে তা পড়ুয়াদের কাছে ঠিক উপভোগ্য হয়ে ওঠে নি। সেই সুযোগটাই করে দিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নবান্ন পরব অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনের পারুল ডাঙ্গা বোলপুর শিক্ষা নিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে। আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও পরিচালন সমিতি। শিক্ষকদের কথায়, মাঠে আমন ধান ওঠার সময় গ্রাম বাংলায় নবান্ন উৎসব একটি অন্যতম পার্বণ। শহরে এই উৎসব প্রায় উঠে যেতে বসেছে। তাছাড়াও এই সময় পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্রছাত্রীরা ঠিক ভাবে বাড়িতে নবান্ন উৎসব উপভোগ করতে পারে নি। সেটা মাথায় রেখে এই আয়োজন। নবান্নর মতোই ক্ষীর দিয়ে নতুন ধানের চাল গুড়োর গুলুনি, ফল মিস্টি দেওয়া হয় পড়ুয়াদের পাতে। দুপুরে মেনুতে ছিল ভাত, সবজি, মাছ, বোঁদে, পায়েস, মিস্টি ইত্যাদি। প্রায় পাঁচশো পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকারা এক জায়গাই পাত পেড়ে খায়। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা আগেই হয়ে গেছে। তারা ছাড়া সবাই হাজির ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র দেবাশীষ মুর্মু, নবম শ্রেণির ছাত্রী শিল্পী রুজেরা জানায়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে এক সাথে বসে লবান করতে ভালোই লাগলো।

সমুদ্র সৈকতে সাফাইয়ের কাজে হাত লাগলো এলাকার স্থানীয় হকার থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ ডিসেম্বর ঃ সমুদ্র সৈকতে সাফাইয়ের কাজে হাত লাগালো এলাকার স্থানীয় হকার থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সফরের আগেই পলিথিন, প্লাস্টিক বর্জন করার সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সমুদ্র তীরবর্তী উপকূল এলাকার সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের মধ্যে। সমুদ্র তটভূমিকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও দূষণমুক্ত করতে সোমবার সকাল থেকে নোংরা আবর্জনা সাফাই করেন স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মীরা। এদিন স্বচ্ছতা ও সাফাই অভিযানে হাত লাগান খোদ মন্দারমণি কোস্টাল থানার ওসি অরিজিত চ্যাটার্জী। মন্দারমণি কোস্টাল থানার ওসি বলেন, পর্যটনকেন্দ্র গুলিকে পরিষ্কার রাখলে তবেই দূষণমুক্ত সৈকতে পর্যটকরা মুক্ত বাতাস অনুভব করতে পারবেন। প্রশাসনও এই কাজে সাহায্য করবে এবং নজরদারি চালাবে বলে জানান মন্দারমণি কোস্টাল থানার ওসি অরিজিত চ্যাটার্জী। আমরা সারাবছরই মন্দারমণিতে স্বচ্ছতা ও সাফাই কর্মসূচি করে থাকি। নিজেদের এগিয়ে এসে সচেতনতা জাগানোরও প্রয়োজন রয়েছে। তবে এই উদ্যোগ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সঞ্চার করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্দারমণি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মীর ইয়ার আলি।

দুর্ঘটনায় মৃত একই পরিবারের ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ ডিসেম্বর ঃ এক মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের মৃত্যু ঘটলো তিনজনের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে ইলামবাজারের গোপালনগরের কাছে। জানা গেছে, মৃতদের নাম বিরাজ মাল, বাবুসোনা মাল ও সাগর মাল। বিরাজ মালের বাড়ি আউসগ্রামের করদিহা গ্রামে। অন্যদিকে, বাবুসোনা মাল ও সাগর মালের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার উত্তর রামনগর গ্রামে। জানা গেছে, একই বাইকে চেপে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আসছিলেন তিন জনে একটি বাইকে চেপে। ইলামবাজার লাগোয়া গোপালনগর সংলগ্ন একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগেই তাদের সেখানেই মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ইলামবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তাদের মৃতদেহ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.08/Sub/II of 2024-25 for 01(One)** No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application-**17.12.2024**. Last date of receiving tender paper-**19.12.2024**

Sd/- A. De
Assistant Engineer(PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

Office of the Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat
Vill + PO – Dapang, PS- Hura, Dist-Purulia, Pin- 723148
Notice Inviting E-Tender No: - WBPUR/HURA/KGP/382/eNIT No-03/ 2024-25, Dated:- 10/12/2024

E-Tender is invited by the prodhan, Keshargarh Gram Panchayat from the resourceful, bonafide, experienced contracts. Bid Submission End Date (Online) **20.12.2024 04.00 PM**. Bid Opening Date (Technical) **23.12.2024 at 02.30 PM**. For further details please visit **https:// wbtenders.gov.in** AND Keshargarh Gram Panchayat Office Notice Board undersigned.

Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 612/PWD/ROAD/BMC(2nd Call), Dated : 10/12/2024. e-Tender has been invited for Repairing and maintenance bituminous road construction concrete road with masonry box drain at different locations within ward no. 10, 33 under BMC. For details, please follow Tender **Id 2024_MAD_782510_1 and 2** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board Last date of Bid submission- **26/12/2024 up to 3:00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF)
Dist-Purulia
Memo No.-431/HGP Dated-10/12/2024
NOTICE INVITING e-TENDER No.- 05(01)/2024-25

For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the work of construction of cycle stand with shed. Last date of submission of Bid **17.12.2024 at 4 pm**. Bid Opening Date (Technical) **20.12.2024 at 9AM**. For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist:-Howrah

has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT NO:- WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT-065/ SBM(G)/2024-25 Sl No:-01 & 02, Dated:-10/12/2024, 2) NIT NO:- WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT- 066/15 TH CFC (UNTIED)/2024-25 Sl No:- 01, Dated:-10/12/2024, 3) NIT NO:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/NIT- 067/5 TH SFC (UNTIED)/2024-25 Sl No:-01, Dated:-10/12/2024. Bid Submission date:-**11/12/2024 to 10:00 AM** and End of Bid Submission:- **17/12/2024 up to 03.00 PM**. Date of Opening of Technical Bid:- **19/12/2024** and The Details tender notice along with Tender Documents and others. Forms is available at **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat
Howrah

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref:(i) **529/NIT/SBM-G/TGP/24 DATE: 10-12-2024** BID SUB. CLOSING DT: **17-12-2024 AT 02 PM** Technical bid opening DT **19-12-2024 AT 02 PM Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of Nine (09) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah.** Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http:// etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER No. 395/Hat-1/1st CALL/ e-NIT-12/2024-25

For and on behalf of the Prodhan & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for 2 (Two) Nos. Different works. Last date of submission of Bid up to **18.12.2024 at 11.00 Hrs**. Bid Opening Date(Online): **20.12.2024 at 11.00 Hrs**. For details please visit **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
53/GPW/WBFDC/ 2024-25	**Supply of different materials for maintenance works at MTPS, DVC Mejia.**	**11.12.2024**	**19.12.2024**
54/GPW/WBFDC/ 2024-25			
55/GPW/WBFDC/ 2024-25			

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER No. 396/Hat-1/1st CALL/ e-NIT-13/2024-25

For and on behalf of the Prodhan & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for Construction of PCC Road from Daspara Haribasar to Dibakar Mondal House. Last date of submission of Bid up to **18.12.2024 at 11.00 Hrs**. Bid Opening Date(Online): **20.12.2024 at 11.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 11 & 12 ot 2024-25/PO/BCW/JAL, Dated. 10.12.2024 for supply, delivery & installation of cooking utensils, furniture, drinking water purifier and modernization of kitchen items at Nagrakata Central Hostel for ST Boys' & Malbazar Central Hostel for ST Girls' within Jalpaiguri District. Last date of submission is **18-12-2024 up to 17:00 hours**. For further details, please log-on to **www.wbtenders.gov.i n.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW&TD, Jalpaiguri

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No-(1) 228/SGP/2024-25

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for 9(Nine)Nos. different works. Last date of Submission of Tender **17.12.2024 at 13.00 Hrs**. Time & Date for opening of Technical Bids on **20.12.2024 at 13.00 Hrs**. For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

Office of The
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER No. 394/Hat-1/2nd CALL/ e-NIT-11/2024-25

For and on behalf of the Prodhan & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for 3(three)Nos. Different works. Last date of submission of Bid up to **18.12.2024 at 11.00 Hrs**. Bid Opening Date(Online): **20.12.2024 at 11.00 Hrs.** For details please visit **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, গ্রেফতার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর ঃ গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় স্বামীকে গ্রেফতার করলো রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহাম্মদ ইমরান। প্রসঙ্গত, গত একবছর আগে সামাজিক মতে বিয়ে হয়। তাদের চার মাসের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। এদিন অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়। তদন্তে পুলিস।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- **14/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 20)**
- No. of Work:- 20 (Twenty) nos.
- Last Date of Application:- **18.12.2024 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **20.12.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **24.12.2024 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **24.12.2024 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. **WBMAD/ DKM/CP/e-NIT-95/2024-25 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-108/ 2024-25**. Bid Submission closing date (Online)- **20/12/2024** instated of **09/12/2024** and Bid Submission opening date (Online) **23/12/2024** instated of **11/12/2024**. Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-Chairperson
Dankuni Municipality

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
56/GPW/WBFDC/ 2024-25	**Creation and Maintenance of different type of plantation at different location of RTPS, DVC, Purulia during the Year 2024-25**	**11.12.2024**	**19.12.2024**
57/GPW/WBFDC/ 2024-25			
58/GPW/WBFDC/ 2024-25			

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Excutive Engineer/WS/Central, KMC** invites e-tender for the following work. (Submission of bid through online) **:-**

NIT NO. : KMC/EE/WS/C/MAN/13/B/2024-2025/R1

Name of work **: Development of F.W supply by laying 100 MM Dia. service main at 12/1 Harish Neogy Road and its surrounding areas in Ward No.13.** Estimated Cost **: Rs.4,82,232.73.** Earnest Money **: Rs.9,645.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last date and time of online submission of Bid **: 24.12.2024 at 11 a.m.** Tender will be opened on **: 30.12.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details will be available on and from **14.12.2024 at 11 a.m.** from the website **http://wbtenders.gov.in**

The **Excutive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTGV/115/24-25/BST

Name of work **: Improvement of existing bustee lighting system at Bustee areas of Karunamoyee Ghat Road, Judge Bagan Adiacent, Sodepur 2nd Lane and other different bustee areas in Ward No.115 under Br-XIII, KMC.** Estimated Amount **: Rs.3,69,957.01.** Earnest Money **: Rs.7,400.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTGV/118/24-25/BST

Name of work **: Improvement of existing bustee lighting system at Bustee areas of Banstala Bustee,Dhangar Para Bustee and other different bustee areas in Ward No.118 under Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount **: Rs.3,82,824.04.** Earnest Money **: Rs.7,660.00.** Period of Completion **: 35 days (for Sl.No.1&2).**

3. NIT NO. : KMC/LTGV/122/24-25/BST

Name of work **: Improvement of existing bustee lighting system at Bustee areas of K.K. Road, Aurobinda Pally and other different bustee areas in Ward No.122 under Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount **: Rs.3,78,917.63.** Earnest Money **: Rs.7,580.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last Date & Time of submission of Bid **: 21.12.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on & from **10.12.2024 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Excutive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/West/W72/T-07/2024-25

Name of work **: Restoration of F.W. Supply by replacing of damaged portion of existing service main with installation of controlling valve near 22 Naresh Mitra Sarani, Indira Club, 37 Girish Mukherjee Road etc. and other allied works in Ward No.72.** Estimated Amount **: Rs.2,51,797.00.** Earnest Money **: Rs.5,040.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date of receipt/ opening of Tender (Online) **: 21.12.2024 at 1 p.m./24.12.2024 at 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **: https://etender.wb.nic.in & http://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply)/North, KMC** invites e-tender online in two Bid system for following work :-

E- NIT NO. : KMC/WS/EE/N/W-16/24-25

Name of work **: Development of F.W. supply network by layign 100 MM Dia D.I. main at Goabagan Bustee in Ward No.16.** Estimated Cost **: Rs.1,89,586.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Time of Completion **: 10 days.** Last date and time of submission of Bid **: 22.12.2024 upto 2 p.m.** The tender will be opened on **: 24.12.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.12.2024 after 2 p.m.** from the website **wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :-

1. NIT NO. : EE/GRWW/PH-IV/31/2023-24

Name of work **: Replacement with fitting fixing of 300 MM Valve with accessories for DE sludging system at IPS No.2 with other allied works under WTP-IV, GRWW.** Estimated Amount **: Rs.1,58,629.00.** Earnest Money **: Rs.3,200.00.**

2. NIT NO. : EE/GRWW/PH-IV/07/2023-24 (2nd Call)

Name of work **: Improvement of performance by replacement of nonfunctional parts of draw shutter assembly system for filter waste water gate of filter Bed No.-4B with ancillary works at WTP-IV, GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,86,627.00.** Earnest Money **: Rs.5,750.00.** Period of Completion **: 14 Days (for Sl.No. 1 & 2).**

3. NIT NO. : GRWW/EE/PH.-IV/44/2024-25

Name of work **: Renovation of waste water penstock gate, filled on filter Bed No.8A at WTP-IV, GRWW.** Estimated Amount **: Quotation.** Earnest Money **: 5,850.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 24.12.2024 at 4 p.m./26.12.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: http://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Ex. Engg. (E)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/582

Name of work **: Improvement of bustee lighting system at Mahair Ali Lane Bustee and other differetn areas in Ward No.57.** Estimated Amount **: Rs.3,67,749.00.** Earnest Money **: Rs.7,400.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/584

Name of work **: Supply & delivery of LED fittings for E.M. Bypass (From Chingrighata to VIP Bazar) under Br.-VII.** Estimated Amount **: Rs.4,92,296.00.** Earnest Money **: Rs.9,900.00.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/578

Name of work **: Supply & delivery of decorative fittings and cables at Ballygunge Place, Cornfield Road in Ward No.68, under Br.-VIII.** Estimated Amount **: Rs.1,98,644.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/579

Name of work **: Supply & delivery of flood light LED fittings for Mini Mast & High Mast in Ward No.68, Br.-VIII.** Estimated Amount **: Rs.3,92,935.00.** Earnest Money **: Rs.7,900.00.** Period of Completion **: 30 Days (for Sl.No.1 to 4).** Last Date and Time of submission of Bid **: 21.12.2024 at 12 noon (for Sl.No.1 to 4).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **: 21.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The **Dy.C.E.(E)/WS/IGWTP, KMC** invites e-tender for the following works. (Submission of Bid through online).

1. NIeT NO. : KMC/IGWTP/250/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Repairing of the roof of the police barrack at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.2,91,131.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

2. NIeT NO. : KMC/IGWTP/259/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Restoration of the down pipe and surrounding plinth protection areas under the A-Type Qtr No.A-9 to A-16 at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.4,94,013.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Time of Completion **: 45 Days (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIeT NO. : KMC/IGWTP/252/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Repairing of flow controal arrangement with structural cover of water collection chamber connected with R.G. Bed No.21 & 23 at 60 MGD Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.2,75,070.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

4. NIeT NO. : KMC/IGWTP/256/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Restoration of the delivery valve PIT and its structural platform of HT Pump No.3 at Intake Station No.2, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.2,50,632.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 30 Days (for Sl.No.3 & 4).**

5. NIeT NO. : KMC/IGWTP/251-2ND/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Maintenance of the 1st Point HT Power receiving switch room and adjacent lavatory beside Gate No.3 under IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.2,61,505.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Time of Completion **: 100 Days.**

6. NIeT NO. : KMC/IGWTP/253/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Restoration of the retaining wall premises and drain pockets along the eastern alignment of the new series SSBF Units at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.1,66,848.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

7. NIeT NO. : KMC/IGWTP/254/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Restoration of the waste sand stackyard and aligned surface drain along the extension series SSBF Units beside Gate No.2, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.1,83,210.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Time of Completion **: 90 days (for Sl.No.6 & 7).**

8. NIeT NO. : KMC/IGWTP/255/24-25, DT.09/12/2024

Name of work **: Maintenance of the Premises of HT Pump-Motor No.4 with its valve chamber, switchgear floors, transformer rooms at pressure Station No.2, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC) **: Rs.4,86,743.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Time of Completion **: 300 days.** Cost of Teder & Tender Documents **: NIL (for Sl.No.1 to 8).** Last Date & Time of Online Submission of Tender **: 31.12.2024 upto 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 8).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 8).** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(for Sl.No.1 to 8).**

The **Excutive Engineer (E)/LTG./Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/239/24-25

Name of work **: Development of street lighting arrangement at L Block adjacent area in Ward No.81, Br.-X.** Estimated Amount **: Rs.2,49,644.37.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/231/24-25

Name of work **: Installation of decorative LED Glow Sign Board at Sunny Park adjacent area in Ward No.81, Br.-X.** Estimated Amount **: Rs.1,98,830.62.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/208/24-25

Name of work **: Repairing of street lighting arrangement at T.C. Road,Chetla Road and Bankim Mukherjee Sarani adjacent areas in Ward No.81, Br.-X.** Estimated Amount **: Rs.2,48,760.07.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 20 Days (for Sl.No.1 to 3).** Last Date and time of Completion of Bid **: 21.12.2024 upto 12 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The Bid form and other details are available on and from **11.12.2024 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/234/24-25

Name of work **: Supply and delivery of LED fittings at Ashok Nagar on NSC Bose Road areas under Br.-X.** Estimated Amount **: Rs.2,95,002.96.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 10 Days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 20.12.2024 upto 12 noon .** The Bid form and other details are available on and from **10.12.2024 from 2 p.m.**

5. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/206/24-25

Name of work **: Improvement of lighting arrangement at Ghosh Para and beside Patuli Math at Ward No.101, Br.-XII.** Estimated Amount **: Rs.1,97,503.44.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.**

6. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/225/24-25

Name of work **: Shifting of street lighting pole at RR Plot in Ward No.108, Br.-XII.** Estimated Amount **: Rs.3,35,600.78.** Earnest Money **: Rs.6,800.00.** Period of Completion **: 25 Days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 20.12.2024 upto 3 p.m. (for Sl.No. 5 & 6).** The Bid forms and other details are available on and from **10.12.2024 from 2 p.m. (for Sl.No.5 & 6).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 6).**

The **D.G.(Electrical), KMC** invites e-tender online percentage rate two Bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/224/24-25

Name of work **: Repairing of slot cover and earthing arrangements at Patuli and surrounding areas in Ward No.101, Br.-XII.** Estimated Amount **: Rs.1,98,643.77.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 18.12.2024 upto 3 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **09.12.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1026/ 24-25

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ত্বকে জেল্লা আনতে ট্রাই করুন ডিমের ফেসপ্যাক, রইল টিপস্

রূপচর্চায় ডিম ব্যবহার নতুন নয়। তবে মূলত, চুলের যত্নেই ডিম ব্যবহার করতে দেখা যায় বেশি। কিন্তু রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিমের কুসুম কিন্তু ত্বক ঝকঝকে করতে দারুণ কাজে লাগে। রইল এমনই কিছু ডিম দিয়ে তৈরি ফেসপ্যাকের রেসিপি।

১) শুষ্ক ত্বকের জন্য প্রথমে একটি ডিম নিয়ে তার থেকে কুসুম আলাদা করে নিন। এবার এই কুসুমটির সঙ্গে এক চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। মুখে ভালো করে ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে ফেলে এই প্যাকটি মুখে লাগিয়ে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট বাদে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি শুষ্ক ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে।

২) মুখের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা হল ব্ল্যাকহেডেস। এরজন্য একটি ডিমের কুসুমকে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এরপর তা ব্রাশে করে নাকের চারপাশে লাগিয়ে নিন। এরপর একটি টিসু পেপার লাগিয়ে নিন নাকের উপর। ডিমের প্রথম লেয়ারটি শুকিয়ে গেলে আরেকটি লেয়ার লাগিয়ে নিন। এরপর শুকিয়ে গেলে কাগজ গুলিকে টেনে তুলে ফেলুন। দেখবেন কাগজের সঙ্গে ব্ল্যাকহেডসও উঠে আসবে।

৩) তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণ হওয়ার প্রবল সম্ভবনা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে একটি ডিমের কুসুম, এক চামচ মধু এবং এক চামচ বাদাম তেল নিয়ে তা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর ত্বকে প্যাকটি ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

৪) ত্বক উজ্জ্বল রাখতে একটি ডিমের কুসুম, এক চামচ ঘন ক্রিম এবং এক চামচ গাজরের রস মিশিয়ে একটি প্যাক বানিয়ে নিন। এবার এই প্যাকটি ত্বকে লাগিয়ে ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে কুসুম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে।

পুরুষদের ত্বকের সমস্যা, কি করবেন, রইল কিছু টিপস

পুজোয় বের হওয়ার প্ল্যান। কীভাবে সাজবেন, কী পরবেন, তা হয়তো ছকে নিয়েছেন। তবে অন্যান্য গ্রুমিংয়ের ব্যাপারটাও নজরে রাখুন। আর ছেলেদের গ্রুমিং মানেই প্রথমে আসে সেভিং। সেভিং করার সময় কয়েকটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার। তাহলেই পুজোতে হয়ে উঠবেন হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ড।

১) দাড়ি কাটার আগে কিছু সাধারণ প্রস্তুতি নিন। ত্বক যাতে দাড়ি কাটার সময়ে কোমল ও আর্দ্র থাকে, তার জন্য একটি ঘন ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরি। দাড়ি কাটার ঘণ্টা ৬ আগে ভাল ভাবে ময়শ্চারাইজার মাখুন।

২) দাড়ি খুব লম্বা হয়ে গেলে প্রথমেই ব্লেড চালাবেন না। বরং আগে কাঁচি দিয়ে কিছুটা ছেঁটে নিন। তা হলে বার বার এক জায়গায় ব্লেড চালাতে হবে না। ত্বকের উপর কম চাপ পড়বে।

৩) সব সময়ে খেয়াল করা জরুরি, কোন দিকে ব্লেড চালাচ্ছেন। দাড়ি যে দিকে বাড়ছে, তার উল্টো দিকে কখনও ব্লেড চালাবেন না। তাতে ত্বকের উপর বেশি চাপ পড়ে। জ্বালাও করবে বেশি।

৪) দাড়ি কামানোর জন্য কোনও ঘন শেভিং ক্রিম ব্যবহার করুন। এমন কিছু ব্যবহার করবেন যা ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করবে।

৫) শেভিংয়ের পর অবশ্যই অ্যালোভেরা জেল মুখে মেখে নিন। তারপর কিছুক্ষণ রেখে ফেসওয়াস দিয়ে ধুয়ে নিন। দেখবেন এতে জ্বালা দূর হবে।

৬) শেভিংয়ের পর মুখে, ভালো করে বরফ মিশিয়ে নিন। দেখবেন এতে উপকার পাবেন।

৭) দাড়ি কামানোর পর সঙ্গে সঙ্গে আফ্টার শেভ লোশন ব্যবহার করুন। কিছু ক্ষণ পর আবার ময়শ্চারাইজার লাগান।

৮) একটা পাত্রে কিছু পরিমাণ ঠান্ডা জল নিন। তার মধ্যে মিশিয়ে দিন গুঁড়ো হলুদ। দাড়ি কাটার পর সেই জল দিয়েই মুখ ধুয়ে নিন। দেখবেন সমস্যার সমাধান হবে।

কেমিকেলে ভয়, বাড়িতেই তৈরি করে ফেলুন কন্ডিশনার

ত্বকের তো যত্ন নিতে হবে। তার সঙ্গে চুলেরও। এর জন্য যে সব সময় বাজার চলতি হেয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে তা নয়। আপনার চারপাশে এমন কিছু প্রাকৃতিক তথা ঘরোয়া উপাদান রয়েছে যা দিয়ে সহজেই ন্যাচরাল কন্ডিশনার তৈরি করে নিতে পারবেন। তাতে যেমন রাসায়নিকের ভয় নেই, তেমনই অতিরিক্ত টাকা খরচ হওয়ার চিন্তাও করতে হবে না।

একটি কলার সঙ্গে তিন টেবিল চামচ মধু, তিন টেবিল চামচ দুধ, তিন টেবিল চামচ অলিভ অয়েল এবং একটি ডিম ভালো করে মিশিয়ে নিন একেবারে পেস্টের মতো করে। ১৫ থেকে ৩০ মিনিট চুলে লাগিয়ে রাখবেন তারপর ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন। তাহলেই টের পাবেন উপকার।

ভিনিগার ও ডিমের কন্ডিশনার -দুই কিংবা তিনটে ডিমের সঙ্গে এক টেবিল চামচ ভিনিগার, ২ চা চামচ লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। তার পর তাতে দেড় চা চামচ অলিভ অয়েল, ১ টেবিল চামচ মধু দিয়ে আবার মিশিয়ে নেবেন। মিশ্রণটি ১০ থেকে ১৫ মিনিট চুলে লাগিয়ে রেখে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে চুল তো মসৃণ হয়ই হেয়ার ফলও বন্ধ হয়। নারকেল ও মধুর কন্ডিশনার-এক টেবিল চামচ নারকেলের তেল নিয়ে তাতে এক টেবিল চামচ মধু, এক টেবিল চামচ লেবুর রস, ২ টেবিল চামচ দই, ১ চা চামচ গোলাপ জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। তার পর শ্যাম্পু করা চুলে দিয়ে ১০-১৫ মিনিট রাখার পর ধুয়ে ফেলবেন। নারকেলের তেল চুলের গোড়া ভালো রাখে।

দইয়ের কন্ডিশনার-বাটিতে একটি ডিম নিয়ে ফেটিয়ে নিন। তাতে ছয় টেবিল চামচ দই মেশান। ১৫ থেকে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। দইয়ের প্রোটিন এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড চুলের পক্ষে ভালো।

সিঁদুরের গুরুত্ব কিন্তু কোথাও কম নয়
ভেজা চুলে সিঁদুর পরছেন কি, সাবধান হোন

সিনেমা হোক বা বাস্তব জীবন, সিঁদুরের গুরুত্ব কিন্তু কোথাও কম নয়। বিশেষ করে বিবাহিত

মহিলাদের জীবনে। বিবাহিত প্রায় প্রত্যেক মহিলাই সিঁদুর পরেন। তাঁদের অনেকে মনে করেন স্বামীর মঙ্গলকামনায় সিঁদুর পরা বাধ্যতামূলক। তাই সিঁদুর পরা মিস করা কার্যত অসম্ভব বলেই তাঁরা ভাবেন। স্নান করে ওঠার পর ভেজা চুলেই অনেকে সিঁদুর পরে নেন সিঁথিতে। আপনিও কি তাঁদেরই দলে? তাহলে সাবধান। বাস্তুশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের মত, ভেজা চুলে সিঁদুর পরা একদম উচিত নয়। বাস্তু মতে মনে করা হয়, স্নান সারার পর বা চুল ধোয়ার পর সেই ভেজা চুলে সিঁদুর পরা ভালো নয়। ভেজা চুলে সিঁদুর পরলে তার কুপ্রভাব পরিবারের উপর পড়ে। বড়সড় সর্বনাশ হতে পারে। গেরস্থালির সুখ ও শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। আগে সিঁদুর তৈরির জন্য লেবু, হলুদ ও অন্যান্য ভেষজ সামগ্রী ব্যবহার করা হত। কিন্তু হালফিলের যুগে রাসায়নিক ব্যবহার বেড়েছে। বাজার থেকে কেনা সিঁদুরই বিবাহিত মহিলাদের ভরসা। কিন্তু কোনটা ভালো আর কোনও মন্দ তা বোঝা সবসময় সম্ভব হয়না। সিঁদুরে ক্ষতিকারক উপাদান থাকতেই পারে। ভেজা চুলে তা দেওয়া হলে তো মাথায় থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শ্যাম্পু নিয়েও নানা কথা প্রচলিত রয়েছে। বহু বিবাহিত মহিলা মনে করেন মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার মাথায় শ্যাম্পু করা অনুচিত। এমনকী তাঁরা একাদশী কিংবা পূর্ণিমাতেও শ্যাম্পু করেন না। আবার কেউ কেউ যেমন দশমীতে সিঁদুরখেলার পর শ্যাম্পু করেন না। বিশ্বাস করেন, শ্যাম্পু করে সিঁদুর পুরোপুরিভাবে ধুয়ে গেলে স্বামী-সহ পরিবারের অকল্যাণ হয়। বিবাহিতরা শাঁখা ও পলা খোলা কিংবা পরার ক্ষেত্রেও নানা নিয়ম মানেন। সংসারের মঙ্গলের কথা ভেবেই এসব করেন তাঁরা। তবে শাঁখার মান দেখেই তা কেনা উচিত। কোনও কালো দাগ বা ঘষার দাগ যেন না থাকে তাতে। হালকা বা খুব সরু শাঁখা না কেনাই ভালো। আবার খাঁটি পলা নাকি শরীরের জন্যও খুব ভালো।

বাংলাদেশের যুদ্ধজিগিরকে আরও উস্কে তুললে ময়দানে পাকিস্তান!

১০ ডিসেম্বর ঃ সোনা গিয়েছে, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশকে পরমাণু বোমা দিয়ে সাহায্য করতে পারে পাকিস্তান! প্রতিবেশী

পাকিস্তানের মাটি থেকে এমনই আশ্বাস নাকি শুনতে পাওয়া গিয়েছে। আর এই ছড়ানো হচ্ছে বাংলাদেশি কট্টরপন্থীদের তরফে। ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জঙ্গিদের লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যেই পাক ধর্মগুরুর বার্তা প্রকাশ্যে এসেছে। যাকে কেন্দ্র করে শোরগোল শুরু হয়েছে বলে খবর মিলেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, হাসিনা বিদায়ের পর ইউনুসের বাংলাদেশে ধর্মান্ধদের আস্ফালন শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সখ্যতা যে নতুন করে বেড়ে উঠেছে সে ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। শোনা যাচ্ছিল, ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদি কার্যকলাপ বাড়িয়ে তুলতে বাংলাদেশকে হাতিয়ার করছে পাকিস্তান। ফলে প্রতিবেশী দেশি ভারতবিরোধী আস্ফালন চরম আকার নিয়েছে জঙ্গিদের সেই আস্ফালনে এবার ইন্ধন জোগাতে শুরু করল পাকিস্তান। যুদ্ধের জিগির উস্কে পাকিস্তানের এক কট্টরপন্থী ধর্মগুরুকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'বাংলাদেশের ভাইদের বলছি, পাকিস্তানের পরমাণু বোমাও তোমাদের। কেউ চোখ তুলে দেখলে চোখ উপড়ে নেব, হাত তুললে হাত ভেঙে দেব।' গত কয়েকদিনে লাগাতার ভারত বিরোধী মন্তব্য শোনা গিয়েছে বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনা প্রধান ও ধর্মগুরুদের মুখে। কখনও কলকাতা-সহ উত্তর-পূর্ব ভারত দখলের হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধানরা। শুধু তাই নয়, বিশ্বের একাধিক দেশে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরি এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। ভারতজুড় 'সন্ত্রাস তৈরির বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে রাজধানী ঢাকায় লিফলেটও বিলি করে হিজবুত তাহরি। যেখানে ভারত বিদ্বেষ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদের বার্তা দেওয়া হয়। এহেন পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতার আগুনে ঘি ঢালতে তৎপর হয়েছে পাকিস্তান। হিংসা ও মৌলবাদ আরও ছড়িয়ে দিতে পাকিস্তান থেকে আসছে ভারত বিরোধী একের পর এক উস্কানিমূলক হুমকি বার্তা। ভারত তার উত্তরে কি করে বা বলে তা দেখার।

অস্তিত্ব-সংকটে লোয়ার অসমের মানুষ, আসু উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল

গোয়ালপাড়া (অসম), ১০ ডিসেম্বর ঃ লোয়ার অসমের মানুষ এখন অস্তিত্বের সংকটে। নিরাপত্তাহীন খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জনসাধারণ, বলেছেন রাজ্যের প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য। অসম আন্দোলনে ৮৫৭ শহিদকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর শহিদ দিবস পালন করা হয়। সে অনুযায়ী গোয়ালপাড়া জেলার বগুয়ানে আজ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয়ভাবে শহিদ দিবস পালন করেছে আসু। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসু-র কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবর্গ সহ বহুজন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে আসু-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য লোয়ার অসমের পরিবর্তিত জনসং খ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতি শিগগির সিল করতে হবে। অসম এখন মৌলবাদীর ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণের দাবি আমরা বহুদিন ধরে করে আসছিলাম। অবশেষে সরকার তা কার্যকর করেছে।' সমুজ্জ্বল বলেন, 'অসমের মানুষ এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছেন। নিরাপত্তাহীন খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জনসাধারণ। গোয়ালপাড়ার মাটিয়ায় ৬০-উর্ধ্ব এক মাকে ধর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করে কতটা নিরাপত্তাহীন খিলঞ্জিয়ারা। এছাড়া বেশ কয়েকটি বিধানসভা ও লোকসভা আসনে আজ নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত পাঠাতে পারেননি ভূমিপুত্ররা। এটা আমাদের সকলের কাছে দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পার্সেল অফিসগুলিতে পেমেন্টের জন্য কিউআর ডিভাইস চালু করা হল

মালিগাঁও, ১০ ডিসেম্বর ঃ পার্সেল সেগমেন্টে রেলওয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে এবং পার্সেল পরিবহণকারীদের জন্য সহজে ব্যবসা করার সুবিধা দিতে ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে পার্সেল অফিসগুলিতে ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত পার্সেল সেগমেন্টে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৪৬.৫ শতাংশ ডিজিটাল পেমেন্ট শেয়ার অর্জন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবগুলি পার্সেল অফিসে পর্যায়ক্রমিকভাবে ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিজিটাল পেমেন্ট সক্রিয় করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ির পার্সেল অফিসে পয়েন্ট অব সেলের (পিওএস) মাধ্যমে পেমেন্টের সুবিধা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি ও গুয়াহাটি পার্সেল অফিসে কিউআর কোড পেমেঃট সুবিধা চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল

পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করার পর থেকে বিভিন্ন ডিজিটাল গেটওয়ের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিভিশনগুলি ধীরে ধীরে পার্সেল ট্রাফিক বুকিঙের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শন করে আসছে। ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ অনুযায়ী পার্সেল বুকিঙের ক্ষেত্রে রঙিয়া ডিভিশন ৮৫.৬ শতাংশ, কাটিহার ডিভিশন ৮৩.৬ শতাংশ এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ৬৩.৯ শতাংশ ডিজিটাল পেমেন্ট পঞ্জীয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। পার্সেল বুকিঙের সময় কার্ড, ইন্টারনেট বেংকিং, পিওএস-এর মাধ্যমে কিউআর কোড এবং কিউআরডি-এর মাধ্যমে কিউআর কোড ইত্যাদির দ্বারা পেমেন্ট করা যাবে, এর ফলে নগদবিহীন লেনদেন সক্রিয় হয়ে উঠছে। রেলের দ্বারা পণ্যসামগ্রীর পরিবহণ রোডওয়ের তুলনায় সস্তা ও দ্রুত এবং পরিবহণের এটিই সবচেয়ে পরিবেশ-অনুকূল পদ্ধতি। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আশা করা হয়েছে যে রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও স্কিম পার্সেল ট্রেনভ্যানের মাধ্যমে সামগ্রী পরিবহণ করার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও অ্যাগ্রিগেটরদের বৃহ পরিমাণে সাহায্য করবে।

চিন্ময় দাসের মুক্তি চেয়ে গীতা পাঠের আহ্বান

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর ঃ বুধবার মন্দিরে মন্দিরে চিন্ময় দাসের মুক্তি চেয়ে গীতা পাঠের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট। সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে জোটের তরফে এই নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এই সঙ্গে জোট বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষায় এবার রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য চাইল। বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের কাছে চিন্ময় মহারাজের মুক্তির দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে, মুখে কালো কাপড় বেঁধে সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্টের আর্জি জানিয়েছে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট।

অভিযোগ, মূলত গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়েছে পদ্মাপারে। জামিন পাননি বাংলাদেশের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস। মূলত, একমাস পিছিয়ে গিয়েছে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিন-মামলার শুনানি।কেন আইনজীবীর ব্যবস্থা করতে পারল না বাংলাদেশ সরকার? বিনা বিচারে জেলে রাখারা চক্রান্ত? প্রশ্ন উঠছে।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড

নৈনিতাল, ১০ ডিসেম্বর ঃ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ পেয়েছে নৈনিতাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড। নৈনিতাল ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা নিখিল মোহন মুম্বইয়ের 'দ্য ক্লাব'-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। জানা গেছে যে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিভাগে এই পুরস্কার পেয়েছে ব্যাঙ্কটি। ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা জানান, এই পুরস্কার সমাজের প্রতি তাঁদের পরিশ্রম ও অঙ্গীকারের প্রতীক। এই পুরস্কার শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের জন্যই নয়, সামগ্রিকভাবে ওই অঞ্চলের জন্যও গর্বের মুহূর্ত বলে জানানো হয়েছে ব্যাঙ্কের তরফে।

রোহিঙ্গাদের জল ও বিদ্যুৎ প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব ঃ ফারুক আব্দুল্লাহ

কাঠুয়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের দায়িত্ব হল এই অঞ্চলে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জল ও বিদ্যুতের মতো মৌলিক সুবিধা প্রদান করা। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় সাংবাদিদের মুখোমুখি হয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, ভারত সরকার এখানে উদ্বাস্তুদের নিয়ে এসেছে। আমরা তাঁদের নিয়ে আসিনি। তাঁরা এখানে বসতি স্থাপন করেছেন এবং যতদিন তারা এখানে থাকবেন ততদিন তাদের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা আমাদের কর্তব্য। এটা আমাদের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, একদিন আগেই জম্মু শহরে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের বসতি স্থাপনকে একটি বড় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছে বিজেপি। পাশাপাশি জড়িতদের চিহ্নিত করার জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়। তারপর দিনই ফারুক বললেন, রোহিঙ্গাদের জল ও বিদ্যুৎ প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব।

জয় বাংলা' আর জাতীয় স্লোগান নয়, হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর ঃ 'জয় বাংলা', বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান 'জয় বাংলা'ই, হাইকোর্টের এই রায়ের ওপর আজ মঙ্গলবার স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে অন্তর্বর্তী সরকারের লিভ টু আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছে। এর আগে 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করেছিল রাষ্ট্রপক্ষ। গত ২ ডিসেম্বর এ তথ্য জানিয়েছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক। ২০২০ সালের ১০ মার্চ 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে রায় দেন বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ। ২০১৭ সালের ৪ ডিসেম্বর ওই রিটের শুনানি নিয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট। আবেদনের শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। তিনি বলেন, 'আপিল বিভাগের এই আদেশের ফলে 'জয় বাংলা' আর জাতীয় স্লোগান হিসেবে বিবেচিত হবে না।' পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা।

নতুন মানসিক স্বাস্থ্য মিশন আনতে কাজ করছে সরকারঃ ডঃ ভি কে পল

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ নতুন মানসিক স্বাস্থ্য মিশন আনতে কাজ করছে ভারত সরকার, মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি কে পল।মঙ্গলবার বিকেলে নতুন দিল্লিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত মানসিক সুস্থতা শ্রেণীকক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেস নেভিগেট করা বিষয়ক একটি জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ পল বলেন, এই বিষয়ে মন্ত্রক, নীতি আয়োগ এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার। নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি কে পল বলেছেন, ৮১ শতাংশ শিক্ষার্থীর পড়াশোনা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগ রয়েছে। তিনি বলেন, কম ঘুমের সময় সমাজে একটি নীরব প্রাদুর্ভাব যা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন, সমস্যার আকার এতই বিশাল যে এর জন্য সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।

হারিয়ে যাওয়া কার্টুন বক্সটি একটি মেট্রো কমিউটারে ফিরে এসেছে

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ ০৯.১২.২০২৪ তারিখে প্রায় ১০,১৫ টায়, শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনে নিযুক্ত একজন অন-ডিউটি RPF কর্মীরা নিয়মিত টহল চালানোর সময় প্ল্যাটফর্মের বসার চেয়ারের কাছে পড়ে থাকা একটি দাবিহীন কার্টুন বক্স উদ্ধার করে এবং স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেয়। স্টেশন কার্টুনের বাক্সটি খোলার পর তাতে কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে কার্টুন বক্সের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। প্রায় ১০,২৮ ঘন্টার কিছু পরে, একজন যাত্রী সহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধারকৃত কার্টুন বাক্স এবং এতে থাকা জিনিসগুলির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, কার্টুন বাক্সটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো কার্টুন বক্স ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

Name Change

I, Anjela Roy (old name) wife of Abhishek Purohit, residing at Jamuna Point Apartment Flat no.106 Block B Chiriya More NarayanPur Road Kaikhali Kolkata - 700052, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Angela Roy Purohit (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 10/12/2024. Angela Roy Purohit (new name) and Anjela Roy (old name) both are same and identical person.

Name Change

I MOHAMMAD ABDUL OHAB (old name), S/O MD JAKARIA, R/O VILL-RAUTARA PO-PURANAGRAM, PS-MD BAZAR, BIRBHUM, 731132, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABDUL OHAB (new name), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2024, THAT MOHAMMAD ABDUL OHAB (old name) AND MD ABDUL OHAB (new name) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Akhter Ali (old name) son of Mohammed Islam, residing at T-253, GARDEN REACH ROAD, PO-BADARTALA, KOLKATA -700044, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Akhtar Ali (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 10/12/2024. Akhtar Ali (new name) and Akhter Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Tarun Paul (old name) son of Late Sashi Bhusan Paul, residing at 1/23, Neli Nagar, P.O.- Haltu, P.S.- Garfa, Kolkata- 700078, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tarun Kanti Paul (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 09/12/2024. Tarun Kanti Paul (new name) and Tarun Paul (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shamsad Ansari Mohammed (old name) son of Abdul Rashid Ansari, residing at 3,SAMBHU CHATTERJEE STREET POBARABAZAR, KOLKATA, Kolkata, 700007, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shamsad Ansari (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 10/12/2024. Md Shamsad Ansari (new name) and Shamsad Ansari Mohammed (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Zeenat Shamsad (old name) wife of Md Shamsad Ansari, residing at 3,SAMBHU CHATTERJEE STREET POBARABAZAR, KOLKATA, Kolkata, 700007, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Zeenat Almas (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 10/12/2024. Zeenat Almas (new name) and Zeenat Shamsad (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Usha Patra (old name) wife of Mukunda Patra, residing at 30/31/3, Baruipara 1st bye Lane, P.S.- Chatterjeehat, P.O.- Santragachi, Dist.- Howrah, Pin- 711104, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Usha Rani Patra (new name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah, dated 05/02/2018. Usha Rani Patra (new name) and Usha Patra (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, NIANJAN BASAK, S/O-Late Dipendranath Basak residing at Vill.Gopinathpur, Moddhopara, P.O. Nasratpur, P.S.-Purbasthali, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713519 have changed my name and shall henceforth be known as NIRANJAN BASAK as declared before the Notary Public at Nabadwip Court, Dist-Nadia vide affidavit No. 189 dated 30.11.24. NIANJAN BASAK and NIRANJAN BASAK both are same and identical person.

Name Change

I, Tazin Khan W/o Mohammed Tarique Khan residing at 37, Dent Mission Road, P.O- Khiddirpore, PS- Ekbalpore, Kolkata –PIN-700023 WB, in my International Passport being No. K4510192 my husband's Name has been recorded as M ohammed Tarique inplace of his actual Name Mohammed Tarique Khan. That Mohammed Tarique and Mohammed Tarique Khan both are same and one identical person i.e., my Husband vide affidavit no. 77811 dated 09.12.2024 before 1st Class Judicial Magistrate Alipore.

Name Change

I, Hashna Bibi mother of No 15163221H LHav(Gnr) Md Billal SK resident of vill and P.O-Barachand Ghar, Tehsil-Krishnanagar, District-Nadia, State West Bengal, Pin-741156 have changed my name from Hashna Bibi to Hasna Sekh vide affidavit date 29.10.24 before the Ld Judicial Magistrate (1st class) at Alipore, Kolkata.

Name Change

I, Rahima Bibi (Old Name) W/o Md Isa Residing at Vill+P.o - Takipur, P.s - Hasnabad, Vtc - Takipur, District - 24 Pgs(N),Pin- 743429 W.B. India shall henceforth be known as Rohima Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-12-2024. Rahima Bibi (Old Name) and Rohima Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Narayan Chandra Das S/o Gobardhan Das Residing at Namkhana, P.o - Shibrampur, P.s - Namkhana, District - 24 Pgs(S) Pin- 743357 West Bengal India shall henceforth be known as Narayan Das. I declare that Narayan Chandra Das and Narayan Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-12-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি Ishita Chanda (পুরাতন নাম) স্বামী Tapas Chanda পিতা Netai Chandra Das ঠিকানা Kodalia, P.o - Bandel, District-Hooghly, Pin- 712123, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 10-12-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Purnima Chanda (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Purnima Chanda (নতুন নাম) Ishita Chanda (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Raju Sen Nicholas (পুরাতন নাম) পিতা Amulsan Nicholas ঠিকানা Vill P.o - Chhoygharia,P.s-Petropole,District-24 Pgs(N),Pin-743235,West Bengal India Additional Chief Magistrate (First Class) at Bongaon North 24 Parganas Dated 03-05-2024 এর Affidavit no 3138 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Raju Amulsan Nicholas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Raju Amulsan Nicholas (নতুন নাম) ও Raju Sen Nicholas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি শ্রীমতী সুনিতা চক্রবর্ত্তী ওরফে সুমিতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী-অধুনা মৃত অনন্ত মোহন চক্রবর্ত্তী ঠিকানা-৪১৫৩২, যতীনদাস নগর, কামারহাটি(এম), পোঃ থানা-বেলঘরিয়া, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৬ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ Affidavit দ্বারা ঝুনু চক্রবর্ত্তী- নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No ৪২০০৯৪ Dated ০৫.১২.২০২৪ দ্বারা ঝুনু চক্রবর্ত্তী ,সুমিতা চক্রবর্ত্তী ও সুনিতা চক্রবর্ত্তী একই ব্যক্তি।

শীত পড়তেই পর্যটকদের ঢল পুরুলিয়ায়

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ ডাকছে পাহাড়, ডাকছে জঙ্গল। যথারীতি শীত পড়তেই উড়ু-উড়ু মন বাঙালির। ওদিকে সেই সব উড়ু-উড়ু মনের মানুষের একটা বড় অংশ ভিড়ও জমাচ্ছেন একটি অতি-চেনা ও বহু-চর্চিত স্পটে-- পুরুলিয়ায়। শীতের মরসুমের শুরুতেই এবার পুরুলিয়ায় নেমেছে পর্যটকদের ঢল। জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা এবং ভিন রাজ্য থেকেও দলে-দলে পুরুলিয়ামুখী হচ্ছেন পর্যটকেরা। সারা বছরের মধ্যে এই শীতের মরসুমটুকুর অপেক্ষাতেই যেন থাকেন শীতপ্রেমী তথা ভ্রমণপ্রেমী মানুষজন। পুরুলিয়া জেলার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রিতে নামতেই কনকনে শীতের আমেজ সেখানে। সেই আমেজের মধ্য দিয়েই পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা পুরুলিয়ার অন্যতম পর্যটনস্থল অযোধ্যা পাহাড়েও হাজির পর্যটকেরা। অযোধ্যা পাহাড়ের আপার ড্যাম, লোয়ার ড্যাম, মারবেল লেক, উসুল ডুংরি, পাখিপাহাড়-সহ বিভিন্ন স্পটে ভিড় জমাচ্ছেন তাঁরা। আবার শহর- পুরুলিয়া থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের প্রতিটি হোটেলে পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা। ফলে ফুলেফেঁপে উঠেছে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত যানবাহনের মালিকেরাও। ওদিকে পাহাড়ের রাস্তাঘাট, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখে খুশি ভ্রমণপিপাসুরা। কুয়াশার চাদরে মোড়া সবুজ অরণ্যে ঘেরা অযোধ্যা পাহাড়ের মনোরম শীতল পরিবেশ উপভোগ করছেন সকলেই। এতে সাধারণ মানুষের, পাশাপাশি পর্যটকদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেজন্য অযোধ্যা পাহাড়ের প্রতিটি স্পটে মোতায়েন রয়েছে পুলিস। পর্যটনস্থানগুলিতে পর্যটকদের সুবিধার্থে থাকছে পানীয়জলের ব্যবস্থা। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখা হচ্ছে বলে জানান পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো।

ঘন কুয়াশার জেরে বাগডোগরায় অবতরণ করেনি বিমান, দুর্ভোগে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জেরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ওঠানামা করেনি বিমান। ফলে দুর্ভোগে পড়েন বিমান যাত্রীরা। এদিন সকাল থেকে যাত্রীদের ভিড়ে নাজেহাল অবস্থা বিমানবন্দরে। জানা গেছে, এদিন সকালে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কম ছিল। বাগডোগরা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১০টি বিমান অবতরণ করেনি বিমানবন্দরে।

Puncha Gram Panchayat
Vill & P.O-Puncha, Dist.-Purulia (W.B.),Pin-723151
Notice Inviting E-Tender no-PGP/NIT(e)-05/2024-25, Date: 10.12.2024
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 8 (Eight) nos. similar nature of works. Date of sale of tender form on any working day from **11.12.2024 6.00 pm to 18.12.2024 12.00 p.m.** Last date of dropping of e-tender document on or before **18.12.2024 up to 12.00 pm.** Date of opening of tender **20.12.2024 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Puncha Gram Panchayat

DIMDIHA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Dimdiha P.O.-Dimdiha, Dist.-PURULIA (W.B), Pin.-723103
e-mail:gp.dimdiha@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER No. DGP/15CFC/NIeT-05/24-25
Pradhan Dimdiha Gram Panchayat P.S. Purulia-I, Dist: Purulia inviting e-tender for 14 (Fourteen) Nos. different works. Bid Submission closing (Online) **21.12.2024 5.00 PM**. Bid opening date for Technical Proposals (Online): **24.12.2024 at 11:00 AM.** For details visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dimdiha Gram Panchayat

e- Tender invitation of Srinagar Gram Panchayat under Kakdwip Block, Nit no. **SNGP/NIT/-07(e) /2024-25** dated 09/12/2024 Publishing & Last date of submission **20/12/2024 up to 10 am** & Opening date **23/12/2024** in website.**www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Srinagar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ কর্তৃক যথাযথ অনুমোদনযোগ্য নিয়ম এবং শর্তাবলী অনুযায়ী আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in -এ ২৬.১১.২০২৪ তারিখে পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ইলেক্ট্রি-ওটি-১১৬০-২০২৪-২৫ সম্পর্কিত বন্ধের তারিখ সম্প্রসারণের জন্য সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ১৯.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর পরিবর্তে **৩১.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো** পড়তে হবে। অন্যান্য সকল টেন্ডার তথ্যাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
SDAH-269/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নদীয়ার শান্তিপুরে দুর্ঘটনায় মৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ ঘন কুয়াশার জেরে পথ দুর্ঘটনা। আর সেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল তিনজনের। মঙ্গলবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার শান্তিপুরের বাইপাস এলাকায়। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে শান্তিপুরে জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে ধাক্কা মারে একটি সবজি বোঝাই গাড়ি। সেই গাড়িতেই ছিলেন তিনজন ব্যক্তি। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পাওয়ার পর দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে নদীয়া জেলার গোবিন্দপুর কালীবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম শঙ্কর রায় (৪৫)। তিনি গোবিন্দপুর বিবেকানন্দ নগরের বাসিন্দা ছিলেন। রেল পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, যথারীতি মঙ্গলবার সকাল ৮টা নাগাদ শান্তিপুর স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগরের লোকাল ছাড়ে। গোবিন্দপুর কালীবাড়ি সংলগ্ন রেলগেট থেকে বাইকে করে পার হচ্ছিলেন শঙ্কর রায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেনটি চলে আসে, বাইকটি ট্রেনের নিচে আটকে যায়। ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় শঙ্কর রায়ের। এই ঘটনায় রেল যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর কিছুক্ষণ ট্রেন থামে। খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। ট্রেনের নিচ থেকে বাইকটিও বের করা হয়। গোবিন্দপুরে পুরো রেললাইনে কোনও গার্ডওয়াল নেই বলে দাবি স্থানীয়দের। এর আগেও এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। যত দ্রুত সম্ভব ওই জায়গাগুলো গার্ডওয়াল দিয়ে ঘিরতে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। ঘটনার পর নিহতের পরিবারসহ এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বালুরঘাট জেলে প্রায় ১৮০ জন বাংলাদেশি নাগরিক আটক রয়েছেন

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১০ ডিসেম্বর ঃ জেলা প্রশাসনের সূত্র অনুযায়ী, বালুরঘাট জেলে এই মুহূর্তে প্রায় ১৮০ জন বাংলাদেশি নাগরিক আটক রয়েছেন। এছাড়াও ১৮ বছর বয়সের কম বাংলাদেশি নাগরিক বালুরঘাট সভাযন হোমে রয়েছে চারজন। বিগত এক বছরে কত বাংলাদেশি নাগরিক ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের কারণে আটক হয়েছে তার কোনও রিপোর্ট বিএসএফ বা জেলা পুলিস সূত্রে জানা যায়নি। জেলার প্রায় ২৫২ কিলোমিটার কিছু বেশি বাংলাদেশ সীমান্ত বা বর্ডার রয়েছে যেখানে সরকারি হিসেবে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার কাছাকাছি সীমান্তে এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি বিভিন্ন কারণে। অবশ্য বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যাটা শুধু হিলি ব্লক এই ৬০ কিলোমিটার এর কাছাকাছি। অভ্যন্তরে নিরাপত্তার সঙ্গে গোটা জেলায় ৩৫ কিলোমিটারের থেকেও কম দেখানো হয় যেখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে আটকে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের সাজার মেয়াদ শেষ হলে এতদিন তাদের বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে একসঙ্গে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হত। কিন্তু বাংলাদেশে নতুন সরকার আসার পর এই প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। যার ফলে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি সংশোধনাগারে বাংলাদেশি নাগরিক যাদের মেয়াদের উত্তীর্ণ হয়েছে তারা আটকে রয়েছেন। তারা নিজেদের দেশে ফিরতে পারছেন না, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। অনুপ্রবেশ এখনও চলছে তবে আগের থেকে কমেছে। কাঁটাতারের বেড়া টপকে বা অসংরক্ষিত এলাকা দিয়ে ওপার বাংলা থেকে এপারে মানুষ আসেন মূলতঃ দালাল চক্রের হাত ধরে। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে এসে প্রথমে আশ্রয় নেন। তাদের থাকার ব্যবস্থা করে সেই দালালরা এবং তারপর সুযোগ বুঝে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বিরোধীদের অভিযোগ, কুমারগঞ্জ কুশমন্ডি হিলি ও তপনের সীমান্ত এলাকায় বিগত ১০ বছরে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে।

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA :: CHHATNA : BANKURA
Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in **eTender Notice No. 12/JAM/2024-25 to 14/JAM/2024-25** dated **09/12/2024**, last date of submission **18/12/2024 upto 11.00 A.M.**
Sd/
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

Office of thePradhan
Rakhera–Bishpuria Gram Panchayat
Vill+ PO-Bishpuria, PS-Hura, Dist. Purulia,
e-mail id : rbishpuriagp@gmail.com
Notice of Inviting E-Tender
From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat, Hura, Purulia Published the following **e-NIT-03/RBGP DATED-5/12/2024.** More Details **www.wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Rakhera- Bishpuria Gram Panchayat

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.- Purba Burdwan :: Pin.-713422
Pradhan, Jamna Gram Panchayet invites Offline tenders vide Notice No. & Dated- **NIT No: 638/JGP/E-NIT/2024** Dated the-10.12.2024. Last date of bidding **18.12.2024.**
Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

DIMDIHA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Dimdiha P.O.-Dimdiha, Dist.-PURULIA (W.B), Pin.-723103
e-mail:gp.dimdiha@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER No. DGP/15CFC/NIeT-04/24-25
Pradhan Dimdiha Gram Panchayat P.S. Purulia-I, Dist: Purulia inviting e-tender for 13 (Thirteen)Nos. different works. Bid Submission closing (Online) **13.12.2024 5.00 PM.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **16.12.2024 at 11:00 AM.** For details visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dimdiha Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas
NIT No. **03/MGP/E-Tender/NIT 03/2024-25 Dated-11-12-2024** E-TenderID:-**2024_ZPHD_781606_1** Construction of CC Road Near the house of Paban Bera to Santosh Pramanik at Mouza Kusumtala, UNDER MOUSHUNI GP. 15th FC. E-TenderID:-**2024_ZPHD_781606_2** Construction of Over Slab CC Drain for LWM Purpose Near The House of Atul Jana at Mouza Bagdanga. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. E-TenderID:- **2024_ZPHD_781606_ 3** Construction of Over Slab CC Drain for LWM Purpose Near The House of Manoranjan Khatuya at Mouza Moushuni. UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. **NIT No. 04/MGP/E-Tender/NIT 04/2024-25 Dated- 11-12-2024**, E-Tender ID:- **2024_ZPHD 781607_1** Sinking of new tubewell near the house of Dulal Barik at Mouza Moushuni.UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. E-Tender ID:- **2024_ZPHD_781607_2** Sinking of new tubewell near the house of Bhagirath-Mandal at Mouza Moushuni UNDER MOUSHUNI GP.15th FC. Last date of online bid submission is **17-12-2024**, Details on **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Pgs

Office of the Banharishpur Gram Panchayat , Banharishpur, under Panchla Development Block, Dist-Howrah
Notice Inviting E-Tender
Office of the Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat under Panchla Development Block , Dist-Howrah has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice :-
1) 149/E-TENDER/BGP/2024(15-th FC) SI N0-01 Dated:-10/12/2024
2) 150/E-TENDER/BGP/2024(5-th SFC) SI N0-01 Dated:-10/12/2024
Bid Submission date- **10/12/2024 , 5:00 PM** and End of Bid Submission **17/12/2024 at 6:00 PM** , he details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৩/ ২৪-২৫, তারিখঃ ৩০.১১.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সুদৃঢ় আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৩/২৪-২৫। কাজের নামঃ** ওয়ার্কশপে জীর্ণ/বহু পুরানো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসেট অর্থাৎ ইওটি ক্রেনের জন্য ভিভিভিএফ ড্রাইভ ইত্যাদির মডিফিকেশন এবং প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার অনুমিত ব্যয়ঃ** ৩,৬৬,৮৩,৮৪০ টাকা (সকল ট্যাক্স সহ)। **বায়না মূল্যঃ** ৩,৩৩,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১ বছর। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার ও নথিপত্রের সম্পূর্ণ এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে এবং সেখান থেকে পাওয়া যাবে। ২৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
MISC-271/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০৬এইচডব্লু এইচকনা।অফ২০২৪-২৫ [টেন্ডার নংঃ ০৬এইচডব্লুএইচ কনা।অফ২০২৪-২৫(ওপেন টেন্ডার ইন সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম)] ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখঃ ০৫.১২.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)-II, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকলঘাট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা, আর্থিক ক্ষমতা এবং যথাযথ ও প্রয়োজনীয় উৎস আছে এমন নামী কন্ট্র্যাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুরের মধ্যে নিউ বিজি লাইন সম্পর্কিত ইয়ার্ড সহ ময়নাপুর-জয়রামবাটি শাখার মধ্যে অর্ডিনারি বিজি ট্র্যাক, পয়েন্টস্ এবং ক্রসিং-এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, সামগ্রীর লিডিং, সামগ্রীর শিফটিং, অর্ডিনারি বিজি ট্র্যাকের লিংকিং, গ্লুড ইন্সুলেটেড জয়েন্ট ৬০ কেজি/৫২ কেজি প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৭৯,৪০,৩৭৩.০৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৫৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৯ (নয়) মাস। **খোলার তারিখঃ** ৩০.১২.২০২৪। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথিপত্র এবং প্রয়োজীয় যোগ্যতামান সহ সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী ইত্যাদি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
CON-80/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী
রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে
খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ("ব্যাঙ্ক") নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্‌ট্রের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **১৮ ডিসেম্বর** ২০২৪ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx5038	মহেন্দ্র দুবে	৮,৭৬,১৭৭.০০	১৬ নভেম্বর ২০২৪
২	xxxx5721	কাঞ্চন বসু	৫,২৬,৮৮৩.৫৭	২৭ নভেম্বর ২০২৪
৩	xxxx3442	পার্থপ্রতিম দাস	৬,৩৯,২৭৮.৭৫	৩০ নভেম্বর ২০২৪
৪	xxxx5811	উজ্জ্বল সিনহা	১০,১৭,৭৪৯.৪২	২৭ নভেম্বর ২০২৪
৫	xxxx3834	সোমা ন্যান্সি সিভেল	৬৭,১৫২.৭৮	২৭ নভেম্বর ২০২৪
৬	xxxx2911	মিতা গুহ	৭,৮১,০৪৯.৮১	১৬ নভেম্বর ২০২৪
৭	xxxx9792	স্বপন কুমার চ্যাটার্জী	১,৪৩,৮৮৪.৮২	০৫ ডিসেম্বর ২০২৪
৮	xxxx5118	সৌরভ লহিয়া	৫,১৭,৮৫৯.১৫	১৪ নভেম্বর ২০২৪
৯	xxxx0381	পামেলা ঘোষদস্তিদার	৪২,৬৮৩.৫৫	২৫ নভেম্বর ২০২৪
১০	xxxx8228	রবীন্দ্রনাথ শর্মা	৪,০৭,১৪৩.৫৩	০৭ ডিসেম্বর ২০২৪
১১	xxxx5256	প্রশান্ত দত্ত	১,৭৬,৬০২.০৬	০৭ ডিসেম্বর ২০২৪
১২	xxxx7246	বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী	৪৮,৯৫৮.৫৯	৩০ নভেম্বর ২০২৪
১৩	xxxx7906	মেহেদি হাসান	৫৪,৪২৩.৫৭	১৬ নভেম্বর ২০২৪
১৪	xxxx6955	দেবব্রত মুখার্জী	২,৯৬,৯১৮.৮৬	১৬ নভেম্বর ২০২৪

তারিখ- ১১।১২।২০২৪
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম
পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পিএনডিইউ-১২, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১০.৫০ ঘন্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ এএ/১** এবং **এএ/২:** ১০৯৫, **এবি/১:** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনওকিউ-টিওআই-৫৩-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট পরিচালনা।
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমএক্স-টিওআই-৪৮-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের পিএফ নং. ১-এ পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট।
এবি/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-ডব্লিউআরএল-৩৬-২২-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	এ/সি ওয়েটিং হলের আপগ্রেডিং, ম্যানিং ও মেন্টানেন্স।

উপরের ই-নিলামটি ইতিমধ্যে ই-নিলাম পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেট মডিউলের অধীনে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ এতদ্বারা আসানসোল ডিভিসনে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) এবং মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস)-এর অধীনে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের ব্যবস্থার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ভাইড ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**- এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ
(১) অকশন ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি-এসএমইউ-২৪-১৭
এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং/ক্যাটেগরিঃ সিএটিজি-এএসএন-জেএসএমই-এসএমইউ-৮৭-২৪-২, কাজের বিবরণঃ ০৫ বছর সময়সীমার জন্য স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) অধীনে জসিডি রেলওয়ে স্টেশনে(ক্যাটেগরি এ) ওএইচই পোস্ট নং. ৩২২/২৭ এবং ফুট ওভার ব্রিজ কলামের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম নং. ২-এর মিড্‌ল শেডের নীচে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০'x৬' (৬০ বর্গ ফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ব্যবস্থা। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) জন্য সংরক্ষিত। **ই-অকশনের তারিখ/ সময়ঃ** ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।
(২) অকশন ক্যাটালগ নংঃ এএসএন-এমপিএস-২৪-৪
এসইকিউ নং., লট নং/ক্যাটেগরি, কাজের বিবরণ ই-অকশনের তারিখ/সময় নিম্নরূপঃ **এএ/১, এমপিএস-এএসএন-ইউকেএ-এমপিএস-৮-২৪-১,** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য উখরা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম শেড সংলগ্ন প্ল্যাটফর্ম নং.১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট x১০ ফুট =৬০ বর্গ ফুট) আবন্টন, অসংরক্ষিত-এর জন্য নির্ধারিত (যে কোনও একটি), ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৪৫ মিনিট। **এএ/২, এমপিএস-এএসএন-এসইউআরআই-এমপিএস-১০-২৪-১,** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং.২-৩, সাঁইথিয়া প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম শেড থেকে ১৫ মিটার-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট x১০ ফুট =৬০ বর্গ ফুট) আবন্টন, অসংরক্ষিত-এর জন্য নির্ধারিত (যে কোনও একটি), ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৫৫ মিনিট। **এএ/৩, এমপিএস-এএসএন-এসটিএল-এমপিএস-১২-২৪-১,** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য শিমূলতলা রেলওয়ে স্টেশনে ওল্ড সার্কুলেটিং এরিয়া এবং ওল্ড স্টেশন বিল্ডিং (পূর্ব দিক)-এর নিকটে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট x১০ ফুট =৬০ বর্গ ফুট) আবন্টন, অসংরক্ষিত-এর জন্য নির্ধারিত (মহিলা), ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.০৫ মিনিট। **এএ/৪, এমপিএস-এএসএন-কেজেএমই-এমপিএস-৭-২৪-১,** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য কাজোরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন মাস্টার অফিসের নিকটে প্ল্যাটফর্ম নং.১-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট x১০ ফুট =৬০ বর্গ ফুট) আবন্টন, অসংরক্ষিত-এর জন্য নির্ধারিত (যে কোনও একটি), ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.১৫ মিনিট। **এএ/৫, এমপিএস-এএসএন-কেএমএমই-এমপিএস-১১-২৪-১,** ০৫ বছর সময়সীমার জন্য কুমারডুবি রেলওয়ে স্টেশনে বাগানের নিকটে সার্কুলেটিং এরিয়ায় মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট x১০ ফুট =৬০ বর্গ ফুট) আবন্টন, তফশিলী জাতির জন্য নির্ধারিত, ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.২৫ মিনিট। প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত ই-অকশন সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডদাতাদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ASN-256/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৬৬৩৯৯০, তারিখঃ ০৫.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউজকিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেন। **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** সাফাই, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণপরিবহন স্থান, সাধারণ সাফাই (স্যুইপিং, মপিং, ডাস্টিং), আউটডোর, সাফাই, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণপরিবহন স্থান, সাধারণ সাফাই (স্যুইপিং, মপিং, ডাস্টিং), ইনডোর, সাফাই, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণপরিবহন স্থান, একদিন অন্তর র‍্যাগ পিকিং এবং নির্দিষ্ট ভ্যাটে জঞ্জাল ফেলা, আউটডোর, সাফাই, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক-গণপরিবহন স্থান, সিউয়ার লাইন সাফাই, আউটডোর। **অনুমিত বিড মূল্যঃ** ২,২২,৯৪,৮১২.৭৭ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ২,৬১,৪৭৪ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস)ঃ** ২৬। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ১১১ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ১ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ২ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** টু প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন।
HWH-471/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং (জিএমইউ) ও (এসএমইউ) -এর ই-নিলাম ক্যাটালগ

কাটিহার ডিভিশনে জিএমইউ এবং এসএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং স্টল বরাদ্দের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ । **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-সিএটিজি-ডিইএফ-২৪; লট নিলাম শুরুঃ (সমস্ত লট) ঃ** ২০-১২-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘন্টা। **একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিনঃ** ১৮২৬।

ক্রম. নং	লট নং	স্থানে
এএ/১	সিএটিজি-কেআইআর-এসআই-জিএমইউ-৬৪-২৩-১ (জিএমইউ)	সোনালী রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের নিচে পিএফ-০২ -এ।
এএ/২	সিএটিজি-কেআইআর-এলএভি-জিএমইউ-১১০-২৩-১ (জিএমইউ)	লাভা রেলওয়ে স্টেশনে পিকিউডি -এর দিকে পিএফ-০১ -এ।
এএ/৩	সিএটিজি-কেআইআর-এজেডআর-জিএমইউ-৮৭-২৩-১ (জিএমইউ)	আজমনগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০২ -এ।
এএ/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এইচসিআর-জিএমইউ-১১৬-২৩-১ (জিএমইউ)	হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনের কেডিপিআর -এর দিকে পিএফ-০১ -এ।
এএ/৫	সিএটিজি-কেআইআর-কেডিপিআর-জিএমইউ-১১৪-২৩-১ (জিএমইউ)	কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে ডিভিজে এবং এইচসিআর -এর মধ্যে পিএফ-০৪ -এ।
এএ/৬	সিএটিজি-কেআইআর-আরডিপি-জিএমইউ-৯০-২৩-১ (জিএমইউ)	রাধিকাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসএস অফিস এবং এক্সিট গেটের মধ্যে পিএফ-০১ -এ।
এএ/৭	সিএটিজি-কেআইআর-এসআরআই-জিএমইউ-৬৮-২৩-১ (জিএমইউ)	সালমারী রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের নিচে পিএফ-০২ -এ।
এএ/৮	সিএটিজি-কেআইআর-কেডিপিআর-জিএমইউ-১১২-২৩-১ (জিএমইউ)	কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে ডিভিজে প্রান্তের দিকে পিএফ-০৪ -এ।
এএ/৯	সিএটিজি-কেআইআর-ইকেআই-জিএমইউ-৭২-২৩-১ (জিএমইউ)	একলাখি রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের ভিতরে এবং মাঝখানে পিএফ-০১ -এ।
এএ/১০	সিএটিজি-কেআইআর-জেএইউ-জিএমইউ-৬৬-২৩-১ (জিএমইউ)	ঝাউয়া রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের নিচে পিএফ -০১ পূর্ব দিকে।
এএ/১১	সিএটিজি-কেআইআর-এমএফএ-জিএমইউ-৭১-২৩-১ (জিএমইউ)	মুকুরিয়া রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০২ -এ।
এএ/১২	সিএটিজি-কেআইআর-এজেডআর-জিএমইউ-৮৬-২৩-১ (জিএমইউ)	আজমনগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ স্টেশন নাম বোর্ড এবং স্টেশন বিল্ডিংয়ের কেডব্লিউই দিকে।
এবি/১	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৫১-২৩-১ (এসএমইউ)	বিজেওয়াই প্রান্তে রাম্প এবং ওয়াটার ভেটের মধ্যে প্ল্যাটফর্মে নং ২ -এ।
এবি/২	সিএটিজি-কেআইআর-জেএইউ-এসএমইউ-৬৭-২৩-১ (এসএমইউ)	ঝাউয়া রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের নিচে পিএফ-০১ -এর পশ্চিম দিকে।
এবি/৩	সিএটিজি-কেআইআর-ইকেআই-এসএমইউ-৭৪-২৩-১ (এসএমইউ)	একলাখী রেলওয়ে স্টেশনের এপ্রোচ রোড এবং জিজেডও -এর পাশের কোণের সার্কুলেটিং এরিয়ার।
এবি/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এসএম-এসএমইউ-১৫১-২৩-১ (এসএমইউ)	সামসি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং ০২ -এ কুমারগঞ্জ প্রান্তে বি ক্যাটাগরি এসসি-নারীর জন্য নির্ধারিত।
এবি/৫	সিএটিজি-কেআইআর-এসআরআই-এসএমইউ-৬৯-২৩-১ (এসএমইউ)	সালমারী রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ স্টেশনের নাম বোর্ড এবং স্টেশন বিল্ডিংয়ের মধ্যে কেডব্লিউই দিকে।
এবি/৬	সিএটিজি-কেআইআর-এসআরআই-এসএমইউ-৭০-২৩-১ (এসএমইউ)	সালমারী রেলওয়ে স্টেশনে এফওবি -এর কাছে পিএফ-০১ -এ।
এবি/৭	সিএটিজি-কেআইআর-বিকেআরডি-এসএমইউ-১১৯-২৩-১ (এসএমইউ)	ভালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে এইচসিআর প্রান্তের দিকে পিএফ -০২ -এ।
এবি/৮	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৫০-২৩-১ (এসএমইউ)	বাঙ্গালবাড়ির প্রান্তে পিপি শেডের নিচে প্ল্যাটফর্ম নং ২ -এ।
এবি/৯	সিএটিজি-কেআইআর-কেডব্লিউই-এসএমইউ-৮৮-২৩-১ (এসএমইউ)	খুড়িয়াল রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের নিচে পিএফ ০১-এ।
এবি/১০	সিএটিজি-কেআইআর-এসআই-এসএমইউ-৬৫-২৩-১ (এসএমইউ)	সোনালী রেলওয়ে স্টেশনে এসএন্ডটি অফিসের কাছে পিএফ-০১ -এ।
এবি/১১	সিএটিজি-কেআইআর-ডিএনকিউ-এসএমইউ-৬২-২৩-১ (এসএমইউ)	ডাল্ডখোড়া রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের (পূর্ব দিকে) নিচে পিএফ-০১ -এ।
এবি/১২	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৪৭-২৩-১ (এসএমইউ)	পে এন্ড ইউজ টয়লেটের সংলগ্ন প্ল্যাটফর্ম নং.১ -এ (বিজেওয়াই প্রান্তের বিদ্যমান এলাকা)
এবি/১৩	সিএটিজি-কেআইআর-এমএলএফসি-এসএমইউ-৭৮-২৩-১ (এসএমইউ)	মালদা কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভ্যাট আইওসি সাইডিং প্রান্তের সামনে পিএফ-০১ -এ।
এবি/১৪	সিএটিজি-কেআইআর-বিএনডিপি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১ (এসএমইউ)	বুনিয়াদপুর রেলওয়ে স্টেশনে পার্সেল অফিসের কাছে পিএফ-০১ -এ।
এবি/১৫	সিএটিজি-কেআইআর-ডিএনকিউ-এসএমইউ-৬৩-২৩-১ (এসএমইউ)	ডাল্ডখোড়া রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের (পশ্চিম দিকে) নিচে পিএফ -০১ -এ।
এবি/১৬	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৪৮-২২-১ (এসএমইউ)	বাঙ্গালবাড়ির দিকে প্রধান প্রবেশদ্বার বারান্দার কাছে সঞ্চালন এলাকায়।
এবি/১৭	সিএটিজি-কেআইআর-বিকেআরডি-এসএমইউ-১২১-২৩-১ (এসএমইউ)	ভালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে এইচসিআর এবং এমএফজেড শেষ দিকে পিএফ-০২ -এ।
এবি/১৮	সিএটিজি-কেআইআর-কেডিপিআর-এসএমইউ-১১৩-২৩-১ (এসএমইউ)	কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে এইচসিআর প্রান্তের দিকে পিএফ -০৪ -এ।
এবি/১৯	সিএটিজি-কেআইআর-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (এসএমইউ)	ওল্ড মালদা রেলওয়ে স্টেশনে ওয়েটিং হলের সামনে পিএফ-০১ -এ।
এবি/২০	সিএটিজি-কেআইআর-বিকেআরডি-এসএমইউ-১২০-২৩-১ (এসএমইউ)	ভালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে এমএফজেড প্রান্তের দিকে পিএফ -০২ -এ।
এবি/২১	সিএটিজি-কেআইআর-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৮০-২৩-১ (এসএমইউ)	ওল্ড মালদা রেলওয়ে স্টেশনের পিপি শেডের ভিতরে এবং মাঝখানে পিএফ -০২ -এ।

নিলামের শেষ তারিখ ঃ ২০-১২-২০২৪ তারিখে ১৬:৫০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক
রেজিস্টার্ড অফিসঃ গ্র্যাপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় 'এ' ক্রস, ১৮ মেইন, ৬ষ্ঠ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
ব্র্যাঞ্চ অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং. ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬/২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

সারফায়েসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ডিমান্ড নোটিশ

যেখানে আপনি নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টর এবং বন্ধকীরা তাদের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন, আপনার সকলের ডিফল্টের ফলে, আপনার ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত পাওনাদার এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ২ সহ পড়ুন, ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদেরকে নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ভবিষ্যতের সুদের সঙ্গে পরিশোধ করার জন্য কলাম নং ২-এ উল্লিখিত করা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকটিতে বিভিন্ন কারণে নোটিশগুলি পরিবেশন করা যায়নি।

ক্রম. নং.	এর নাম ও ঠিকানা/ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টর/বন্ধক	লোন অ্যাকাউন্ট/ নং. লোন মূল্য / শাখা	নিরাপত্তা বিস্তারিত বলবৎ করা হবে	এনপিএ তারিখ এবং চাহিদা নোটিশ তারিখ	বকেয়া টাকার পরিমাণ / এ পর্যন্ত
১.	**১) মেসার্স ফ্যাশন কটেজ** প্রতিনিধিত্ব করেছেন এর স্বত্বাধিকারী- শ্রী প্রীতম মন্ডল ৩, বিবি ঘোষ রোড, বিগ বাজারের কাছে, বর্ধমান, বর্ধমান আর্কেড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১। **২) শ্রী প্রীতম মন্ডল** পিতা জয়দেব মন্ডল, **৩) শ্রীমতি রিনা মন্ডল** স্বামী জয়দেব মন্ডল, দু'জনেই বসবাস করেন, তেজগঞ্জ, মোহনবাগ, নাতুনগঞ্জ, বর্ধমান (এম), পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০২।	৩৩৫৯২১০০ ৯০০০০০১২ / টাকা ১৭,৫০,০০০/- / ৩৩৫৯- বর্ধমান	১৫২ বর্গফুটের সুপার বিল্ট-আপ এলাকা পরিমাপ করে দোকান নং ০৫-এ অবস্থিত সমস্ত জমির টুকরো এবং পার্সেল ১ম তলায়, বর্ধমান আর্কেড মল মৌজায় অবস্থিতঃ রাধানগর, জেএল নং ৩৯, প্লট নং আরএস এবং এলআর-৩, খতিয়ান নং আরএসঃ ৬৬৭১, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১, এডিএসআর-বর্ধমান, থানা- বর্ধমান পৌরসভার অধীনে বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। বুক-I, ভলিউম নং ০২০৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৫৭৪ থেকে ১০৪৬০৬ পর্যন্ত দলিল নং ৬৩১৪ তারিখে নিবন্ধিত লিজ দলিলের ভিত্তিতে শ্রী প্রীতম মণ্ডল এবং শ্রীমতি রিনা মণ্ডল (আপনার মধ্যে নং ২ এবং ৩) মালিকানাধীন। ২৮.০৮.২০১৭ অফিসের আগে এ.ডি.এস.আর-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক, তারিখ ৩০.০৮.২০২২।	০৩.০৯.২০২৪ এবং ১৬.১১.২০২৪	টাকা ৮,৪০,৬০৪.৬৮ ১৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত
২.	**১) অসীম সাহা** প্রযত্নে মেমাই সাহা বসত মাঝেরপাড়া কালঘাট, বনবিহারী কলোনি, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৩৫। **২) রিতা সাহা** স্বামী অসীম সাহা মাঝেরপাড়া কালঘাট, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৩৫।	৩৩১৩২১০১ ২০০০০০০২ ৩৩১৩২১০১ ৭০০০০০৩৪ / টাকা ১০,৫০,০০০/- - টাকা ৬,৫০,০০০/- / ৩৩১৩-শিবপুর	মৌজা পলতা, জে.এল. নং ১০৪, এল.আর.-এ অবস্থিত ৩.৩ দশমিক ৩ পরিমাপের আবাসিক জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল খতিয়ান নং ৭১৬, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৮৪৭, ১৪০০ এবং ১৩৯৬, থানা-গোপালনগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, গোপালনগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। সীমানা (ডিড অনুযায়ী)ঃ উত্তরে-৬ ফুট বিস্তৃত কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে-ত্রিদীপ মণ্ডল, পূর্বে-ধীমান রায় এবং অন্যান্য, পশ্চিমে-বাবলু দাস। ১৫.০৫.২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত উপহারের দলিলের মাধ্যমে অসীম সাহা এবং রীতা সাহা (আপনার মধ্যে নং ১ এবং নং ২) এর মালিকানাধীন এডিএসআর- বনগাঁও-এর অফিসের সামনে নিবন্ধিত নং. ২০১৯ সালের জন্য ০৩৯৯৯৬। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ অ্যাকাউন্ট নং ৩৩১৩২১০১২০০০০০০২ তারিখের - ০৯.১১.২০২২- এর সাথে সম্পর্কিত বন্ধক তৈরির জন্য শিরোনাম ডিডের জমার স্মারক এবং বন্ধক সংক্রান্ত কোনও অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার সম্পূরক মেমোরেন্ডাম ৩৩১৩২১০১৭০০০০০৩৪ তারিখ - ০৭.১১.২০২২।	০৯.০৭.২০২৪ এবং ১৬.০৯.২০২৪	টাকা ১১,৪১,১৯৫.৭৫ + টাকা ৬৬৮,৬১১.১৭ = টাকা ১৮,০৯,৮০৬.৯২ ৩০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত
৩.	**১) শৈলেন মালাকার** পিতা গৌর চন্দ্র মালাকার, বাগদা, রাধাবল্লভ মন্দিরের কাছে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৩২। **২. উষা মালাকার** স্বামী গৌর চন্দ্র মালাকার, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৩২।	৩৫৭৩২১০১ ৭০০০০০১৬ / টাকা ৭,৪০,০০০/- / ৩৫৭৩- দোগাছিয়া	২.৮১২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল পড়ে আছে এবং মৌজা - বাগদা, জে.এল. নং.৩৬, আর.এস. দাগ নং ৩৮৪, এল.আর. দাগ নং ৪৬৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৫৮, থানা-বাগদা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুসারেঃসীমানা- উত্তরে-মায়া মালাকারের জমি, দক্ষিণে-স্বপন মালাকারের জমি, পূর্বে-বিশ্বনাথ দিবসের বাড়ি,পশ্চিমে- ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, ১০.০৩.২০২১ তারিখের মর্টগেজ ডিডের ভিত্তিতে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের অনুকূলে শৈলেন মালাকার (আপনার মধ্যে নং ১) দ্বারা বন্ধক রাখা এবং অতিরিক্ত নিবন্ধিত। রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স-I কলকাতা, ২০২১ সালের জন্য নং ১৮৭১। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ সাধারণ বন্ধক তারিখ ১০.০৩.২০২১।	০৮.০৯.২০২৪ এবং ১৬.১১.২০২৪	টাকা ৭,৭৮,৬৫৫.৮৪ ১৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত
৪.	**১) মেসার্স আমাদের ফ্রেস পয়েন্ট** প্রযত্নে প্রোঃ মোঃ আবদুর রহমান, দেয়েরা, পূর্বপাড়া, থানা-মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট, দিয়ারা তিন রাস্তা মোড়, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৫। **২. মিঃ মোঃ আব্দুর রহমান** পিতা আমিনুর রহমান ওরফে মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, **৩. মিসেস মিরাতুন নাহার** স্বামী মোঃ আব্দুর রহমান, **৪. মিসেস ফিরদৌসী বেগম** স্বামী আমিনুর রহমান ওরফে মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, সকলের বসত- দেয়ারা, রাজারহাট, রাজারহাট দেয়ারা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৫।	৩৩১০২১০০ ৯০০০০০২৮ / টাকা ২৫,০০,০০০/- - / ৩৩১০- ঠাকুরপুকুর	প্রায় ৫.০৫৯১ দশমিক ভূমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল অবস্থিত মৌজাঃ দেওয়ারা, থানাঃ মধ্যমগ্রাম (পূর্বে বারাসত), পরগনাঃ আনোয়ারপুর, জেএল নংঃ ৫৭, তৌজি নংঃ ১৪৬, আরএস খতিয়ান নংঃ ১৬৫, এল.আর. খতিয়ান নংঃ ৬৭৭৪, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২০০৫২১২১ এবং ২০০৬, চণ্ডীগড় রোহান্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, হোল্ডিং নং ১১২৮৪, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা এবং সেখানে সমস্ত উন্নতি। সীমানাঃ উত্তর দিকে-আর.এস. এর অধীনে জমি এবং এল.আর. দাগ নং ২০০৬, দক্ষিণে-আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং. ২০০৫ এর অধীনে জমি, পূর্ব দিকে-আর.এস. এর অধীনে জমি এবং এল.আর. দাগ নং ২০০৬, ২০০৫/২১২১, পশ্চিম দিকে-১০ ফুট চওড়া কাঞ্চা পঞ্চায়েত রোড, মিসেস ফিরদৌসী বেগমের মালিকানাধীন (আপনার মধ্যে নং ৩) বাংলা হেবানামা নিবন্ধিত বই-১, ভলিউম নং ১৫২৫ -২০২১, পৃষ্ঠা ৪৪২৯৭৪ থেকে ৪৪২৯৯৮ পর্যন্ত দলিল নং ৫৩৪৮ তারিখ ০৮.১২.২০২১ ডি.এস.আর-৩ অফিসের আগে, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। নিরাপত্তা চুক্তির বিশদ বিবরণঃ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার স্মারক বন্ধক, তারিখ ২২.০৩.২০২২।	০৩.০৯.২০২৪ এবং ২৩.১০.২০২৪	টাকা ২৪,৮৮,২৭০.৮৬ ২৩.১০.২০২৪ পর্যন্ত

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার এবং বন্ধককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, যেমনটি কলাম নং ২-এ উল্লিখিত হয়েছে, তাদের সকল সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কলাম নং.৬-এ দেখানো সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে কলাম নং ৬-এ দেখানো তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিমাণ প্রদেয় হিসাবে পাওয়া যায়। এটা পরিস্কার করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে সুদ এবং অন্যান্য রাশি যা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হতে পারে তার সাথে সমষ্টিগত পরিমাণ পরিশোধ না করা হলে, উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ককে বর্ণিত সম্পত্তির উপর নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হবে। কলাম নং ৪ এ. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই প্রকাশনাটি আইনের অধীনে উল্লিখিত অর্থের ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের বিরুদ্ধে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই করা হয়েছে। আইনের ১৩(৮) ধারায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য আপনার কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, আপনাকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, আপনি সংযত/নিষিদ্ধ সিকিউরড ক্রেডিটরের পূর্ব সম্মতি ছাড়াই উপরোক্ত নিরাপত্তার নিস্পত্তি বা তার সাথে ডিল করা বা বিক্রয়, লিজ বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে স্থানান্তর করা থেকে। এই ধরনের যেকোনো কাজ আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের সমতুল্য।

তারিখঃ ১০.১২.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,
উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

রোহিতের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে?

চোখে আঙুল দিয়ে ভুল দেখালেন আকাশ চোপড়া!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ সিরিজ হারের ক্ষত এখনও জুড়োয়নি। তারই মধ্যে অ্যাডিলেডের লজ্জা। দিন-রাতের টেস্টে ১০ উইকেটে হার। মিডল অর্ডারে নেমে মাত্র ৯ রান করেছেন। রোহিত শর্মার বিদায় ঘণ্টা কি বেজে গিয়েছে? চোখে আঙুল দিয়ে ভুল দেখিয়ে দিলেন দেশের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এ বার অ্যাডিলেডে তা নিয়েই রীতিমতো ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছে। একাধিক ভুল করেছেন রোহিত। যাতে ম্যাচ দখলে নিতে সুবিধা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। ১৪০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে গিয়েছেন ট্রাভিস হেড। তিনি কতটা চ্যালেঞ্জ সামলেছিলেন, তা নিয়েও কথা উঠছে। আর কেউ নন, আকাশ চোপড়াই একাধিক ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। এই অস্ট্রেলিয়া সফরই শেষ ক্যাপ্টেন রোহিতের? এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আকাশ বলেছেন, ''হেডকে কি আমরা বাউন্সার দিয়েছি? হেডের মাথায় বাউন্সার আছড়ে পড়া উচিত ছিল। যতক্ষণ না এটা করছি আমরা, ততক্ষণ ও জ্বালাবে। এর আগেও সেটা করেছে। বিশ্বকাপ ফাইনাল, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও করেছে।'' এতেই শেষ নয়, বোলিং চেঞ্জের ক্ষেত্রেও রোহিতের গুরুতর

ভুল খেলা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল ভারতকে, এমনই মনে করছেন আকাশ। ''জসপ্রীত মাত্র চার ওভারের একটা স্পেল করেছিল। যে স্পেলে ও উইকেটও তুলেছিল। তার পর কেন বল দেওয়া হল না ওকে? ওই পুরো সেশনে জসপ্রীত আর বল করেনি। রোহিত যে ক্যাপ্টেন্সির ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভুল করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। রক্ষণাত্মক ক্যাপ্টেন্সি দেখেছি আমরা। ম্যাচটা আমরাই কঠিন করে ফেলেছিলাম।'' এতেই শেষ নয়, আকাশ তুলে ধরেছেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যা রোহিতের বিপক্ষেই যাচ্ছে। তাঁর কথায়, ''ভারতের ক্যাপ্টেন হিসেবে টানা হারের নিরিখে মনসুর আলি খান পাতৌদি এগিয়ে থাকবেন। ১৯৬৭ সালে তিনি টানা ৬টা টেস্ট হেরেছিলেন। ১৯৯৯ সালে সচিন তেন্ডুলকর, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলিও ৪টে করে টেস্ট ম্যাচ হেরেছে। রোহিতও এবার সেই বন্ধনীতে। পারথে ক্যাপ্টেন ছিল না রোহিত। তাই জয় ওর খাতায় যাবে না। ঘরের মাঠে টানা তিনটে হারের পর অ্যাডিলেড। রোহিতের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে কিন্তু চিন্তা থেকে যাচ্ছে।'' অস্ট্রেলিয়া সফর যদি নেতা হিসেবে রোহিতের শেষ সিরিজ হয়, তা হলে ভারতের নতুন ক্যাপ্টেন কে হতে পারেন? জসপ্রীত বুমরার দিকেই ঢলে রয়েছে পরিস্থিতি। পারথে তিনি বুঝিয়েছেন, ক্যাপ্টেনের মধ্যে কতটা আগুন থাকা দরকার। কতটা আগ্রাসন দরকার পড়ে বিপক্ষকে চাপে ফেলার জন্য। সেই সঙ্গে বোলারদের চমৎকার ব্যবহার। বুমরাই কি তবে ভারতের নতুন ক্যাপ্টেন হতে চলেছেন?

পরের টেস্টে রোহিত শর্মা ওপেন করবেন কিনা ইঙ্গিত অনুশীলনেই

ব্রিসবেন, ১০ ডিসেম্বরঃ গোলাপি বলের টেস্ট জিতে এক দিন বিশ্রাম নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল। কিন্তু ভারতের কাছে বিশ্রামের সময় নেই। সিরিজে সমতা ফিরে পাওয়া অস্ট্রেলিয়া আগামী ম্যাচগুলিতে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ফিরতে পারে। তাই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারত। কিন্তু ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন হবে কি? প্রথম টেস্টে রোহিত শর্মা খেলেননি। তাঁর জায়গায় যশস্বী জয়সওয়াল এবং লোকেশ রাহুল ওপেন করেন। তাঁরা সফলও হন। যে কারণে দ্বিতীয় টেস্টে রোহিত ফিরলেও ওপেন করেননি। তিনি মিডল অর্ডারে ব্যাট করেন। তৃতীয় টেস্টেও কি তেমনটাই হবে? ভারতের অনুশীলন দেখলে মনে হবে রোহিত মিডল অর্ডারেই খেলবেন। কারণ নেটে সকলের আগে ব্যাট করতে ঢোকেন যশস্বী এবং রাহুল। তাঁদের পর নেটে ঢোকেন শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, ঋষভ পন্থেরা। রোহিত পরের দিকে ব্যাট করায় রাহুল এবং যশস্বীর ওপেন করার সম্ভাবনা আরও জোরালো হচ্ছে। ভারতের প্রাক্তন ওপেনার সুনীল গাভাস্কর যদিও চান রোহিত ওপেনার হিসাবেই খেলুন। পার্থে ওপেন করতে নেমে দুই ইনিংসে ২৬ ও ৭৭ রান করেছিলেন রাহুল। কিন্তু অ্যাডিলেডে রান পাননি তিনি। সেই কারণেই রোহিতের তাঁর পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া উচিত বলে মত গাভাস্করের। ভারতের প্রাক্তন ওপেনার বলেন, ''রোহিতের উচিত ওর নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়া। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কেন রাহুল ওপেন করেছিল। কারণ, পার্থে রোহিত ছিল না। ওখানে দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ২০০ রানের জুটি গড়ায় অ্যাডিলেডেও রাহুল ওপেন করেছিল। কিন্তু এ বার ও রান পায়নি। তাই আমার মনে হয় পরের টেস্টে রোহিতের ওপেন করা উচিত। রাহুল মিডল অর্ডারে ফিরে

যাক। যদি শুরুতে রোহিত দ্রুত কিছু রান পেয়ে যায় তা হলে বড় রান করার ক্ষমতা ওর আছে। তার জন্য ওকে নতুন বল খেলতে হবে।'' অনুশীলনে ব্যাট করার সময় পন্থের হেলমেটে বল লাগে। সেই ঘটনার পর অনুশীলন থামিয়ে দেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক। চিকিৎসকেরা সঙ্গে সঙ্গে দেখেন তাঁকে। সেই সময় অন্য নেটে অনুশীলন করছিলেন বিরাট এবং রাহুল। তাঁরাও দাঁড়িয়ে যান। সকলকেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। যদিও পন্থ পরে আবার নেটে ফিরে আসেন। তাঁকে নিজের ছন্দে ব্যাট করতেও দেখা যায়। প্রথম টেস্টে পার্থে ভারত ২৯৫ রানে জিতলেও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। ফলে আগামী টেস্টগুলিতে লড়াই আরও বাড়বে। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু তৃতীয় টেস্ট। ব্রিসবেনে হবে সেই ম্যাচ। পাঁচ দিনের টেস্ট আড়াই দিনে শেষ হয়ে যাওয়ায় এখনও দুই দল অ্যাডিলেডে রয়েছে। সেখানেই অনুশীলন করছে ভারত। অ্যাডিলেডে হারের পরেই অনুশীলনে নেমে পড়েছেন বিরাট কোহলিও। তাঁর অনুশীলনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন হরভজন সিংহ। বুঝিয়ে দিলেন কেন অনুশীলনে পরিবর্তন করছেন বিরাট। অনুশীলনে বিরাটকে পিছনের পায়ে বেশি খেলতে দেখা গিয়েছে। অ্যাডিলেডে সামনের পায়ে খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন তিনি। ব্রিসবেনে বাউন্সের মোকাবিলা করার জন্যই পিছনের পায়ে খেলার অনুশীলন করছেন বিরাট। এমনটাই মত হরভজনের। ভারতের পরের টেস্ট ব্রিসবেনে। যে পিচে ব্যাটারদের গতি এবং বাউন্স সমস্যা তৈরি করেছে বার বার। হরভজন বলেন, ''নেটে বিরাটকে যেটুকু ব্যাট করতে দেখেছি এবং ওর সঙ্গে খেলে যেটা বুঝেছি, বিরাট সামনের পায়ে খেলতে পছন্দ করে। ভারতীয় পিচে যে বাউন্স পাওয়া যায় তাতে সামনের পায়ে খেলতেই হবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা বরাবর পিছনের পায়ে ভাল খেলে। রিকি পন্টিং, স্টিভ ওয়, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ম্যাথু হেডেনের মতো ক্রিকেটারেরা পিছনের পায়ে ভাল খেলত। কারণ অস্ট্রেলিয়ার পিচে বাউন্স বেশি। সেই পিচে খেলতে খেলতে পিছনের পায়ে ভাল খেলার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের। বিরাট সেটারই অনুশীলন করছে।'' ১৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু তৃতীয় টেস্ট। হরভজনের আশা তৃতীয় টেস্টে আবার রানে ফিরবেন বিরাট। পার্থে শতরান করেন তিনি। কিন্তু অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ১৮ রান করেন বিরাট। ব্রিসবেনে তিনি রান না করলে ভারতের মিডল অর্ডারে আবার সমস্যা তৈরি হবে। পিছনের পায়ে খেললে বাউন্সারের বিরুদ্ধে অনেক সহজে খেলতে পারবেন বিরাট। হরভজন বলেন, ''অনুশীলনে অনেক বলেই পিছনের পায়ে খেলল বিরাট। শর্ট লেংথের বলের বিরুদ্ধে পিছনের পায়েই খেলল ও। তবে ফুল লেংথের বলের বিরুদ্ধে সামনের পায়েই খেলছিল বিরাট।''

৬ বছর নির্বাসিত গড়াপেটায় দোষী সহকারী কোচ

দুবাই, ১০ ডিসেম্বরঃ প্রথমে আমেরিকার জাতীয় ক্রিকেট লিগ বন্ধ করা। তার পরে ম্যাচ গড়াপেটায় দোষী কোচকে ছ'বছরের জন্য নির্বাসনের শাস্তি। আইসিসির চেয়ারম্যান হয়ে একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জয় শাহ। কোচের বিরুদ্ধে তিন বছর আগে গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল। এত দিন কোনও শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ বার হল। আবু ধাবি টি১০ লিগে সানি ধিলোঁর বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় একটি দলের সহকারী কোচ ছিলেন তিনি। শুধু সানি নন, সে বার ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল মোট আট জনের বিরুদ্ধে। সেই সময় আইসিসির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সেই আট জনকে প্রতিযোগিতা থেকে বরখাস্ত করেছিল। তা ছাড়া কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। ২০২৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সানিকে নিলম্বিক করা হয়েছিল। এ বার নির্বাসিত হলেন তিনি। ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছেন জয় শাহ। সোমবার বৈঠকে বসেছিল আইসিসির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। সেখানেই আইসিসির ২.১.১, ২.৪.৪ ও ২.৪.৬ ধারায় সানিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার পরেই তাঁকে ছ'বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। এই সময় কোনও ভাবেই ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না তিনি। মঙ্গলবারই আইসিসি জানিয়েছে, আমেরিকার ক্রিকেট সংস্থা আর টি-টোয়েন্টি ও টি-টেন লিগের আয়োজন করতে পারবে না।

দলের সতীর্থকে নিয়ে 'বিস্ফোরক' বাগান ফুটবলার আশিক কুরুনিয়ান

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বরঃ কলকাতা ময়দানের অন্যতম শক্তিশালী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ইন্ডিয়ান সুপার লিগে নিজেদের দাপট বজায় রেখেছে। সম্প্রতি, আইএসএলে চলতি মরশুমে তাঁদের দশম ম্যাচে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে দারুণ একটি জয় পেয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচটি ছিল বাগান শিবিরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্ধারিত সময় শেষে, দুই গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এই জয়ের পর ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে মোহনবাগান। এদিন ম্যাচ জিতে দলের সতীর্থ লিস্টন কোলাকো নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা আশিক কুরুনিয়ান। ম্যাচটির শুরু থেকেই মোহনবাগানের ফুটবলাররা ছিল চনমনে ও আত্মবিশ্বাসী। তাঁদের আক্রমণাত্মক ফুটবল দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। প্রথমার্ধে গোল না আসলেও, দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই মোহনবাগান আক্রমণের তীব্রতা বাড়াতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৫ মিনিটে মনবীর সিং একটি দুরপাল্লার শটে প্রথম গোলটি করেন। এরপর কিছু সময়ের মধ্যে, লিস্টন কোলাকো ফের দুরপাল্লার শটে দ্বিতীয় গোলটি করে বাগানকে আরো দৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যান। এই জয়ের ফলে সবুজ মেরুন শিবিরের স্প্যানিশ কোচ যথেষ্ট খুশি এবং উচ্ছ্বসিত। তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা এখন আরও দৃঢ়ভাবে লীগে শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখার। কোচের অধীনে, সবুজ-মেরুন দলটি তাদের শৈল্পিক ফুটবল এবং আক্রমণাত্মক খেলার জন্য পরিচিতি লাভ করেছে। বিশেষত, লিস্টন কোলাকো ও মনবীর সিংয়ের মতো খেলোয়াড়রা মোহনবাগানের আক্রমণভাগে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছেন। এদিকে, বহুদিন পর মোহনবাগান জার্সিতে নিজের পুরনো ছন্দে ফিরে আসেন ভারতীয় তারকা আশিক কুরুনিয়ান। আশিকের পারফরম্যান্স নর্থ ইস্ট ম্যাচে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। গত কয়েক মরশুমে আশিক কুরুনিয়ানের খেলা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। তবে এই জয়ে তাঁর শক্তি এবং মনোবল বেশ বেড়েছে। তিনি ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের বলেন, ''এই জয়টা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত, যখন

সময় অনুযায়ী আমাদের লড়াই কঠিন হয়ে উঠছিল, তখন এই ধরনের একটি জয় আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে।'' আশিক কুরুনিয়ান দলের সতীর্থ লিস্টন প্রসঙ্গে বলেন, ''লিস্টন আমার প্রিয় ফুটবলার। কারণ আমরা দুজন একই পজিশনে খেলতে পছন্দ করি। আমাদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া রয়েছে, যা আমাদের মাঠে একে অপরকে সমর্থন করার সুযোগ দেয়। লিস্টনের সঙ্গে খেলা সব সময়ই উপভোগ্য, কারণ আমরা একে অপরের খেলা খুব ভালোভাবে বুঝি।'' এছাড়া, আশিক কুরুনিয়ান জানিয়েছেন যে, বর্তমানে দলের মধ্যে একটি ভালো সমন্বয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। তিনি মনে করেন, এই ঐক্যবদ্ধতা দলকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, ''আমরা সবাই একে অপরের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখি এবং মাঠে একে অপরকে সমর্থন করি। একমাত্র এই সমন্বয়ই আমাদের জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'' মোহনবাগানের এই জয় তাদের কাছে শুধু একটি তিন পয়েন্টের অর্জন নয়, বরং দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। এই জয়ের পর মোহনবাগান সমর্থকরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আশা করছে যে, তাদের প্রিয় দল আরও সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। বর্তমানে তাদের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অবস্থান অনেকটাই তাঁদের শক্তিশালী এবং ধারাবাহিক খেলায় আত্মবিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণ দেয়।

টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য অভিনব পরামর্শ মাইকেল ভনের

লন্ডন, ১০ ডিসেম্বরঃ ওয়ান ডে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অনেক প্রাক্তনই নানা পরামর্শ দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, ৪০ ওভারের হোক ওয়ান ডে ম্যাচ। কেউ আবার অভিনব কিছু দাবি করেছে। কিন্তু ৫০ ওভারেই আটকে থেকেছে। এরই মধ্যে আবার টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল ভন। ইদানীং অধিকাংশ টেস্ট ম্যাচ পাঁচদিন গড়ায় না। চার দিনেই শেষ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তো দেখা যায়, আড়াই দিনে শেষ টেস্ট ম্যাচ। সাদা পোশাকের খেলায় ধৈর্য কমেছে ক্রিকেটারদের, এমনটা বলা হচ্ছে। তখনই ভন খুলে দিলেন নতুন রাস্তা। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন বলছেন, ''শেষ ৫০টা টেস্টের দিকে তাকিয়ে

দেখুন, মাত্র তিনটে ড্র হয়েছে। সেগুলো কিন্তু বৃষ্টিবিঘ্নিত। বাকি ম্যাচগুলোর দিকে তাকান, দুই-তৃতীয়াংশ চার দিন কিংবা তার কমেই শেষ হয়ে গিয়েছে।'' তথ্যই বলে দিচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটের পাঁচ দিনের মেয়াদ ক্রমশ কমছে। সব টিমই টেস্ট খেলছে টি-টোয়েন্টির ঢংয়েই। ইংল্যান্ড যেমন বাজবল চালু করেছে। সেই থিওরি নিয়েছে অনেক টিমই। এই কারণেই ভনের মনে হচ্ছে, ৫-এর বদলে ৪ দিনে কমিয়ে নিয়ে আসা হোক টেস্ট ম্যাচ।'' একই সঙ্গে ভনের মনে হচ্ছে, টেস্ট ম্যচ ৪ দিনে নামিয়ে আনলে তা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর হবে। ভনের কথায়, ''আমাদের এখনকার প্লেয়াররা কিন্তু চমৎকার বিনোদন উপহার দিচ্ছে। টেস্ট ম্যাচ শুরু হোক বৃহস্পতিবার, শেষ হোক রবিবার। চার দিনের টেস্ট ম্যাচ সূচির ক্ষেত্রেও সুবিধাজনক হবে। লোকের পক্ষেও বুঝতে সুবিধা হবে যে, টেস্ট শুরু হয় বৃহস্পতিবার, শেষ হয় রবিবার। এখনকার প্লেয়াররা যে ভাবে ক্রিকেটটা খেলে, আট বা নয়ের দশকের ক্রিকেটারদের মতো বা আমার মতো করে খেলে না। এরা চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব টেস্ট ম্যাচ জেতার।''

জার্মান তারকার দিকে নজর হায়দরাবাদের

হায়দরাবাদ, ১০ ডিসেম্বরঃ শেষ মরসুমের মত এবারও খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই হায়দরাবাদ এফসি। গত সিজনে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের একেবারে তলানিতে থেকে শেষ করতে হলেও এবার ভালো পারফরম্যান্স করাই অন্যতম লক্ষ্য নিজামের শহরের এই ফুটবল দলের কাছে। তবু অর্থনৈতিক সমস্যা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল দলের ক্ষেত্রে। যারফলে এবার ডুরান্ড কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করার পাশাপাশি দেশের প্রথম ডিভিশনের টুর্নামেন্ট খেলা নিয়েও দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। তারপর শেষ মুহূর্তে এসে নয়া ইনভেস্টার পায় হায়দরাবাদ। তারপর শুরু হয় আইএসএল খেলার প্রস্তুতি। এক্ষেত্রে গতবারের মতো এই সিজনে ও ভারতীয় কোচ থাংবোই সিংটোর উপরেই ভরসা রেখেছে নয়া ম্যানেজমেন্ট। তাঁর নির্দেশ মতোই দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের সই করাতে শুরু করে হায়দরাবাদ এফসি। দলের অধিনায়ক করা হয় দেশের তরুণ তারকা অ্যালেক্স সাজিকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দল গঠনের কাজ শুরু করায় প্রি-সিজন করার একেবারেই সময় পায়নি একবারের আইএসএল জয়ীরা। যার প্রভাব পড়তে থাকে দলের পারফরম্যান্সে। প্রথম থেকেই ধাক্কা খেতে হয়েছে একের পর এক ম্যাচ। কিন্তু সুযোগ মত লড়াই ও করতে ভোলেনি সিংটোর ছেলেরা। অ্যাওয়ে ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করে শক্তিশালী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। যা নিঃসন্দেহে তাঁক লাগিয়ে দিয়েছিল সকলকে। তবে শুধুমাত্র মহামেডান নয়। মিকেল স্ট্যাহরের কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে ও সহজ জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল নিজামের শহরের এই ফুটবল ক্লাব। বর্তমানে যদিও বজায় নেই সেই জয়ের ধারা। বর্তমানে ১০ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ১২ নম্বরে রয়েছে স্টিফান সাপিচের দল। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করছে সমর্থকদের। তবে নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরে নিয়ে পরবর্তী ম্যাচ গুলিতে জয় পেতে বদ্ধপরিকর হায়দরাবাদ এফসি। সেক্ষেত্রে এবার তাঁদের নজর গিয়ে পড়েছে এক জার্মান তারকার দিকে। তিনি গেরিট ব্রিঙ্কম্যান। শোনা যাচ্ছে, আক্রমণভাগে শক্তি বাড়াতে তাঁকে দলে নেওয়ার কথা ভাবছে ম্যানেজমেন্ট। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয় এই বিষয়টি। পূর্বে এসভি বার্গস্টেইনফুর্টের হয়ে খেলেছিলেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার। সেক্ষেত্রে এই উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোতে আদৌও তিনি ভারতে আসেন কিনা সেটাই দেখার।

চুক্তি নবীকরণ নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে এফএসডিএল

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বরঃ এফএসডিএলের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের চুক্তি রয়েছে ২০২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। নিয়মমতো তার ৬ মাস আগের থেকে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে দু'পক্ষের আলোচনা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু এফএসডিএলের চুক্তি নবীকরণ নিয়ে ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে নানারকম খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কারণে, এফএসডিএলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে এখনই আলোচনায় বসতে চাইছে ফেডারেশন। আলোচনায় বসতে চায়, এই মর্মে সময় চেয়ে এফএসডিএল-কে মেলও পাঠানো হয়েছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। কিন্তু এফএসডিএলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত মিটিং নিয়ে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। নিয়মমতো চুক্তি শেষের ৬ মাস আগে মিটিংয়ে বসা হবে, সেই কারণেই এই মুহূর্তে ফেডারেশনের সঙ্গে মিটিং এড়িয়ে চলছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, চুক্তি নবীকরণ নিয়ে এফএসডিএলের সঙ্গে ফেডারেশন মিটিং করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও এফএসডিএলের তরফে কোনও সাড়া শব্দ আসছে না।

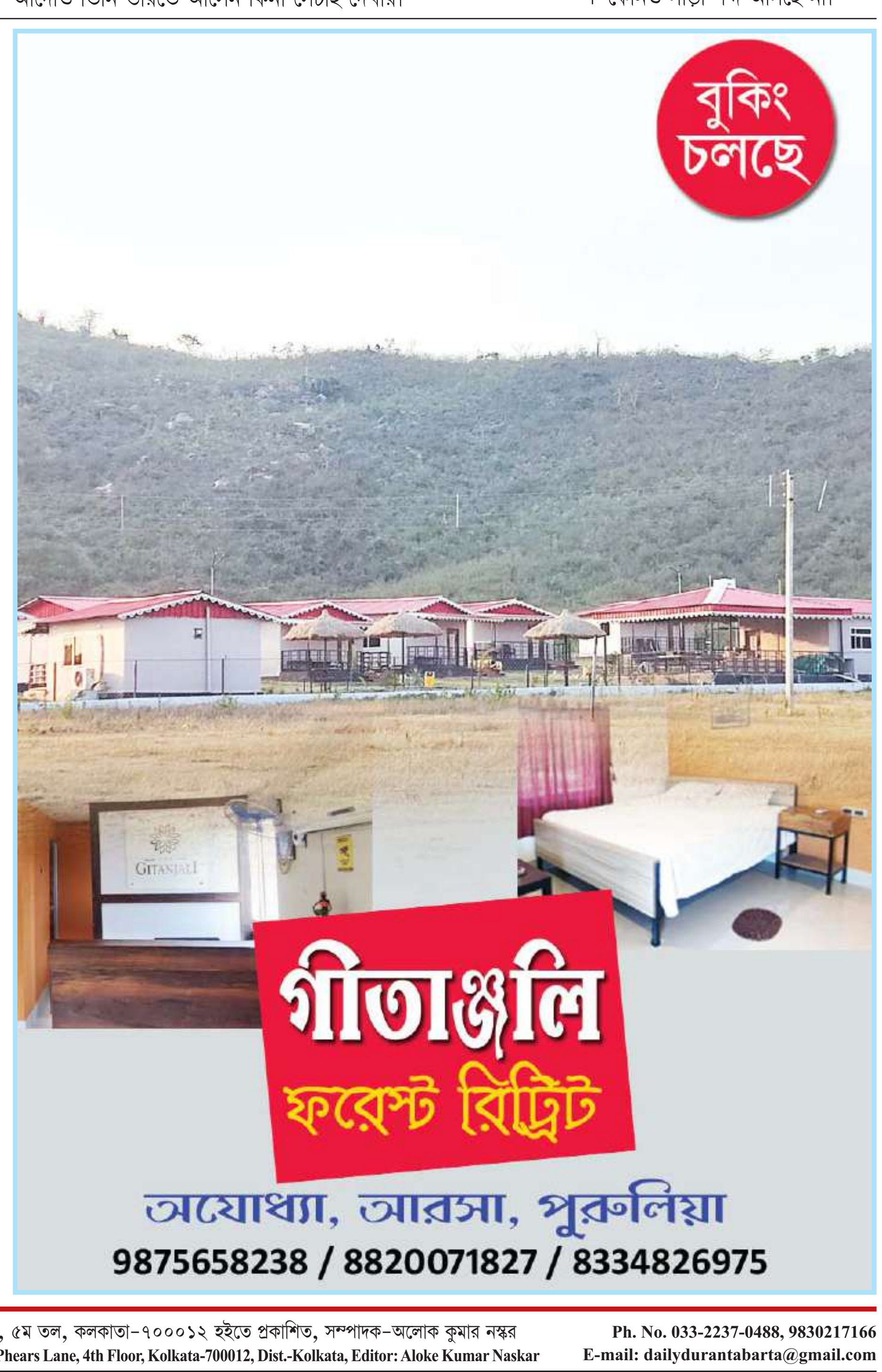

বর্ষসেরা একাদশে রিয়ালের আধিপত্য, নেই মেসি-রোনাল্ডো

বর্ষসেরা একাদশে লিওনেল মেসির অবস্থান এতদিন ছিল ফুটবলের সবচেয়ে ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর একটি। এবার সেই ধারায় ছেদ পড়ল। ফিফপ্রোর ২০২৪ সালের সেরা একাদশে জায়গা হয়নি আর্জেন্টাইন তারকার। এবারের ১১ জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬ জন আছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী রিয়াল মাদ্রিদ থেকে।

হফডর্ফ, ১০ ডিসেম্বরঃ পেশাদার ফুটবলারদের বৈশ্বিক সংগঠনের (ফিফপ্রো) ওয়েবসাইটে সোমবার বর্ষসেরা একাদশ ঘোষণা করা হয়। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটির আছেন ৪ জন। প্রায় ২০ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম এই একাদশে জায়গা হলো না গত বছর ইউরোপিয়ান ফুটবল ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়া মেসির। ২০০৭ সালে প্রথম এই একাদশে জায়গা পেয়েছিলেন তিনি, সেই থেকে টানা এবং রেকর্ড সবোচ্চ ১৭ বার জায়গা পান আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। ৭০টি দেশের ২১ হাজারের বেশি ফুটবলারের ভোটে প্রতি বছরের সেরা একাদশ ঘোষণা করে সংস্থাটি। সর্বোচ্চ ১১ হাজার ১৭৬ জনের ভোট পেয়েছেন রিয়ালের তারকা মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম। প্রথমবারের মতো একাদশে জায়গা পেয়েছেন দানি আলোচিত তিন ফরোয়ার্ড আর্লিং হলান্ড, কিলিয়ান এমবাপে ও ভিনিসিউস জুনিয়র। রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী টনি ক্রুস

কারভাহাল, আন্টোনিও রুডিগার, এদেরসন ও এবারের ব্যালন দ'র জয়ী রদ্রি। মেসিকে পেছনে ফেলে আক্রমণভাগে জায়গা করে নিয়েছেন সময়ের সবচেয়ে জুন-জুলাইয়ের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শেষে ফুটবলকে বিদায় জানান। তিনিও আছেন একাদশে। রিয়াল ও সিটির বাইরে জায়গা পেয়েছেন কেবল একজন- লিভারপুল ডাচ ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইক।

ফিফপ্রো বর্ষসেরা একাদশ

গোলরক্ষক-এদেরসন (ম্যানচেস্টার সিটি, ব্রাজিল)। ডিফেন্ডার-দানি কারভাহাল (রিয়াল মাদ্রিদ, স্পেন), ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল, নেদারল্যান্ডস), আন্টোনিও রুডিগার (রিয়াল মাদ্রিদ, জার্মানি)। মিডফিল্ডার-জুড বেলিংহ্যাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), কেভিন ডে ব্রুইনে (ম্যানচেস্টার সিটি, বেলজিয়াম), টনি ক্রুস (রিয়াল মাদ্রিদ, জার্মানি), রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি, স্পেন)। ফরোয়ার্ড-আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি, নরওয়ে), কিলিয়ান এমবাপে (পিএসজি-রিয়াল মাদ্রিদ, ফ্রান্স), ভিনিসিউস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ, ব্রাজিল)

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com